(১০) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর সংশোধনের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১১) Marine Fisheries Ordinance, ১৯৮৩ রহিতক্রমে এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১২) Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, ১৯৮৩ রহিতক্রমে এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৩) আকাশপথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যাত্রী, মালামাল ও কার্গো পরিবহণ নির্বিঘ্নকরণ এবং আকাশপথে পরিবহণে ভোক্তার স্বার্থ-সংরক্ষণ ও ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং মন্ট্রিল কনভেনশনের অনুসমর্থন এবং এর বিধানাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আকাশপথে পরিবহণ (মণ্ট্রিল কনভেনশন) আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৫) Madrasah Education Ordinance, ১৯৭৮ রহিতক্রমে এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৬) Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 সংশোধন করে Intermediate and Secondary Education (Amendment) Act, 2021 প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৭) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ সংশোধন করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৮) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২০ সংশোধন করে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৯) The Civil Courts Act, 1887 সংশোধন করে The Civil Courts (Amendment) Act, 2021 প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২০) দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা শিরোনামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২১) আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করে পুনঃপ্রণয়ন করার জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২২) শিশুদের দিবাকালীন পরিচর্যা ও নিরাপত্তার জন্য সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি পর্যায়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে দিনের বেশিরভাগ সময় নিজ বাসগৃহের বাইরে অবস্থান করতে

হয় এবং তার শিশুর জন্য মানসম্পন্ন উপযুক্ত স্থানে নিরাপদ ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার লক্ষ্যে শিশুর দিবাকালীন অবস্থানের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রয়োজন এবং উক্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন প্রদান, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, প্রদেয় সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২৩) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর মতবিনিময় সভার আয়োজন: মানবাধিকার রক্ষা ও সমুন্নতকরণের উদ্দেশ্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অধিক কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প'-এর উদ্যোগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় মন্ত্রী,আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব আনিসুল হক, এমপি। সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য এবং অন্যান্য সকল সদস্য; সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর মতবিনিময় সভা।

(২৪) জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত: কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেয়ার জন্য জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠকসমূহে যোগ দিয়ে থাকেন। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক কোনো বিল নিবিড়ভাবে পরীক্ষার পর কার্যপ্রণালি বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী কমিটির সভাপতি বা সভাপতির পক্ষে কমিটির অন্য কোনো সদস্য জাতীয় সংসদে রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। উক্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

(২৫) অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি:

❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুবাদ সম্পর্কিত সরকারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অনুদিত আইন ও চুক্তি:

ক্রমিক	আইন/বিধি/প্রবিধি/চুক্তি
১.	The Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972
২.	The Representation of the people's order, 1972
৩.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১২
৪.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২
৫.	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬
৬.	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬
৭.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭
৮.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭
৯.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭
১০.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭
১১.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আইন, ২০১৭
১২.	বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশান কাউন্সিল আইন, ২০১৭
১৩.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭
১৪.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭
১৫.	জাতীয় মানব পাচার তহবিল বিধিমালা, ২০১৭
১৬.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮
১৮.	কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮
১৯.	কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮
২০.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮
২১.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮
২২.	যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮
২৩.	বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯
২৪.	বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯
২৫.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯
২৬.	বীমা করপোরেশন আইন, ২০১৯
২৭.	উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯
২৮.	আকাশ পথে পরিবহণ (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন, ২০২০
২৯.	বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি

(২৬) জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য:

- একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন হতে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ২৮টি আইন পাস হয়েছে। অধিবেশন ভিত্তিক আইন পাসের তালিকা:

  (ক) নবম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৬টি;

  (খ) দশম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৯টি

  (গ) একাদশ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৬টি;

  (ঘ) দ্বাদশ অধিবেশনে কোন বিল পাস হয়নি; এবং

  (ঙ) ত্রয়োদশ অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৭টি।

(২৭) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর Goal ১৬.b 'Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development' অর্জনে সরকারের অর্থায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত 'আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্প কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- আইন ও বিচার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, আইন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মোট ৮৫০ জন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে মোট ৩২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট, নীলফামারী, খুলনা, ভোলা, রাজবাড়ী জেলায় মোট ৮টি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হয়।
- ভার্চুয়াল মাধ্যমে ১৩ অক্টোবর ২০২০ এবং ২ জুন ২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের ১১ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে SDG-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক তৃতীয় সভা ও চতুর্থ সভার আয়োজন করা হয়।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ সংশোধন ও মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ; চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।
- ১২ জুন ২০২১ তারিখে 'Preparatory Workshop on Legislative Desk book' শীর্ষক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।
- ১৮ জুন ২০২১ তারিখে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক 'Preparatory Workshop on Legislative Research' শীর্ষক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।
- ২০ জুন ২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা আইন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ মোট ৮৭ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে Workshop on Legislative Research অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৭ জুন ২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, আইন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ মোট ৯২ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে Workshop on Legislative Desk Book অনুষ্ঠিত হয়।

(২৮) ল'জ অব বাংলাদেশ:

'ল'জ অব বাংলাদেশ' (bdlaws.minlaw.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা ৩৭টি।

(২৯) wi-fi সংযোগ স্থাপন:

- সার্বক্ষণিক নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল দপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংযোগের পাশাপাশি উচ্চগতিসম্পন্ন wifi সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে করোনাকালীন এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জুমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

(৩০) বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম:

- করোনা মোকাবিলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী সরকারি অফিসে শতকরা ২৫ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার জন্যও অফিস আদেশ জারি করা হয়।
- এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার লক্ষ্যে ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান এবং সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। করোনা ট্রেসার অ্যাপ ব্যবহারের নির্দেশনার কপি বিতরণ করা হয়েছে।
- করোনার বিস্তার রোধকল্পে ও সুরক্ষাসামগ্রী হিসাবে এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট হেক্সিসল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, গগলস, সার্জিক্যাল টুপি, সার্জিক্যাল সু-কভার এবং পিপিই বিতরণ করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপি এর সৌজন্যে উপহারস্বরূপ মাস্ক এবং গগলস এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের লক্ষ্যে ৫টি তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- করোনায় আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জরুরি পরীক্ষা, পরিচর্যা ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য ১৮ জুন ২০২০ তারিখে 'কুইক রেসপন্স টিম' গঠন করা হয় এবং করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় উক্ত টিম ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে পুনর্গঠন করা হয়।
- সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'No Mask No Service' ও 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন' সংবলিত স্টিকার এ বিভাগের সকল কক্ষের দরজা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানো হয়েছে। করোনা বিষয়ে সচেতনতার জন্য এ বিভাগের বিভিন্ন স্থানে পিভিসি ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

(৩১) আইন কমিশন:

২০২০-২১ অর্থবছরে আইন কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন ও সুপারিশসমূহ:

(১) আইন শব্দকোষ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনা সংক্রান্ত আইন কমিশনের প্রতিবেদন;

(২) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১ প্রণয়নের ধারণাপত্র, আইন কমিশনের সুপারিশ ও বিলের খসড়া;

(৩) নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ প্রণয়নে আইন কমিশনের সুপারিশ ও খসড়া;

(৪) The Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance, ১৯৮২ এর অধিক সংশোধনকল্পে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের পারিবারিক পেনশনের আওতাবৃদ্ধি এবং পারিবারিক সাহায্য তহবিল, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, বিশেষ সুবিধা সংযোজন সংক্রান্ত আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ;

(৫) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০২০ প্রসঙ্গে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশ;

(৬) আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল ২০২০ প্রসঙ্গে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশ।

(৩২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন:

'ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার'; 'Recover Better: Stand Up for Human Rights' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে করোনাকালে সীমিত আকারে মানবাধিকার দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে এক ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন। এবারের প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে প্রতিটি রাষ্ট্রকে মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে সকল কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনায় কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতন ঘটনায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর কমিশন মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্ত হয়। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ফুলবেঞ্চে দুই দফা শুনানি শেষে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশসহ রায় ঘোষণা করে:

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৯(১) (ক) ধারার আলোকে যে বা যারা গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে খাদিজার বিচার পাওয়ার অধিকারকে ক্ষুন্ন করে মানবাধিকারের লংঘন করেছে সে সকল দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতক্রমে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর সুপারিশ করে।
- কমিশন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৯(২) ধারা মতে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ভিকটিম খাদিজার বরাবর ৫০,০০০ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভান্ডারিয়ার মাধ্যমে সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা নেবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।
- জননিরাপত্তা বিভাগ, কমিশন আইনের ১৯(৪) ধারার বিধানের আলোকে কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা তিন মাসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করবে।

সভা/ওয়েবিনার:

Asia Pacific Forum High Level Dialogue:

- ৫-৮ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের হাই লেভেল ডায়লগে অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য, অবৈতনিক সদস্যগণ এবং কর্মকর্তাগণ। নতুন কমিশনের সঙ্গে মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার লক্ষ্যে এই ডায়লগ আয়োজন করে এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত বেসরকারি সংগঠনসমূহের সঙ্গে মতবিনিময় সভা:

- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক ৬টি সংস্থা- অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ডিজএ্যাবল্ড চাইল্ড ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ, সীতাকুন্ড ফেডারেশন, টার্নিং পয়েন্ট, ডব্লিউডিডিএফ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। (১) কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বর্তমানে সরকারি চাকরি করছে তা সঠিকভাবে নিরূপণকরতঃ তাদের পৃথক তথ্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রকাশনায় লিপিবদ্ধ করা; (২) সকল ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং (৩) সরকার প্রণীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণ।

শ্রবণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' বিষয়ক অনলাইন কর্মশালা:

- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ বেসরকারি সংস্থা সিডিডি আয়োজিত 'শ্রবণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' বিষয়ক অনলাইন কর্মশালায় চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শ্রবণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী একীভূত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা:

- ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। সভায় চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন করোনাকালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং এর পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সমূহের জন্য একটি সমন্বিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

Asia Pacific Regional Dialogue on the Role of NHRIs in addressing displacement in the context of adverse effects of climate chang:

- ৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক অফিস মানবাধিকার কমিশনসমূহের প্রতিষ্ঠান Asia Pacific Forum (APF)-এর সহায়তায় একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আর্টিকেল নাইনটিনের অনলাইন যৌথসভা:

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন আর্টিকেল নাইনটিনের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশে মানবাধিকারের সুরক্ষা ও প্রসারে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

Women Migrant Workers in COVID-১৯ Pandemic: The Role of Embassies শীর্ষক ওয়েবিনার:

- ১০ জুলাই ২০২০ তারিখ নারী অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন বিএনএসকে আয়োজিত Women Migrant Workers in COVID-19 Pandemic: The Role of Embassies শীর্ষক ওয়েবিনারে গেস্ট অব অনার হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। অভিবাসী নারী শ্রমিকসহ সকল জনগণের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার লক্ষ্যে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক ভেলিডেশন সভা:

- গত ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে স্টকহোম এনভায়রনমেণ্ট ইন্সটিটিউট, ইউএন এনভায়রনমেণ্ট, ইউএন ওইমেন এর যৌথ আয়োজনে একটি ভেলিডেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'র সভাপতি ও চারজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের পক্ষ হতে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় বর্ণিত গবেষণা প্রতিবেদনে বক্তব্য ও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

Challenges of the Overseas Women Migrant Workers and way forward শীর্ষক অনলাইন সভা:

- ১৬ জুন ২০২০ তারিখ নারী অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন বিএনএস কর্তৃক আয়োজিত 'Challenges of the Overseas Women Migrant Workers and way forward' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন করোনাকালে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালের আওতায় অভিবাসী শ্রমিকদের 'সুরক্ষা, সম্মান এবং প্রতিকার ফ্রেমওয়ার্ক' শীর্ষক নীতিমালা অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

Criminal justice responses to human trafficking and migrant smuggling in times of COVID-19 and beyond শীর্ষক ওয়েবিনার:

- গত ১১ জুন ২০২০ তারিখ ইউএনওডিসি এবং আইওএম-এর যৌথ উদ্যোগে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আয়োজিত Criminal justice responses to human trafficking and migrant smuggling in times of COVID-19 and beyond শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অংশগ্রহণ করেন। করোনাকালে মানব পাচার রোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে উক্ত ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়।

Gender based Violence: A Shadow Pandemic in the COVID-19 Situation শীর্ষক ওয়েবিনার:

- ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত ইউএনডিপি'র হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় Gender based Violence: A Shadow Pandemic in the COVID-১৯ Situation শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন;
- নারী নির্যাতন বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা, করোনার স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সচেতনতার পাশাপাশি পারিবারিক সম্প্রীতি/নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ বিষয়ক বার্তা ব্যাপক হারে প্রচার এবং তথ্যচিত্র, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

- করোনাকালে কন্যা শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধকল্পে কন্যা শিশুদের বিদ্যালয়ে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারীর ক্ষমতায়নকে পূর্ণরূপে অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- পারিবারিক সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আরও জোরদার ভূমিকা রাখা।

জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ উদ্‌যাপন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 'ভার্চুয়াল কনফারেন্স' আয়োজন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)'র সাত বছর পূর্বে এর সকল অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। সভায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

Combatting Human Trafficking: Scope & Challenges of Promoting Safe Migration & Protecting Trafficking Survivors:

- ৩০ জুলাই মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে ব্রাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে Combatting Human Trafficking: Scope & Challenges of Promoting Safe Migration & Protecting Trafficking Survivors শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য Committed to the Cause - Working on the Frontline to End Human Trafficking। চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন মানবপাচারকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, মানবপাচার প্রতিরোধে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং মূল পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হলে অপরাধ কমে আসবে মর্মে উল্লেখ করেন।

থিমেটিক কমিটির সভা:

কোভিড -১৯ সনাক্তে নমুনা সংগ্রহকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার ও চিকিৎসাকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের সুপারিশ

- ৯ জুন ২০২০ চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর সভাপতিত্বে কমিশনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ চাহিদার প্রতি গুরুত্বারোপ করে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক লাইন চিহ্নিত করে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং আক্রান্ত রোগীর সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য অন্ততঃ একজন সহযোগীকে সুরক্ষাসামগ্রীর ব্যবস্থা করে হাসপাতালে অবস্থানের অনুমতি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের নিকট জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্য ভাতার অর্থ শীঘ্র পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

করোনা সংকটকালীন জয় এ্যাপসের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত এবং নির্যাতনকারীদের সরকারি সহযোগিতা কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ:

- ২০ মে ২০২০ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর সভাপতিত্বে কমিশনের নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় করোনাকালে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং সহিংসতা বন্ধে বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি জয় এ্যাপসের

কার্যকর ব্যবহার করার বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করা মাত্র সরকারি সহযোগিতা কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস এ্যান্ড এ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা:

- ৪ জুন ২০২০ তারিখ কমিশনের মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস এ্যান্ড এ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজ করা এবং অভিবাসীদের ডেটাবেজ তৈরি; অভিবাসীদের অবস্থার সার্বিক উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থা; জরুরি মুহূর্ত মোকাবিলায় গাইডলাইন করে প্রেরণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৬-তে অন্তর্ভুক্তকরণ; সরকার কর্তৃক গন্তব্য দেশের সঙ্গে কলম্বো প্রসেস এবং আবুধাবি ডায়ালগ অনুসারে জরুরি সময়ে শ্রমিকদের সুরক্ষা; অভিবাসী শ্রমিকগণের (আনডকুমেন্টেডসহ) বেতন-ভাতা, অসুস্থতাজনিত ছুটি প্রাপ্তি এবং চাকরিজনিত নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সুপারিশ করা হয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা:

- গত ২৪ জুন ২০২০ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দেয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ছাঁটাই এবং কারখানা বন্ধের ঘটনা মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে অভিহিত করা হয় এবং তা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ পথশিল্পী ও সংস্কৃতি চর্চা করে জীবিকা নির্বাহকারীদের ত্রাণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা থেকে বাড়ির মালিক কর্তৃক করোনা আক্রান্ত ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল ইউএনও-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'-এর প্রথম সভা:

- ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার:

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ই-নথির কার্যকর ব্যবহার;
- ই-জিপি পদ্ধতি এবং কল সেন্টার সহায়তা সেবা প্রবর্তন;
- তথ্য প্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার;
- ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও মোবাইল এ্যাপ এবং 'সমন্বিত অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

প্রকাশনা:

- ❖ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ প্রকাশিত হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে 'মানবাধিকার সুরক্ষায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন' শীর্ষক লিফলেট প্রকাশ করে। মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সহজবোধ্য করার জন্য এটি প্রকাশ করা হয়। কমিশন মানবাধিকার দিবস,২০২০ উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করেছে।

কমিশন সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত:

- ❖ ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ ০১, ২ ও আপোষ বেঞ্চের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি, মানবাধিকার লঙ্ঘন মনিটর করার জন্য সকল সদস্যকে বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান, মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন, মানবাধিকার ও বঙ্গবন্ধু শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন, গণমাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ, সারাদেশে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ, নিয়োগবিধি সংশোধন, বাজেট ও জনবল বৃদ্ধির অ্যাডভোকেসি এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন।

গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন:

প্রেস বিজ্ঞপ্তি	তারিখ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদসহ সর্বসম্মতিক্রমে নিন্দা প্রস্তাব	১৫ ডিসেম্বর ২০২০
সম্প্রতি ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণ এবং নিরসনের উপায় সংক্রান্ত ওয়েবিনার সংক্রান্ত তথ্য	১১ অক্টোবর ২০২০
নোয়াখালীতে নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ	৫ অক্টোবর ২০২০
পিতৃহীন দুই শিশুর অধিকার ফিরিয়ে দিতে মধ্যরাতে হাইকোর্টের আদেশ	৪ অক্টোবর ২০২০
সিলেট এবং খাগড়াছড়িতে গণধর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০
গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনায় কমিশনের ফুলবেঞ্চে রায় ঘোষণা	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০
নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে হতাহতের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ	৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
চোর অপবাদে মা-মেয়েকে রশি দিয়ে বেধে সড়কে ঘোরানোর ঘটনায় ভুক্তভোগী মা-মেয়ের পক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক মামলা পরিচালনা	২৪ আগস্ট ২০২০
নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পুরুষদের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ	২৪ আগস্ট ২০২০
সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ-এর মৃত্যুতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শোক	২১ জুলাই ২০২০
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন-এর 'কমিশন' শব্দ ব্যবহারে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা	১৪ জুলাই ২০২০
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তায় মুক্তি পেল নিরপরাধ সালাম ঢালী	৭ জুলাই ২০২০

৪৬. শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন:

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) আরএডিপি বাস্তবায়ন:

শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৩,৮৪২.৫৫ কোটি টাকা (জিওবি ১,৬৯৯.৯১ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ২,০৯৮.৪৫ (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটসহ) কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব/অন্যান্য ৪৪.১৯ কোটি টাকা)। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ৩,০১৯.২৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭৮.৫৭%। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত হিসাবে এ অগ্রগতির হার ৮২.৭১ শতাংশ। উক্ত অর্থবছরের ৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৫টি চলমান প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

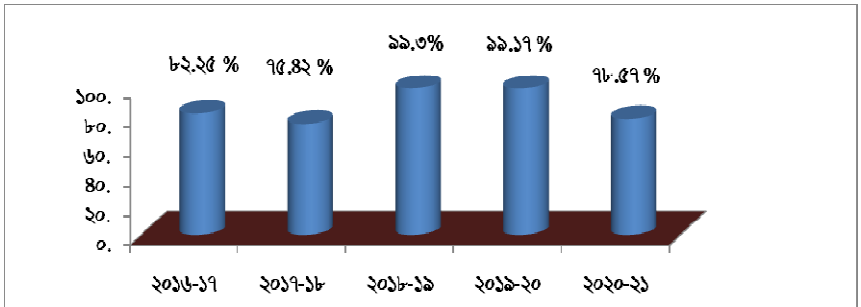

বিগত ৫ বছরের আরএডিপির বাস্তবায়নের তুলনামূলক চিত্র

(৩) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ওয়ার্কিং এপিএ ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়ন:

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার মাঠপর্যায়ের অফিস প্রধানদের মধ্যেও ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুবিভাগ ওয়ারী বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক ওয়ার্কিং এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অনুবিভাগ/কর্মকর্তা তদারক করবে সেটি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তাদের ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। IAP বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

(৪) বেসরকারিখাতে স্বীকৃতি ও প্রণোদনা:

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৬টি ক্যাটাগরির ১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮' প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩১টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এবং উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২টি ব্যবসায়ী সংগঠনকে 'ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' প্রদান করা হয়েছে। প্রথমবারের মত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯' এর আলোকে ৭ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (বৃহৎ শিল্পে ৪টি, মাঝারি শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ৩টি, হাইটেক শিল্পে ৩টি, হস্ত ও কারু শিল্পে ০৩টি এবং কুটির শিল্পে ০৩টি) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০' প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

(৫) দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টিতে মেলার আয়োজন:

টেকসই শিল্পখাতের বিকাশে শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন পণ্যের প্রচার, প্রসার, বাজার সৃষ্টিতে এবং পণ্য বৈচিত্র্যকরণের জোরদার প্রয়াসের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কতৃক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৬টি মেলা আয়োজন করেছে এবং দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত ৬৪টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

(৬) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রগতি:

এসডিজি অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এসডিজি'র ৪টি টার্গেটের ক্ষেত্রে লিড, এবং সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে ২টি টার্গেটের ক্ষেত্রে কো-লিড এবং ৪৪টি টার্গেটের ক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। এসডিজি-এর অভীষ্টসমূহ অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নির্দিষ্টকরণ এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'Mainstreaming SDGs for the Ministry of Industries' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষিতে শ্রমঘন অর্থনীতি হিসাবে বাংলাদেশকে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে তা নির্ণয় করে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে এসডিজি অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে বইটি একটি গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে।

চিত্র: শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এসডিজি সংক্রান্ত বই।

(৭) ই-সেবা ও ইনোভেশন:

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থায় নিম্নবর্ণিত ই-সেবা ও ইনোভেশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

- জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানি অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জাহাজের অনলাইনে আবেদন ও পরিদর্শন অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ডিজিটাল সেবা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে এডমিন করে 'Moind Family' শিরোনামে একটি Whats App গ্রুপ খোলা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে লিফটের পার্শ্বে এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সেন্সরড হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) খাদ্য নিরাপত্তায় সার শিল্প ও সার ব্যবস্থাপনা:

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন-(বিসিআইসি) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৯১,৮৭০ মেট্রিক টন টিএসপি সার, ১,০২,১১৫ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদন ও ১৩.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানিপূর্বক যথাযথভাবে বিতরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে রাসায়নিক সার নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের ফলে গত এক বছরে রাসায়নিক সারের কোন ঘাটতি হয়নি।
- সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য প্রথম পর্যায়ে দেশের ১৩টি জেলায় ৬০২.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৩০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৩টি জেলায় ১,৯৮৩.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫,১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পরিবেশবান্ধব, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পুরাতন ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানার পরিবর্তে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন একটি ইউরিয়া সার কারখানা 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি)'-বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ভৌত কার্যক্রম ৩১.৪৮ শতাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৯) চিনি শিল্প:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৯টি চিনিকলে ০.৪৮১ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি, ০.২০৭৪৬ লক্ষ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ১,৪৫০ মেট্রিক টন জৈব সার ও ৪৩.৮২ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট উৎপাদন করা হয়েছে।

(১০) ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪৫টি মোটরগাড়ি সংযোজন, ১,০৭০টি মোটর সাইকেল সংযোজন, ৫৩১ মেট্রিক টন সুপার এনামেল কপারওয়্যার, ১,৯৪১ মেট্রিক টন বৈদ্যুতিক কেবলস্, ২,২০৯ মেট্রিক টন স্টিল পাইপ, ৪০৮টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, ২.২১ লক্ষ বৈদ্যুতিক উৎপাদন, ১৮৯.৭০ লক্ষ শেভিং ব্লেড এবং ১৩৫ মেট্রিক টন এমএস রড উৎপাদন করা হয়েছে।

(১১) রাসায়নিক, প্লাস্টিক এবং ঔষধশিল্প:

দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কেমিক্যালস গুদাম, হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক পণ্য, প্লাস্টিক, মুদ্রণ শিল্প কারখানাসমূহকে ঢাকার নিকটবর্তী কেরানীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে পরিবেশবান্ধব

শিল্পপার্কে স্থানান্তরের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত কার্যক্রমের ৮৭ শতাংশ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ২০০ একর জমিতে সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও সিইটিপিসহ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৫১৭ মেট্রিক টন কাগজ, ১১,৯২৫ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ৯৯৩ মেট্রিক টন স্যানিটারীওয়্যার এবং ১,০৯৮ মেট্রিক টন ইনস্যুলেটর ও রিফ্রেকটরিজ উৎপাদন করা হয়েছে।

(১২) দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান:

বিটাক, বিআইএম, বিসিক, বিসিআইসি, বিএবি, এসএমই ফাউন্ডেশন ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯,৪৮৬ জনকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও ১৫,০৩২ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিটাকে ৩৬টি কোর্সে ১,১৪৭ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪২৬ জন শিক্ষার্থীকে বাস্তব নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাছাড়া বিসিকে ৬৭,১১৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বিটাক চট্রগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ৫০.০১ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও 'বরিশাল, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগে বিটাকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, রংপুর, সুনামগঞ্জ এবং জামালপুর জেলায় বিটাকের একটি করে কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে 'ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ' নামে ১০তলা ভবন তৈরির একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

(১৩) লবণ শিল্প ও লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ:

২০২০-২১ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে ১৬.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্য লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে। এতে ভোজ্য লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং লবণের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিসিক সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে লবণে পরিমিত মাত্রায় আয়োডিনযুক্তকরণের জন্য ২৭০টি লবণ মিলে বিনামূল্যে সল্ট আয়োডেশন প্লান্ট স্থাপন করেছে। এতে দেশ হতে দৃশ্যমান গলগন্ড রোগ নির্মূল হয়েছে।

(১৪) ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ:

ভোজ্যতেলের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করে জনগণের ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত সমস্যা দূরীকরণে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' মিশ্রিত করে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

(১৫) পরিবেশ উপযোগী চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন:

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে রাজধানী ঢাকার হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে পরিবেশবান্ধব বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভারের বরাদ্দকৃত প্লটে স্থানান্তর সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে সেখানে ১৫৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৩০টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। সাভারে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরীর Common Effluent Treatment Plant (CETP) নির্মাণকাজ ৯৮ শতাংশ শেষ হয়েছে এবং পরিচালনার জন্য 'Dhaka Tannery Industrial Estate Waste Treatment Plant Company Limited' শিরোনামে একটি কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। দেশের অন্য অঞ্চলে আরও ৩টি চামড়া শিল্পনগরী (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন:

- ❖ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১৯টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিভাজনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতিবছর গড়ে ২১৭টি পুরাতন জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের অনুমতি প্রদান করে থাকে। এ সকল জাহাজ ভেঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন লোহা/স্টিল পাওয়া যায় যা কাঁচা লোহার দেশীয় চাহিদার ৬০-৭০% পূরণ করে থাকে। এ খাতে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রতিবছর দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার অবদান রাখছে। হংকং কনভেনশন কমপ্লায়েন্স সনদ অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ International Maritime Organization (IMO)-এর কারিগরি সহায়তায় এবং নরওয়েজিয়ান সরকারের সার্বিক সহায়তায় 'Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (SENSREC phase 11)' প্রকল্পের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্ট শিল্প রিসাইক্লিং শিল্পখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০ জনকে মাস্টার ট্রেনার হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭০০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
  - বরগুনা জেলার তালতলীতে ১০৫.৫০ একর জমির উপর জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের কাজ;
  - পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চরনিশান বাড়ীয়া ও মধুপাড়া মৌজায় ১০০ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই।

(১৭) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাত:

বিসিক শিল্পনগরীতে ৭৯৯টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট রয়েছে, যাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৫৯,৪১৫ কোটি টাকা যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ। উদ্যোক্তাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পকে জিআই পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬,৬৮০টি শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৬,১৪৬ জনকে ১৫,৩৮৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিসিকের অনুকূলে অর্থ বিভাগ হতে প্রদত্ত ৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ইতোমধ্যে শতভাগ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিসিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় মে ২০২১ পর্যন্ত বিসিকের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩৭৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৫.৫২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিসিকের নিজস্ব তহবিল ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১৫.৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ঐক্য ফাউন্ডেশন এবং বিসিকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে উদ্যোক্তারা ঐক্য ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম www.oikko.com.bd-এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করতে পারছেন।

(১৮) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) শিল্পখাত:

দেশে ৭৮ লক্ষ এসমএমই শিল্প আছে এবং জিডিপির ২৩ শতাংশ অবদান রেখে চলেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন ৩৮টি আঞ্চলিক মেলার আয়োজন করেছে। ৯৩৫ জন উদ্যোক্তাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে, ৫৭২ জন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং ২,১৪৭ জন উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে

১৪০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ ও ১৩০ জন নারী উদ্যোক্তা জেন্ডার সেনসিটাইজেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে পাঁচটি বিভাগে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং/জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(১৯) করোনা প্রতিরোধ ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম উদ্যোগ:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের প্রতি সরকারি কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা বিবেচনায় রেখে মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা, নেতৃত্ব ও দিক্‌নির্দেশনায় এবং সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এবং সময়োপযোগী নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সাধারণ সময়ের চেয়েও বেশি দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করোনাকালীন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় কাজ করেছেন।
- করোনার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশনাসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে, লিফটে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে 'No Mask No service' এবং 'Wear Mask, Get Service' শীর্ষক স্টিকার ও প্রচারণাপত্রের মাধ্যমে সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট হাসপাতাল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তথায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দেশে করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই অফিস চলাকালীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্লাভস ও মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। অফিস চলাকালীন ফ্রন্ট ডেস্ক, সম্মেলনকক্ষ এবং কর্মকর্তাদের কক্ষে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত এবং মৃতদের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অন্যান্য অফিস থেকে মন্ত্রণালয়ে আগমনকারী ও মন্ত্রণালয় থেকে অন্যান্য অফিসে গমনকারীদের জীবাণুমুক্ত রাখতে হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। করোনা প্রার্দুভাবে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও কন্ট্রোলরুম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আইইডিসিআর/সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মাধ্যমে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাসিক প্রশিক্ষণে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে একটি নিয়মিত সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে।
- থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করে মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার সেট সংরক্ষণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে লিফটের পার্শ্বে এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সেন্সরড হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য আলাদা যানবাহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- ৬৪টি জেলায় ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে অংশীজনদের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের তালিকা তৈরি করে ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের আরো তালিকা সংগ্রহ করা হচ্ছে ও সংগৃহিত তালিকা সুপারিশ আকারে ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং কার্যক্রম বেগবান করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

- নারী উদ্যোক্তা তৈরিসহ কমিটির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকে টেলিফোন ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।
- বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার শতভাগ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৬,১৪৬ জনকে ১৫,৩৮৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৯,২২৪ জনের প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল শিল্প কারখানা ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও সরবরাহ চালু রাখা হয়েছে। বিসিক ও কেরু এ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর সমন্বয়ে নিরাপত্তা সামগ্রী (হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ইত্যাদি) উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

(২০) শিল্পখাতের অপরিহার্য উপাদান বয়লার ব্যবস্থাপনা:

শিল্পখাতে বয়লার একটি অন্যতম অপরিহার্য যন্ত্র। কিন্তু নিয়মিত বয়লারের মান পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মনিটরিং না করলে তা শিল্পখাতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের কর্মপরিধি এবং সক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানায় স্থানীয়ভাবে নির্মিত বয়লার ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৯৫টি বয়লারের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ৭,২৪০টি বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়ন করেছে। দেশে স্থানীয়ভাবে বয়লার নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং ১৯১টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে। ৩৭১ জন বয়লার অপারেটরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

(২১) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল শিল্প:

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দেশের বিভিন্ন শিল্প খাতের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও উপকরণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে। এজন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে 'Mother of All Industries Sectors' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দেশব্যাপী ১৮টি জেলায় মোট ৩১টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার রয়েছে। এসব ক্লাস্টারে ৪০,০০০ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। দেশীয় শিল্প খাতের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালকে 'হালকা প্রকৌশল শিল্পের বছর' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ সেক্টরকে উন্নত করতে হলে কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (সিএনসি) মেশিন ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের এসব অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল এ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে উচ্চ প্রযুক্তি ও উচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের ইনস্টিটিউট স্থাপন বাংলাদেশে এটাই প্রথম প্রকল্প। স্থাপিত এ টুল এ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও বিকাশসহ সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(২২) দেশে মানসম্পন্ন পণ্য/সেবাসামগ্রী উৎপাদন, পণ্যের মাননিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ:

বিএসটিআই বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগত মান প্রণয়ন ও মান উন্নয়নের পাশপাশি আমদানিকৃত পণ্যের মান সংরক্ষণেও বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৯৪টি পণ্যের মান প্রণয়ন এবং ৩,৫০৫টি পণ্যের গুণগত মান সনদ প্রদান, ৩,৩৯৩টি পণ্যের গুণগত মান সনদ নবায়ন করেছে।

ভেজাল প্রতিরোধে ৩,০০৬টি মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টিম পরিচালনা এবং ৫,২৩,২৬০টি পদার্থ এবং ১৭,৮৯৭টি খাদ্য পণ্য, ৯,১৬০টি জৈব ও অজৈব পণ্য পরীক্ষা করেছে। বিএসটিআই'র ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (এনএমএল)-এর ৬টি ল্যাবরেটরি এবং ৩৫টি পণ্যের সর্বমোট ৪১১টি টেস্ট প্যারামিটার বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড থেকে এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। বাধ্যতামূলক সনদের আওতায় নতুন ৪৭টি পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিএসটিআইতে সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে হটলাইট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিএসটিআই'র পরীক্ষণ ল্যাবে নন-ডেস্ট্রাক্টিভ পদ্ধতিতে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার পরীক্ষণ সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। পণ্যের মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭১টি ল্যাবরেটরি/সংস্থার এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় মান অবকাঠামোকে আরো শক্তিশালী করেছে।

(২৩) উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ খাত:

উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে দেশে নানাবিধ খাতে উদ্ভাবন বাড়ছে। একইসঙ্গে বাড়ছে দেশের মেধাসম্পদের সুরক্ষা এবং উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের গুরুত্ব। বিশেষ করে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণ হবার প্রাক্কালে দেশের মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবনের পেটেন্ট সুরক্ষা, দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের নিবন্ধন, সুরক্ষা এবং ভৌগোলিক নির্দেশক মালিকানা স্বত্ব সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তাই দেশের উদ্ভাবন, মেধাসত্ব খাত এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে যার সুফল ইতোমধ্যে দেশের জনগণের নিকট দৃশ্যমান। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩,৮০৮টি ট্রেডমার্কস আবেদন, ২৫৫টি পেটেন্ট আবেদন ও ২,৬৯৫টি পণ্যের ডিজাইন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর হতে ৪টি পেটেন্ট গেজেট এবং ৪টি ট্রেডমার্কস জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে এবং ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত পেন্ডিং নথি নিষ্পত্তির কাজ চলমান আছে।

(২৪) জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক প্রণীত দশ বছর মেয়াদি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দশবছর ব্যাপী এ মাস্টার প্ল্যানে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে তা উন্নয়নের কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মাস্টার প্লানে ২০২১-২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষিখাতে গড়ে ৫.৪ শতাংশ, শিল্পখাতে ৬.২ শতাংশ এবং এবং সেবাখাতে ৬.২ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বাড়বে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে ১,৯৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং উৎপাদনশীলতা বিষয়ে ২টি গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে।

৪৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশ করা হয়েছে।

(২) করোনা সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য-সুরক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়ের আগমন ও নির্গমনের করিডোরে Disinfection tunnel স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পিপিই (সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস) বিতরণ করা হয়েছে।

(৩) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় সীমিত পরিসরে মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস, ২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩,৮২৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে ১৩ কোটি ৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিল হতে মৃত্যুজনিত কারণে ৯৩০ জনকে ১৮.৫২ কোটি টাকা, চিকিৎসা বাবদ ১,৬১৭ জনকে ৪.১৯ কোটি টাকা ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ২১৭ জনকে ৪৩ লক্ষ টাকা শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১টি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৬) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩২৮টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, ১৫টি সিবিএ নির্বাচন, ১৩টি সালিশ আবেদন নিষ্পত্তি, ৫৩৮টি অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন, ১০,৬০৫ জনকে প্রশিক্ষণ, ৯৭,২৭২ জনকে স্বাস্থ্যসেবা, ৪৬,১৬৪ জনকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, ১,১০,৫৮১ জনকে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৭) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৫০টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশু কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন; 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেণ্ট কমিটির প্রতিবেদন, ২০২০-২১'; 'উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ২০২০-২১' শীর্ষক প্রতিবেদন; কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা এবং জাতীয় পেশাগত সেফটি ও স্বাস্থ্য দিবস, ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

(৯) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৭,৩৬১টি কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান পরিদর্শন, ১,৪২১টি শ্রম আইন ভঙ্গের কারণে রুজুকৃত মামলা, ১,৮০৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কমপ্ল্যায়েন্স নিশ্চিতকরণ, ১০,০২৪টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদান, ৩৩,৪৫২টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স নবায়ন এবং ৯১৯টি সেফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১০) বাংলাদেশে শ্রমমান উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে 'National Action Plan on the labour sector of Bangladesh' শীর্ষক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১১) বাংলাদেশে শ্রমমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সুপারিশের আলোকে 'Roadmap on The Labour Sector of Bangladesh (2021-2026)' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১২) নভেম্বর ২০২০, মার্চ ২০২১ এবং জুন ২০২১ মাসে ভার্চুয়ালি আইএলও গভর্নিং বডির সভা' এবং ১০৯তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

(১৩) জবরদস্তি-শ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন সংশ্লিষ্ট প্রটোকল-২৯ অনুসমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৮. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির অংশ হিসাবে পরিমেয়, অপরিমেয় এবং জ্ঞানভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রচার করে থাকে। দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালনে কৌশলগত

উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে এ মন্ত্রণালয় দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন/পরিমার্জন ও প্রয়োগ করে থাকে। ৪টি অধস্তন অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৩টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(২) কল্যাণ অনুদান: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ৬,৪৪০ জনকে সর্বমোট ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৩১ হাজার ২০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। করোনার কারণে এর মধ্যে ২,০২৯ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের বিভিন্ন হারে মোট ১ কোটি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(৩) চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ১,৭০৭টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

(৪) বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট: বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলের অর্জিত মুনাফা হতে ৪,৪৪৬ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের বিভিন্ন হারে সর্বমোট ২ কোটি ২১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(৫) গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান:

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সর্বমোট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে 'বেসরকারি গ্রন্থাগার অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০' অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত মোট ১,২১৯টি আবেদনের মধ্যে থেকে কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত সাধারণ কোটায় ৯১১টি গ্রন্থাগারের অনুকূলে তিন ক্যাটাগরিতে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য সংরক্ষিত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১০০টি গ্রন্থাগারের অনুকূলে ৬৬,৮৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে 'সেলুন লাইব্রেরি কার্যক্রম' বাস্তবায়নের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নির্বাচিত ১০০টি সেলুন লাইব্রেরি/বিউটি পার্লারকে ১০,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈশ্বিক মহামারি করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় শুধু বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে বইমেলা, ২০২১' অয়োজন করা হয়।

(৭) যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন এবং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টসহ ভার্চুয়ালি ৩টি আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জন সুধীকে একুশে পদক, ২০২১ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দকে পদক প্রদান করেন।

চিত্র: একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২১।

(৯) সমাজে সর্বস্তরে দুর্নীতি ও মাদক মুক্ত জাতি গঠনে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং, ই-জিপি, ই-মেইল, এসএমএস, হোয়াট্স অ্যাপের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১০) কারুশিল্পীদের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে কারুশিল্পী ও কারুপণ্যর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে ৩ জন কারুশিল্পীকে পদক প্রদান করা হয়েছে।

(১১) সরকার ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' হিসাবে ঘোষণা এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত পরিপত্রের 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

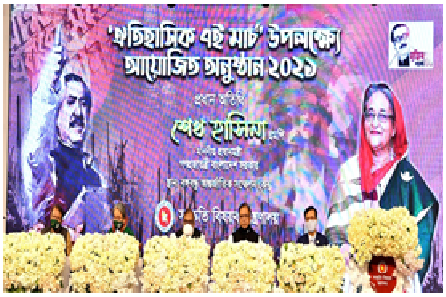

চিত্র: ৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

(১২) ঢাকাসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' জাতীয় দিবস হিসাবে উদ্‌যাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৬৪ জেলায় ১ লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ৪৯২ উপজেলায় ৫০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অনুকূলে প্রদান করা হয়।

(১৩) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশে করোনা মোকাবিলায় যারা সামনে থেকে লড়ে যাচ্ছেন তাদের স্মরণ, অভিনন্দন এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্য চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় 'হবে জয়, হে নির্ভয়' শীর্ষক একটি টিভিসি এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক 'কে আছো জোয়ান' শীর্ষক একটি টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত টিভিসি দু'টি ২০২০ সালে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবসে দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।

(১৪) করোনাকালে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিল্পীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনা নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। মারমাদের সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে অনলাইনভিত্তিক 'রামা' পাংখুং লোকনাট্যানুষ্ঠান ও 'মারমাদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০' আয়োজন এবং অনুষ্ঠানটি ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

(১৫) লেখক ও প্রকাশকদের ৭,০৭৩টি ISBN বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(১৬) ভার্চুয়ালি পহেলা বৈশাখ ১৪২৮ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়ালি একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

(১৭) ৮ মে ২০২১ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী ভার্চুয়ালি উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ফরমেটে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

(১৮) করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার ১৫ নম্বর নির্দেশনা 'খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে'। কোনো জমি যেনো পতিত না থাকে অনুসরণে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ও জাদুঘরসমূহের অব্যবহৃত জায়গায় ডাটা, লালশাক, পুঁইশাক, ঢ্যাড়স, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, ঝিংগা, ধুন্দল, বরবটি, আমড়া, পেঁপে ইত্যাদি শাক-সবজি উৎপাদন করে 'তেভাগা নীতি অনুসারে' (এক ভাগ উৎপাদন ব্যয়, এক ভাগ দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ ও এক ভাগ স্থানীয় দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দরিদ্র জনগণ এবং কর্মচারীরা উপকারভোগী হিসাবে আবাদকৃত শাক-সবজি থেকে উপকৃত হয়েছেন। করোনাকালে শ্রমিক স্বল্পতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীবৃন্দ স্বেচ্ছাশ্রমে কৃষকের ধান কেটে দিয়েছেন। স্বল্প আয়ের প্রত্নকর্মীদের মধ্যে করোনাকালীন মাহে রমজান উপলক্ষ্যে চাল, ডাল, তেল, ছোলা, আলু, পিঁয়াজ ও সাবান ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২০) দেশের বরেণ্য, বিশিষ্ট ও প্রতিশ্রুতিশীল তিনশতাধিক চারুশিল্পীর সমন্বয়ে ৭-২০ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত 'Art Against Corona' শীর্ষক আর্ট ক্যাম্প ২০২০ থেকে সৃজনকৃত চিত্রকর্ম নিয়ে ২৭ অক্টোবর থেকে ২৬ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় চিত্রশালার ১ ও ২ নম্বর গ্যালারিতে বিশেষ প্রর্দশনী আয়োজন করা হয় এবং প্রতিদিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রদর্শনী পরিদর্শন করা হয়েছে। ২৭ অক্টোবর ২০২০ জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ৬৪ জেলা 'Art Against Corona' শীর্ষক অনলাইন অনুষ্ঠানের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনের সামনে 'ব্রিফিং উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ-২', ১ নম্বর গ্যালারি সামনে 'যদিও সুন্দর ঘিরে থাকে আমাদের তবুও খুঁজতে আমরা বাগানে যাই' এবং ভাস্কর্য গ্যালারির সামনে 'আশার আলোর উপস্থিতি' স্থাপনা শিল্প প্রদর্শিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক সংগীত, সমবেত সংগীত, কোলাজ, সমবেত নৃত্য, আবৃত্তি, দ্বৈত-সংগীত পরিবেশন করা হয়। যা ইউটিউব (youtube.com/ Bangladesh shilpakalaacademy) এবং ফেসবুক (facebook.com/ shilpakalapage) লিংকে প্রচার করা হয়।

(২১) সচেতনতামূলক প্রচারণার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৪ জন বিশিষ্ট শিল্পী ও নাট্য ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণে করোনা সতর্কীকরণ ভিডিও নির্মাণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামেন্দু মজুমদার, লিয়াকত আলী লাকী, মামুনুর রশিদ, মোশারফ করিম, হাসান আরিফ, আফসানা মিমি, জাকিয়া বারী মম, ড. এজাজুল ইসলাম, তারিক আনাম খান, অণিমা রায়, কামাল বায়েজিদ, মীর সাব্বির, ফারুক আহমেদ ও শমী কায়সার। যা ইউটিউব (youtube.com/ Bangladeshshilpakalaacademy) এবং ফেসবুক (facebook.com/shilpakalapage) লিংকে প্রচার করা হয়।

(২২) ২৫ মে ২০২১ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১২২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়ালি একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

(২৩) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪৪টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং আরো ৩৭টি দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৪) 'সংস্কৃতিচর্চা' কার্যক্রমের আওতায় ৬৪ জেলায় এ পর্যন্ত ৯৪৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষকদের সম্মানী প্রদান করা হয়।

(২৫) ১০১.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সাউথ এশিয়ান ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার এলাকা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকা, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(২৬) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর আওতাধীন শাখা জাদুঘরের প্রায় ১ লাখ নিদর্শন তথা জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের নিবন্ধন ও ডকুমেন্টেশন ডেটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(২৭) ১,০৬৯টি ভলিউম আরকাইভাল উপকরণ এবং কপিরাইট আইনে ৫,৪৩৫টি প্রকাশনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল আরকাইভস বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ২,৫৭,৪৭৯ পৃষ্ঠার নথিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বই, পত্র-পত্রিকা স্ক্যান করা হয়েছে।

(২৮) বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ইউনেস্কো'র প্রতি সরকারের অঙ্গীকার বিবেচনায় বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের আওতায় সৃজনশীল অর্থনীতি বিনির্মাণে যুব সমাজের নেয়া অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ নতুনভাবে 'UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy' প্রবর্তনে ইউনেস্কো সম্মতি প্রদান করে। এ পুরস্কার সৃজনশীল অর্থনীতিতে যুব সমাজের উন্নয়নে সংস্কৃতিকর্মী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেবে। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতি দু'বছরে একবার এটি প্রদান করা হবে।

(২৯) বাংলা একাডেমি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ জন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে ফেলো, ২১ জন লেখক ও সাহিত্যিককে জীবন ও সাধারণ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

৪৯. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৪৯ লক্ষ জনকে বয়স্কভাতা, ২০.৫০ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ১৮ লক্ষ জনকে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ০১ লক্ষ জনকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ০১ লক্ষ জনকে বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(২) ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' ও 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। Mobile Financial Service (MFS) প্রতিষ্ঠান 'নগদ' এবং 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির অর্থ জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট প্রেরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর মাধ্যমে ৩৯টি জেলা এবং 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে ২৩টি জেলার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) ২১টি জেলার ৭৭টি উপজেলায় (কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সকল উপজেলা) এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার জনকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী সকল দরিদ্র, প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ এবং বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ভাতাভোগী Management Information System (MIS) ব্যবহার করে জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী সারা দেশে অতিরিক্ত ১ লক্ষ জনসহ সর্বমোট ১৮ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জিটুপি পদ্ধতির মাধ্যমে ভাতা প্রদান কার্যক্রমে আনা হয়েছে।

(৬) ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Management Information System (MIS) এ মোট ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার জন (বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি) উপকারভোগীর মধ্যে প্রায় ৮৭ লক্ষ ৬৩ হাজার জন ভাতাভোগীর মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবে ভাতা প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে হাসপাতালে আগত গরীব, অসহায় ও দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, ক্রাচ, হুইলচেয়ার, কৃত্রিম অঙ্গ প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। আর্থিক ও সামাজিকভাবে উপকারভোগী রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৯২ জন।

(৮) প্রবেশন এ্যান্ড আফটার-কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন পেয়েছে ১,২৭৫ জন এবং আফটার-কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,৯০৮ জন।

(৯) সমাজসেবা অফিসার/সমমান ১ম শ্রেণির পদে ৮৭ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির পদে ২৬৯ জনকে নবনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক পদে ১৫ জনকে পদোন্নতি প্রদানসহ ৯১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ২২২টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।

(১০) ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'Disability Information System' শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত এ সিস্টেমে ৩,৬৬,৩১৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এন্ট্রিকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ২২,৯৬,৪৮০ জন।

(১১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ করার লক্ষ্যে ওয়েববেজড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত এ সিস্টেমে প্রায় ৮৭,৬৩,০০০ জন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

চিত্র: সুপারশপ মীনা বাজারের সকল আউটলেটে মুক্তা পানি বিপণনের লক্ষ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) এর সঙ্গে মীনা বাজার কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

(১২) Financial Aid Management System (FAMS) সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদন লিংক www.welfaregrant.gov.bd। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে উক্ত ই-সেবা প্রদান করা হয়।

(১৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রোগ্রাম, বেসরকারি সংস্থা ইপ্সা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক যৌথভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বইয়ের পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া টকিং বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই টকিং বই ব্যবহারের পাইলটিং প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৪টি পিএইচটি সেন্টার, ১টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ইআরসিপিএইচ, টঙ্গী , গাজীপুরে ১টিসহ মোট ৬টি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

(১৪) ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আঙ্গিকে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।

(১৫) সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেলের সিট বুকিং ও বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।

(১৬) সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয় ভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েবমেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

(১৭) সমাজসেবা অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের ১,০৩২টি কার্যালয়ের বাজেট চাহিদা নিরূপণ, আগামী ৩ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ণয়ের কাজ বর্তমানে 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'(fms.dss.gov.bd)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

(১৮) বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কল গ্রহণের সংখ্যা ৫,৫৯,১৯৯।

(১৯) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার ও অভ্যন্তরে ২টি ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে সেবাপ্রত্যাশীদের সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণের সুবিধার্থে সিটিজেন চার্টার, সরকারি সেবা সংবলিত টিভিসি, জিঙ্গেল এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২০) 'ICT & e-Governance' শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতি জেলায় দুই জন করে ICT ফোকাল পার্সন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাদের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলা/বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ে ই-ফাইলিং, ওয়েবসাইট, ই-সার্ভিস সিস্টেম ব্যবহার জোরদার হবে।

(২১) সকল কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশীজনের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২২) নাগরিক সেবা সহজিকরণ উদ্ভাবনী কার্যক্রম বিকাশের লক্ষ্যে ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাছাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সেবা সহজিকরণ উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ২ দিনব্যাপী ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(২৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে।

(২৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য এক মিনিটব্যাপী ৯টি টিভিসি সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।

(২৫) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাবলি ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন করার সুবিধার্থে সমাজকল্যাণ বার্তার অনলাইন পোর্টাল DSS Bulletin স্থাপন করা হয়েছে।

(২৬) বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সামগ্রিক কার্যক্রম সংবলিত লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সরকারি সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১৮টি স্টিকার/বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ইউটিউবে সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে।

(২৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় Innovation Team গঠন করা হয়েছে।

(২৮) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় G2P পদ্ধতিতে ভাতাভোগীদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে হিসাব খোলায় উদ্বুদ্ধ করতে ৬টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অন এয়ার ক্যাম্পেইনে প্রচার করা হয়েছে।

(২৯) G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ভাতাভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ, ভোগান্তি নিরসন ও সতর্কতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি ৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার, দেশব্যাপী মাইকিং ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

(৩০) পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম-এর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকা ক্ষুদ্র ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বিনিয়োগের জন্য মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩১) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকা ক্ষুদ্র ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বিনিয়োগের জন্য মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩২) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকা ক্ষুদ্রঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বিনিয়োগের জন্য মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচিতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ দ্বারা ৩৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২,৮৫০ জন। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন, এবং ৩৫টি বিভিন্ন স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া স্টিল স্ট্যান্ডবোর্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করা হয়েছে।

(৩৪) শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০০ জন পেশাদার ভিক্ষুক আটক করা হয়। যাদের মধ্যে ৬৯ জনকে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। অবশিষ্ট ১৩১ জনকে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৫) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মূলত: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য, কাঁসা-পিতল সামগ্রী, জুতা মেরামত (মুচি), বাদ্যযন্ত্র, নকশী কাঁথা, লোকজযন্ত্র, শীতলপাটি-শতরঞ্জী তৈরিসহ এ ধরনের সনাতন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূল প্রকল্পে মোট

৮টি জেলার ৮২টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪,৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা যা ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে ২৭টি জেলার ১১৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭,০৮৪.২২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

(৩৬) দেশের ৬৪ জেলায় শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালিত ৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দেশে-বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা অনুসারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ২৩টি ট্রেডে ৩৬০ ঘণ্টা ৩ মাস, ৬ মাসের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বছরে প্রায় ২৫ হাজার জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত প্রায় ২,৮৯,৮৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছে।

(৩৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৮) সফট্ওয়্যার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর সেশনে পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ও সরকার কর্তৃক সময়াবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(৩৯) ২০২০-২১ অর্থবছরে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৭৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১,৯৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪০) সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৬টি (ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪১) সমাজসেবা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবলকে সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রত্যেক কর্মচারিকে বছরে ৫০ ঘণ্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪২) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯১টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ২৮ লক্ষ ২৩ হাজার ২৫০ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ৭৯টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন, ৪৫টি সংস্থাকে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ এবং ৫০টি সংস্থার নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ২৫টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়।

(৪৩) জাতীয় সমাজসেবা দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, প্রবীণ দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবসসহ বিভিন্ন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৪৪) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জীবাণুমুক্তকরণ, সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা ও ঢাকনাযুক্ত ময়লা ফেলার বিন স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রবেশমুখে আগত সেবাগ্রহীতাদের জন্য টেম্পারেচার গান ও জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে।

(৪৫) সকল শিশু পরিবারসহ আবাসিক প্রতিষ্ঠান ও ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানায় কোয়ারেন্টিন কক্ষ স্থাপন, খাদ্য মেন্যুতে ভিটামিন সি যুক্ত ট্যাবলেট, লেবু-পানি যুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার ক্রয়ের জন্য ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৪৬) ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে/সংঘাতে জড়িত শিশুর জামিন নিশ্চিত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তিকৃত ও বহির্বিভাগে আগত রোগীদের ঔষধ/মাস্ক/হ্যান্ড স্যানিটাইজার/পথ্য ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১,৫৮,৩৮৩ জনকে ১১,৬৫,৬৭,৬৯৬ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৪৭) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসুচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০,০০০ জন সুবিধাভোগী এবং বাজেট ১৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

(৪৮) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৪৬,৬৪৬ জনকে বিনামূল্যে থেরাপিসেবা দেয়া হয়েছে। ১০৩টি সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৯,৯৪,৩৩৭ জনকে থেরাপিসেবা এবং অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ৩,১৭৭ জনকে পরামর্শসেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৪৯) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী ৭,২২৮ জন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় প্রতিবন্ধী ২৪ জন শিশুদের লালনপালনসহ পুর্নবাসন করা হয়েছে।

(৫০) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে কর্মরত ২৬৯টি বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের মাধ্যমে ১২,১৫১টি সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

(৫১) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে ৯,২৯১ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা এবং ৪,৪৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাত হতে ২,০৫০টি কম্বল ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাত হতে ৩,৩০,০০০ মাস্ক ক্রয় করে ৬৪টি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাত হতে ১৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

(৫২) শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,০০০ বোতল উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন 'মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের বাজার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন প্ল্যান্ট ক্রয় ও প্রতিস্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই অটোমেশন প্ল্যান্ট স্থাপন কর্মসূচি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিক কর্মসংস্থান ও প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

(৫৩) শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক/শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করে গত ১২ বছরে ২,০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মৈত্রী শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

(৫৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৈত্রী শিল্পের মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৮ বিভাগীয় শহরে মৈত্রী শিল্পের ৮টি শাখা/শোরুম-কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মৈত্রী শিল্পের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি জেলায় মুক্তা ড্রিকিং ওয়াটারের ডিলার/পরিবেশক নিয়োগ করা হয়েছে।

(৫৫) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের উদ্যোগে কোভিডকালীন বেসরকারি উৎস হতে অস্বচ্ছল এনডিডি ব্যক্তিদের ৪,০৯২টি পরিবারের মধ্যে ১১,১১৭টি প্যাকেট খাদ্য সহায়তা ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ১,৬৭৩টি অস্বচ্ছল এনডিডি পরিবারকে শাড়ি, লুঙ্গি ও নগদ ১,০০০ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৮টি ব্যাচে ২৪০ জন এনডিডি বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬টি ব্যাচে ১৮০ জন এনডিডি শিশু/ব্যক্তির মাতা-পিতা/অভিভাবকদের গৃহভিত্তিক যত্ন/পরিচর্যা বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫০. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে এ বিভাগে দাখিলকৃত যেকোনো বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।
- মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি নিবীড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে ২০টি মনিটরিং টিম রয়েছে। মনিটরিং টিম ও এ বিভাগের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে ৭০টি প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে বর্তমানে ১৮টি ত্রিপক্ষীয় অডিট টিম কাজ করছে। কোভিডকালীন ৩টি ত্রিপক্ষীয় সভা করা হয়। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড) কর্তৃক ১,৯১৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিসহ ১৯৫টি আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়।
- করোনা প্রতিকূলতার মধ্যেও জুম অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং অন্যান্য জিওবি প্রকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভব হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও জুম অনলাইনে ৪৭টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি), এবং ৪২টি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) এবং ২৯টি অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এ বিভাগের ১৩-২০ গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরির ২১টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- করোনার রোধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অফিসের প্রবেশমুখে জীবাণুনাশক স্প্রে মেশিন স্থাপন, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সুরক্ষা-সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। একইসঙ্গে সময়ে সময়ে করোনা প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা হয়।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ১,২৮০টি পুস্তক সংবলিত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরির কলেবর বৃদ্ধির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন ২৮টি পুস্তক সংগ্রহ করা হয়।
- সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় নথি বাছাই করে খ, গ ও ঘ শ্রেণির মোট ১১০টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ২০১৬ অনুযায়ী এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,০০০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯,৩৩৫ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনলাইনে এবং ২৫টি প্রশিক্ষণ ফিজিক্যালি আয়োজন করা হয়।
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১০-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮, ছুটি বিধিমালা, ১৯৭৯, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, ক্লাউড মিটিং/কনফারেন্স আয়োজন, এ্যাকাউন্ট তৈরি ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নৈতিকতা ও অফিস শিষ্টাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে কর্মচারীদের আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা ও চট্টগ্রামে ৫ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ বিভাগ ৯ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এপিএ নির্দেশিকা ও এপিএ কাঠামো, উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবা সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে যারা অবসরে যাচ্ছেন তাদের পেনশন কেস দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ২ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ২২ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।
- অনুরূপভাবে এ বিভাগের আওতাধীন মাঠপর্যায়ে অধঃস্তন অফিসসমূহের সঙ্গে ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এপিএ'র সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা হিসাবে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্য হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে একটি ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।
- অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ নীতি অনুসরণে এ বিভাগের ওয়েবসাইট-এ তথ্য অধিকার (RTI) নামে একটি লিংক রয়েছে। জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়।
- এ বিভাগের ওয়েবসাইট-এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) লিংক-এ যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এ বিভাগসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের ওপর অভিযোগ দাখিল ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫৪টি অভিযোগ ও পরামর্শ পাওয়া যায়।
- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও এ বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার উর্দ্ধে সকল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন তদারকি এ কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি স্বমূল্যায়নে শতভাগ। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে লক্ষ্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ০১ জন সংস্থা প্রধান এবং ০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক মূল্যায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে এ বিভাগের অর্জন ৯৩.৪। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

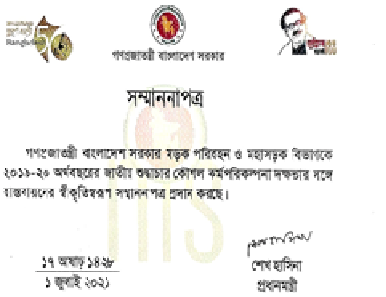

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননপত্র প্রদান করছে।

১৭ আষাঢ় ১৪২৮
১ জুলাই ২০২১

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী

চিত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এর নিকট হতে মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর সম্মাননা গ্রহণ।

❖ যানজটবিহীন যাতায়াত ব্যবস্থা ও দ্রুত গমনাগমনের সুবিধার্থে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মেঘনা ও গোমতী সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু (ভৈরব), লালনশাহ সেতু (পাকশী সেতু), শাহ আমানত (রহ:) সেতু (কর্ণফুলী সেতু) এবং খান জাহান আলী সেতুর টোল প্লাজায় রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) চালু করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে নরসিংদীর শহীদ ময়েজউদ্দিন সেতু এবং দেশে প্রথম হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়ক টোল প্লাজায় ইটিসি চালু করা হয়েছে। চরসিন্দুর সেতুতে ইটিসি চালুর কার্যক্রম শীঘ্র শুরু হবে।

❖ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহ কর্তৃক 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' ও 'সেবা সহজিকরণ' কর্মশালায় অনুশীলনকৃত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সৃজনকৃত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের মধ্যে 'মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং', 'সড়ক ও সেতু নির্মাণ মনিটরিং' এবং 'বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ' এ্যাপস চালু করা হয়েছে।

❖ ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের এসিআর জমাদানের তথ্য অবহিতকরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে 'প্রকল্প পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা' এ্যাপস চালু করা হয়েছে। 'ট্রাফিক সার্কুলেশন সার্টিফিকেট

সেবা' এর মাধ্যমে ঢাকায় বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন ও এতদ্‌সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য একটি ওয়েবপেজ (tcc.dtca.gov.bd) ডেভেলপ করা হয়েছে।

- অনলাইনে মোটরযানের ট্যাক্স-টোকেন নবায়ন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ'র যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অনলাইনে রুট পারমিট ইস্যুর প্রক্রিয়া চলমান আছে। Rapid Pass ক্রয় ও রিচার্জ প্রক্রিয়া সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অনলাইনে সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান আছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৬০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এর মধ্যে ৩টি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। অবশিষ্ট ৫৭টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় ৭২টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত এবং ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ, নেত্রকোনা জেলায় মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ বালাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পিপিপি ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস সড়ক উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আশুগঞ্জ-নবীনগর সড়ক পাকাকরণ, নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ এবং পায়রা নদীর ওপর লেবুখালী সেতু নির্মাণ অন্যতম।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য ৬টি প্রকল্প তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:
  - উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেন উন্নীতকরণের জন্য ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বেসরকারি বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের জন্য Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। Independent Engineer নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) শীর্ষক লিংক প্রজেক্ট ২৫.৭৫ শতাংশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
  - পৃথক সার্ভিসলেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি Link Project বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি হয়েছে।

- উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়ে-তে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত Feasibility Study রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সাপোর্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- পিপিপি পদ্ধতিতে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প জাপানের সঙ্গে জিটুজি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক BUET-কে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাক্কলনসহ Financial Modelling এবং সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ঢাকা আউটার রিং রোড: দক্ষিণ অংশ (কড্ডা-ঢাকা ইপিজেড-বাইপাইল-নবীনগর-হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু এপ্রোচ-মুক্তারপুর সেতু এপ্রোচ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত পরার্মশক কর্তৃক Technical Study সম্পন্ন হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন-৩) এক্সপ্রেসওয়ে কোরিয়ান জিটুজি ভিত্তিক পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতের আওতায় ৫২.৪৩ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ২৭৮.৫৯ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেণ্ট নির্মাণ, ৭৩.৭১ কিলোমিটার রিজিড পেভমেণ্ট নির্মাণ, ১,৪৯৫.৭৯ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ১,১০৭.০৪ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৯৬২.২৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতকরণ, ১৬৩টি সেতু ও ৬৬০টি কালভার্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ১,২১৫.৮৮ কিলোমিটার ওভারলে, ২৪৪.৪৪ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৪২৯.০১ কিলোমিটার এসবিএসটি, ২৫.৭৩ কিলোমিটার রিজিড পেভমেণ্ট, ১,২৫৫.৬০ কিলোমিটার সিলকোট, ২৯.৪০ কিলোমিটার সড়ক ড্রেন নির্মাণ এবং ৩৫.৮৮ কিলোমিটার সড়ক সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১৭টি ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪টি। বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নিম্নরূপ:

- দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের অংশ হিসাবে ৬,২১৪.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি উড়াল সড়ক, ৫৩টি ব্রিজ, ৭২টি কালভার্ট, ১১টি আন্ডারপাস, সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০.১৮ শতাংশ;
- বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম করিডোর দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ১৬,৬৬২.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কটির উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২)। এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কাজের মধ্যে অত্যাধুনিক কংক্রিট পেভার ব্যবহার করে ৫০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেণ্ট নির্মাণসহ মোট ১৯০.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সিরাজগঞ্জ জেলার নলকা সেতুসহ ২৬টি নতুন সড়ক নির্মাণ ও ৭টি বিদ্যমান সেতু পুনর্নির্মাণ, ৬টি উড়ালসড়ক, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস এবং হাটিকুমরুল ইণ্টারচেঞ্জ উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের ২৫.৬০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- ১৬,৯১৮.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০৯.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের পরামর্শক ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট, ১০টি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ৩১.৩১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- তামাবিল স্থলবন্দরের সঙ্গে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ৩৫৮৩.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬.১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্প;
- দেশের পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪১৮৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়ককে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- ৭,০২২.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু (দ্বিতীয় কাঁচপুর), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১,৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু শিরোনামে তিনটি ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত সেতুসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন। বিদ্যমান সেতুসমূহের পুনর্বাসনসহ প্রকল্পের মূল কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ৩টি সেতুর এপ্রোচে ৩টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ চলছে;
- ৩,৬৮৪.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এশিয়ান হাইওয়ে করিডোর-এ (AH-1 ও AH-41) অবস্থিত ৬৯০ মিটার দীর্ঘ নতুন কালনা সেতু নির্মাণ এবং ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপনের জন্য ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত কালনা সেতুর নির্মাণ ৫২ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪৬.২৬ শতাংশ;
- দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরু সেতু পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে ২,৯১১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬০টি সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ২৫টি সেতু শুভ উদ্বোধন করেছেন। প্রকল্পের ৬৩.৭৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালীতে পায়রা নদীর ওপর ১,৪৪৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। সেতুর উভয় পাশে ৮৪০ মিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্টসহ ৬৩০ মিটার মূল সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। নদীশাসন ও সংযোগ সড়কের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৩.২৯ শতাংশ;

চিত্র: পায়রা নদীর উপর 'পায়রা সেতু'।

- ৮৯৪.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৬১.৮২ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৫৯৯.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১,২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সেতুটি নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সঙ্গে সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। প্রকল্পের ৭৯.৮৯ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত দ্রুত করার লক্ষ্যে ৪,২৬৮.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতি ঘণ্টায় উভয় দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণ। প্রকল্পটির ৩৬.০৮ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬৫৯.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট হতে মাতারবাড়ী কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মান উন্নীতকরণ। প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৪.৯৭ শতাংশ;
- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৯৮.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬২.৪৪ শতাংশ;
- 'সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটিজ' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে সারাদেশের ১,৭৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে Feasibility Study এবং Detailed Design সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় Last Mile Connectivity ও Missing Link স্থাপনের জন্য ৭৩.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৯০ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয়পাশে সার্ভিসলেনের সংস্থান

রেখে ৪-লেনে উন্নীতকরণের Feasibility Study এবং Detailed Design ও ২২৫.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১,০৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য Detailed Design ও ৬৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে Feasibility Study চলমান রয়েছে।

❖ জিওবি অর্থায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯১টি প্রকল্পের মধ্যে ৪০টি সমাপ্ত হয়েছে। চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ৪,১১১.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প। ইতোমধ্যে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে হিসাবে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-পদ্মাসেতু-ভাংগা মহাসড়কের মূল নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।
- ২,০৩০.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ। প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৩.৪৩ শতাংশ;
- ১,৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ৪৮.৯৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ মহাসড়কের মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য ৭৪৭.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- ১,৪৮৯.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.২৮ শতাংশ;
- ৫৭৪.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুড়িয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশের ১০ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ ৩৩ কিলোমিটার যথাযথ মান উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- ৫২৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত ১৮.৩০ কিলোমিটার সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প। প্রকল্পের অগ্রগতি ২৬.৫০ শতাংশ;
- ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কটির উন্নয়ন সম্পন্ন হলে পূর্বাঞ্চল থেকে ঢাকায় চলাচলকারী যানবাহনের রাজধানীতে প্রবেশ ও প্রস্থান সহজ হবে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৩.৫৯ শতাংশ;
- রাজশাহী মহানগরীর সঙ্গে শাহ মখদুম বিমানবন্দরের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও উন্নত করার লক্ষ্যে ৩২৬.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কস্থ বিন্দুর মোড় হতে বিমান বন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ। প্রকল্পের অগ্রগতি ২৪.৪৭ শতাংশ;
- ৩,৮৮৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কটিকে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সহায়ক। প্রকল্পের অগ্রগতি ২৫.০১ শতাংশ;
- ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সহায়ক প্রকল্প;

- হাওড় অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার মধ্যে নতুন সড়কপথ নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাল্লা-জলসুখা মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের পর বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৯.৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪২১.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ১৮.৭৪ শতাংশ;
- পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৫৫.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ। প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৬.৫৭ শতাংশ;
- ২৩২.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমার নদীর ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৬৪৫ মিটার দীর্ঘ সোনাহাট সেতু নির্মাণ। প্রকল্পের অগ্রগতি ১৯.৩৪ শতাংশ;
- মহাসড়ক নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব রক্ষায় ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১,৬৩০.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ২০টি স্থানে ২৮টি এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে;
- দেশের অর্থনৈতিক লাইফলাইন হিসাবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য মহাসড়কের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ৭৯৩.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে পারফরম্যান্স বেজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- বগুড়া ও নাটোর জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৭০৭.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩.৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)- নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ১৬.৩০ শতাংশ;
- ৬৯৬.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক এর সড়ক নিরাপত্তা উন্নত করার লক্ষ্যে মহাসড়কটির নবীনগর হতে নয়ারহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার হতে পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ৩১২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চর কাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প। সম্প্রতি প্রকল্পের পূর্ত কাজ শুরু হয়েছে;
- ৬২৬.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ-কে জাতীয় মহাসড়ক মান উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটি রিজিড পেভমেন্ট হিসাবে নির্মাণ করায় ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহন চলাচল সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন হবে। প্রকল্পটির ৮১.৬৭ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মহাসড়কটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে;

- শরীয়তপুর জেলার সঙ্গে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ১,৬৮২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রিজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- সিলেট অঞ্চল হতে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতকারী যানবাহনের সুবিধার্থে ৪৫৬.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৫৫.৮৩ শতাংশ;
- ৮৮২.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কের মান উন্নীতকরণ প্রকল্পের ৫৯.০১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- শরীয়তপুর ও চাঁদপুর জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৮৫৯.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহীমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ময়মনসিংহ জেলার সঙ্গে শেরপুর জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৮৫৫.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটির ২০.৯২ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৮৪৯.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৪.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভোলা (পরানতালুকদার হাট)- চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভোলা জেলা সদরের সঙ্গে চরফ্যাশন উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ হবে;
- ৭২৩.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- ৬১২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৪.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- ৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ৯২.২৩ শতাংশ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে;
- ময়মনসিংহের সঙ্গে জামালপুর জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৪৬০.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে উভয়পাশে হার্ড সোল্ডারসহ ৯.১৫ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটির ৭৮.২৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৪৪৯.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প;
- ৩৬৬.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প;
- ৩৪৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্পটির ৫২.৩৪ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- ৩৯৯.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের চট্টগ্রাম অংশ উন্নয়ন প্রকল্পটির ৩৫.০৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করতে ৫৫৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৪.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর(নাটোর)-ঈশ্বরদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- নওগাঁ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার লক্ষ্যে ৩১৪.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ১টি আঞ্চলিক (আর-৫৪৯) ও ২টি জেলা (জেড-৬৮৫২, জেড-৫২০৭) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বদলগাছি-পাহাড়পুর-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক, ৩৬.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মান্দা-নিয়ামতপুর-শিবপুর-পোরশা জেলা মহাসড়ক ও ২২.২২ কিলোমিটার দীর্ঘ নন্দীগ্রাম-কালিগঞ্জ-রানীনগর জেলা মহাসড়কসমূহকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৫০.৮৪ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬৫০৯.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৮৮টি জেলা মহাসড়কের উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের আওতায় ২য় পর্যায়ে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে;
- সিরাজগঞ্জ জেলার সঙ্গে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯৮৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর মহাসড়ক এবং ২১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) মহাসড়ক দু'টিকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে চামড়াঘাট বন্দরের সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৭৩১.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৭২৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৭১০.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১.৭৪ কিলোমিটার নেত্রকোনা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। নেত্রকোনা জেলা সদরের সঙ্গে কেন্দুয়া উপজেলা হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের সঙ্গে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৫২৪.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ দাউদকান্দি-গোলমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার সঙ্গে চাঁদপুরের মতলব উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৫০৯.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলিকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহরী মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ চায়না ভারত মায়ানমার (বিসিআইএম)-এর বিকল্প রুট হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ৮০.৮১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের জন্য ৪২৫.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির ১০.৫৭ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৪২১.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নীলফামারী জেলার ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক তিনটির ৩১.২৩ কিলোমিটার অংশ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২৩.৯৮ শতাংশ;
- পটুয়াখালী জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার লক্ষ্যে ৪১৯.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটির ৯.৫৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৩০৭.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভুয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৪৮০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততা উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর এবং জামালপুর জেলার তারাকান্দির মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ হবে;
- ৩০২.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল জেলা সদর থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততা উন্নীতকরণ প্রকল্পটির ৪৫.১৭ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৮৫৩.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প। বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি এ মহাসড়কটি বাংলাদেশ চীন ভারত মায়ানমার (বিসিআইএম) ইকোনমিক করিডোরের বিকল্প রুট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪৯.৯৩ শতাংশ।
- ১,১৯০.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জোনের আওতাধীন জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান ৮১টি বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প;
- ৭৫.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর ৬৫১.৮৩ মিটার দীর্ঘ কালিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬২.০৪ শতাংশ;
- ৬১৭.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর ১,৩১৬.৯৬ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। সেতুটি চালু হলে খুলনা জেলা সদরের সঙ্গে তেরখাদা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন হবে;
- ৫২৬.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা জোনের আওতাধীন মহাসড়কসমূহে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ৪৩টি পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে নতুন কংক্রিট সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

❖ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি মেট্রো সার্কেল এবং ৫৭টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ৪,২৪,৫৩০টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ৪৭,৭৬,৯৪৪টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫,০৭,০৪১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৫,৬৯,১৯১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট মোটরযান মালিকের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

- সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, মোটরযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পরিবহণ সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১২টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,১৭,০৭৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,২৭,৪৩৩ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।
- ভূয়া, জাল ও অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স যুগোপযোগী করে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ (Contact and Contactless) স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪,৬২,০৯৩টি পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৭৫,৪৬০টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সাল হতে ৫ বছর এবং ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের সুযোগ চলমান রয়েছে। বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল অফিস হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সকল বাণিজ্যিক মোটরযান এবং যে সকল ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের আসন সংখ্যা ড্রাইভার ব্যতীত ৯ বা ততোধিক সে সকল মোটযানের রুট পারমিট থাকা আবশ্যক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০০,১৬০টি রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে।
- মোটরযান কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে সমগ্র দেশে ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট ও বিকাশ-এর মাধ্যমে এসকল কর ও ফি পরিশোধ করা যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোটরযান কর ও ফিসহ অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ সর্বমোট ৩,৫৪৩.৬৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে, এর মধ্যে অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ ১,৯১৬.৫০ কোটি টাকা এবং মোটরযান কর ও ফি বাবদ ১,৬২৭.১৯ কোটি টাকা।
- সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনারোধসহ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিত গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় এবং জেলা শহরে নিয়মিত লিফলেট, পোস্টার/স্টিকার বিতরণ ও রোড-শো আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সংবলিত বিভিন্ন প্রকার ৯,১১,৬৯১টি লিফলেট ও ৫,২৮,৩৫০টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ গাড়িচালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১৩৯টি ড্রাইভিং স্কুলকে এবং ২৭০ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক পেশাজীবী মোটরযান চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবিক গুণসম্পন্ন মোটরযান চালক তৈরির লক্ষ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে দু'দিনব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬,০৮৮ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❖ সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করেছে। ২০১৭ সালে 'সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরবো বাড়ি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো এ দিবস পালন করা হয়। ২০১৮ সালে 'আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো', ২০১৯ সালে 'জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দুর্ঘটনা আর নয়' এবং ২০২০ সালে 'মুজিববর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ' প্রতিপাদ্যে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে (ভার্চুয়াল) জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২০-এর আলোচনা সভা।

❖ সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষায় অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ, ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরটিএ ও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। উল্লেখ্য, বিআরটিএ'র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৯,০১৮টি মামলায় ২,৯১,৩৮,১২০ টাকা জরিমানা আদায়, ২০৭ জনকে কারাদণ্ড প্রদান এবং ১৯০টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

❖ অটোমেশন পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়নের লক্ষ্যে মিরপুরে দুইলেন বিশিষ্ট মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) চালু রয়েছে। ফিটনেস পরীক্ষার জন্য উক্ত ভিআইসি'টি পর্যাপ্ত না হওয়ায় একইস্থানে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আরেকটি ১২ লেনবিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি বিভাগীয় শহরে স্থাপিত ভিআইসি চালুসহ ১৭টি জেলায় ভিআইসিসহ BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৪৭টি জেলায় ভিআইসিসহ BMDTTMC স্থাপন করা হবে।

❖ গণপরিবহনের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানার মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে স্বল্প দূরত্বে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন এ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনলিস্টমেণ্ট সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২১,৬০৬টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেণ্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

- বিআরটিএ কর্তৃক চালুকৃত বিশেষ সেবার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অনলাইনে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন ও প্রিন্ট করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর আবেদন দাখিল, বায়োমেট্রিক্স-এর এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) bsp.brta.gov.bd-এর মাধ্যমে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল, রাইড শেয়ারিং কোম্পানি কর্তৃক তালিকাভুক্তির আবেদন দাখিল ও সার্টিফিকেট প্রিন্ট, রাইড শেয়ারিং মোটরযানের তালিকাভুক্তির আবেদন দাখিল ও সার্টিফিকেট প্রিন্ট, মোবাইল অ্যাপস (BRTA Sheba)-এর মাধ্যমে বিআরটিএ'র সেবাসমূহের কর/ফি প্রদান। মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগরীর ৪টি অফিস থেকে অনলাইনে ফিটনেসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ এবং অনলাইনে প্রদেয় সেবাসমূহ পেতে অসুবিধা লাঘবে বিআরটিএ'র কলসেন্টার (১৬১০৭) চালু করা হয়েছে। গ্রাহকদের নির্বিঘ্নে সেবা নিশ্চিতকল্পে ঢাকার ৩টি মেট্রো সার্কেলে সার্বক্ষণিকভাবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত করা হয়েছে।
- হালকা থেকে মধ্যম এবং মধ্যম থেকে ভারী মোটরযান চালানোর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার শর্ত সংশোধনের ফলে গণপরিবহনের চালকদের মধ্যে মধ্যম ও ভারী মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত প্রেক্ষাপটে পূর্বের তুলনায় চালকদের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন বা জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে মোটরযান চালানোর প্রবণতা কমে এসেছে।
- সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর অধীনে বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা হিসাবে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে বিআরটিসি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে ২২টি বাস ডিপো, ২টি ট্রাক ডিপো এবং ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিআরটিসি সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- বর্তমানে বিআরটিসির বাস সংখ্যা ১,৬৫০টি। এর মধ্যে সচল ১,২৬৮টি, মেরামতযোগ্য ২০৪টি এবং মেরামত অযোগ্য ১৭৮টি। এ প্রতিষ্ঠানে ৫৯০টি ট্রাক রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯৮টি ট্রাক পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত রয়েছে। অবশিষ্ট ৯২টি ট্রাক মেরামত করা হচ্ছে।
- বিআরটিসি ৩৭১টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের ৪৭টি রুটে সিটি বাস এবং ৪৬৮টি বাসের মাধ্যমে আন্তঃজেলার ১৮৩টি রুটে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা ও ঢাকা-খুলনা-কলকাতা রুটসহ মোট ৫টি আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি'র বাস চালু রয়েছে। ঢাকা-শিলিগুড়ি-গ্যাংটক রুট চালুর বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৭৪টি রুটে বিআরটিসি'র ১৮২টি স্টাফ বাস চলাচল করছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টাফ বাস হিসাবে ১৭৮টি গাড়ী লিজ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবীসহ ও অন্যান্য মহিলাদের যাতায়াতের জন্য ১৭টি রুটে ২২টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসাবে চলাচল করছে। ঢাকাস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ৩টি এবং চট্টগ্রাম শহরে ১০টি স্টুডেন্ট বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

- বিআরটিসি ১৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৯৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ৪৫৭ জন, মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি'তে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- অর্থ বিভাগের Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর আওতায় সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ৫ বছরে ১ লক্ষ ড্রাইভারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশ হিসাবে বিআরটিসিকে ২০১৮ সাল হতে ৩৬,০০০ ড্রাইভার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৫,০৪৮ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ৮ জুন ২০২১ হতে ৮ ব্যাচে ২,৬০৪ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিআরটিসি ও SEIP এর উদ্যোগে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (TOT)-এর আওতায় মোট ১,৪১০ জন মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষক তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৬৪ জন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা অব্যাহত আছে। বিআরটিসি'র বাসে ধুমপান নিষিদ্ধ বিধায় 'ধুমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার এবং যাত্রী হয়রানি ও ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টিকার সংযোজন করা হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি, ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলন এবং অপ্রচলিত রুটে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহণ সেবা প্রদান করে থাকে। বনভোজন ও বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।
- করোনাকালীন বিআরটিসি কর্তৃক বিভিন্ন দেশ হতে আগত যাত্রীদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে যাতায়াত এবং যাত্রীদের মালামাল পরিবহনের জন্য একতলা এসি বাস ও ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। জরুরিভিত্তিতে কাজ করার জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২টি অত্যাধুনিক বাস ও ২টি ট্রাক সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছে। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময়ে গণপরিবহণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঢাকাস্থ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যাতায়াতের জন্য বিআরটিসির বিশেষ বাস সার্ভিস চালু আছে। মহামারিকালীন বিআরটিসি'র ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের চাল ও গম দেশের বিভিন্ন সরকারি খাদ্য গুদামে পরিবহণ করা হয়। জরুরি খাদ্য পরিবহনের পাশাপাশি সরকারি সার, ঔষধ ও কৃষি পণ্য পরিবহনের কাজে ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। বর্তমানে উক্ত পণ্য পরিবহনণ সেবা চলমান আছে। করোনাকালে বিশেষ সেবা প্রদান ও মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে বিআরটিসি'র গাড়ীসমূহ স্যানিটাইজিংসহ পরিষ্কার করা, যাত্রীদের জন্য মাস্ক সরবরাহ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার, ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ আসনে যাত্রী পরিবহণ করা হয়েছে।
- সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্তদের প্রাপ্য অর্থ অনলাইনে ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রেরণের সেবা সহজিকরণে অবদান রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন মেরামত করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,৩০০টি যানবাহন মেরামত করা হয়েছে।

- ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক সংশোধিত STP-এর আলোকে ইতোমধ্যে MRT Line-1, MRT Line-5 এবং বিআরটি লাইন-৭ এর সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীতে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ডিটিসিএ কর্তৃক 'Road Safety Management and Capacity Building' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে ঢাকা শহরের ঝুঁকিপুর্ণ সড়ক এবং সংযোগ সড়ক চিহ্নিত করে নিরাপদ করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রস্তুতকরণ, পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সুপারিশমালা প্রস্তুতকরণ, ঢাকা শহরের জন্য স্কুল জোনিং এবং শিশুদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন, আরবান রোড সেফটি গাইডলাইন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকল্পে Accident Research Institute (ARI), BUET-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রকল্পের Inception Report, Interim Report এবং Urban Road Safety Audit Guideline প্রদান করেছে।
- ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে জাইকার কারিগরি সহায়তায় ডিটিসিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ফুলবাড়ীয়া ও পল্টন ইন্টারসেকশনে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টারসেকশনে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজসহ ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।
- Revised Strategic Transport Plan (RSTP)-এর সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত তিনটি বাস টার্মিনালকে (মহাখালী, যাত্রাবাড়ী ও গাবতলী বাস টার্মিনাল) স্থানান্তরের লক্ষ্যে জিওবি ৪৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ মেয়াদে Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ঢাকার চারপাশে প্রস্তাবিত ১০টি স্থানে বাস টার্মিনাল ও ডিপো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে এবং কনসেপচুয়াল ডিজাইন প্রস্তুত করা হচ্ছে। নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরিমার্জনের কাজ চলছে।
- ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ, নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি বহুতল ভবন এবং ১টি হাউজিং প্রকল্পের অনাপত্তি দেয়া হয়।
- ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে Bus Route Rationalization ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে ডিটিসিএ'র সাচিবিক সহায়তায় গঠিত কমিটির ১৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি কর্তৃক Bus Route Rationalization এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিদ্যমান গণপরিবহণ বাস সার্ভিসের ৩৮৮টি রুটকে ৪২টি রুট, ২২টি কোম্পানি ও ৯টি ক্লাস্টারে পুনর্বিন্যাস করার পরিকল্পনা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে একটি রুটে (ঘাটারচর-বসিলা-মোহাম্মদপুর-মতিঝিল-কাঁচপুর ব্রিজ) বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইলটিং শুরু করা হবে।
- ডিটিসিএ কর্তৃক গৃহীত Bus Route Rationalization এবং কোম্পানিভিত্তিক বাস পরিচালনা প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রয়োজনীয় সকল ট্রাফিক সার্ভে বিশেষত গণপরিবহনের উপর সার্ভে (অরিজিন-ডেস্টিনেশন বোর্ডিং-এলাইটিং ইত্যাদি) করা

হবে। বাস রুট ও বাসের সংখ্যা চূড়ান্তকরণ ও প্রতিটি রুটের টপোগ্রাফি করা হবে। পূর্ববর্তী ও নতুন ট্রাফিক সার্ভে হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ রিভিউ ও হালনাগাদ করে এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ট্রাফিক চাহিদা নিরূপণ করা হবে। প্রয়োজনীয় বাস-বে, বাস-স্টপ, যাত্রী ছাউনি ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ ও সেগুলো নির্মাণের জন্য নকশা করা হবে।

- যানজট নিরসন, বায়ু ও শব্দদূষণ হ্রাসে ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'হাঁটা ও সাইকেলে ফিরি, বাসযোগ্য নগর গড়ি'-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ডিটিসিএ কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাইকা'র সহায়তায় ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া আদায় পদ্ধতির প্রচলন ও ভাড়া আদায় পদ্ধতিকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।
- ডিটিসিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২টি প্রশিক্ষণ ও ১২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বিতভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে মতামত গ্রহণ এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য ৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ করা হয়।
- সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ডিটিসিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়।
- ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসাবে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে:

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

এমআরটি লাইন	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরন
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			উড়াল

- এ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম দ্রুতগামী ও নিরাপদ অত্যাধুনিক MRT Line-6 এর বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৬৭.৬৩ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৮৭.৮০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য

নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৬৫.৪৮ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেণ্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৫৯.৪৮ শতাংশ। এ লাইনটি মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার লক্ষ্যে Detailed Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৭ কিলোমিটার উড়ালসহ মোট ৩১.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design-এর কাজ চলছে। কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর রুটে বাংলাদেশের প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। ২০২৮ সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) দীর্ঘ ও ১৪টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-5: Northern Route-এর বিভিন্ন Survey ও ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার (পাতাল ১২.৮০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৪.৬০ কিলোমিটার) দীর্ঘ এবং ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-5: Southern Route-এর Feasibility Study এর আওতায় বিভিন্ন প্রকার সার্ভে ও Basic Design এর কাজ শুরু হয়েছে। একইসময়ের মধ্যে জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে Preliminary Study চলমান আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ দিয়ে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-4 (উড়াল মেট্রোরেল) নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ১২৮.৭৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে উড়াল ৬৭.৫৭ কিলোমিটার এবং পাতাল ৬১.১৭ কিলোমিটার। মোট স্টেশন সংখ্যা ১০৪টি। এর মধ্যে উড়াল ৫১টি এবং পাতাল ৫৩টি। এমআরটি লাইনভিত্তিক বিভাজন:

এমআরটি লাইন	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)			স্টেশন সংখ্যা		
	মোট	উড়াল	পাতাল	মোট	উড়াল	পাতাল
এমআরটি লাইন-৬	*২০.১০	২০.১০	-	১৬	১৬	-
এমআরটি লাইন-১	৩১.২৪	১১.৩৭	১৯.৮৭	২১	৭	১৪
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	২০	০৬.৫০	১৩.৫০	১৪	৫	৯
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	১৭.৪০	৪.৬০	১২.৮০	১৬	৪	১২
এমআরটি লাইন-২	২৪	৯	১৫	২২	৪	১৮
এমআরটি লাইন-৪	১৬	১৬	-	১৫	১৫	-
মোট	**১২৮.৭৪**	**৬৭.৫৭**	**৬১.১৭**	**১০৪**	**৫১**	**৫৩**

* মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান আছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার লক্ষ্যে Stakeholder Consultation, Social Study, Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment Impact

Assessment (EIA) এবং Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Detailed Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে MRT Line-6 এর মোট দৈর্ঘ্য ২১.২৬ কিলোমিটারে এবং মোট স্টেশন সংখ্যা ১৭-তে উন্নীত হবে। এ লাইনের সংশোধিত রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: উত্তরা ৩য় পর্ব-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ- টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক-কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন।

- Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)-এর মোট ৮টি প্যাকেজের নির্মাণ ও সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডিএমটিসিএল-এর জন্য Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের লক্ষ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে MRT Line-6-এর DPP-তে নতুন প্যাকেজ-০৯ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পরামর্শক সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্যাকেজ-২ এর আওতায় ডিপোর অভ্যন্তরে নির্মিতব্য ৫২টি অবকাঠামোর মধ্যে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৪টির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) কাজের অগ্রগতি ৮০ শতাংশ। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।
- উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে প্যাকেজ-৩ ও ৪-এর আওতায় পরিষেবা স্থানান্তর, চেক বোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল, পাইল ক্যাপ, আই-গার্ডার, প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং, পিয়ার হেড, ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট, সকল প্যারাপেট ওয়াল ভায়াডাক্টের উপর স্থাপন, ৫টি Long Span Balanced Cantilever নির্মাণ, সকল স্টেশনের Sub-structure ও Concourse ছাদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ ও পল্লবী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্টেশনসমূহের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণকাজ চলমান আছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮২.১৭ শতাংশ।
- উত্তরা থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ১৪.৯৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে বিজয় সরণি পর্যন্ত ১৩.৫০ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্যাকেজ-৫ এর আওতায় বিজয় সরণি, ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৭০.০৩ শতাংশ।
- প্যাকেজ-৬ এর আওতায় কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট-এর মধ্যে ২.৪৪ কিলোমিটার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল মেট্রো স্টেশনের নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭০.৪৬ শতাংশ।
- প্যাকেজ-৭ এর আওতায় ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজের অধীনে উত্তরা ডিপোতে রিসিভিং সাব-স্টেশনের পূর্ত কাজ ও বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মতিঝিল রিসিভিং সাব-স্টেশন ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ডিপো এলাকার ওয়ার্কশপ শেড-এ ১২টি রেল লাইন এবং স্ট্যাবলিং শেড ও সংলগ্ন ইয়ার্ডে ১৯টি ব্যালাস্টেড রেল লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্টে ২৩.৯৬ কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে ১৭.৫০ কিলোমিটার রেল ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪.৫০ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে Overhead Catenary System (OCS) Mast স্থাপন, ওয়ার্কশপ শেড এবং সংলগ্ন রেল ট্র্যাকের OCS-এ বৈদ্যুতিক টেস্টিং/কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে ভায়াডাক্টের ওপর আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত ১০.৫০ কিলোমিটার ট্র্যাকে OCS Mast স্থাপন করে ১২.৫০ কিলোমিটার ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে Overhead Catenary Wire স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭২ শতাংশ।

- প্যাকেজ-৮ এর আওতায় রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইক্যুইপমেণ্ট সংগ্রহের অংশ হিসাবে ৬টি যাত্রীবাহী কোচ সংবলিত প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট ২৩ এপ্রিল ২০২১ ও দ্বিতীয় মেট্রো ট্রেন সেট ৩ জুন ২০২১ তারিখে ঢাকার উত্তরা ডিপোতে পৌঁছায় এবং টেস্টিং চলমান আছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্যোগে Third Party Inspection-এর মাধ্যমে বর্ণিত ৬টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ করা হয়। ডিপোর অভ্যন্তরের টেস্টসমূহ শেষে ভায়াডাক্টের উপর মেন লাইনে আগস্ট ২০২১ মাসে Performance Test করা হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ মেট্রো ট্রেন সেট ২২ জুন ২০২১ তারিখে জাপানের কোবে সমুদ্রবন্দর হতে জাহাজযোগে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে এবং আগস্ট ২০২১ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ডিপোতে পৌঁছাবে। জাপান হতে ৫ম ট্রেন সেটের শিপমেণ্টের সম্ভাব্য সময় আগস্ট ২০২১ মাসের প্রথম সপ্তাহ। এ প্যাকেজ-এর সার্বিক অগ্রগতি ৫০ শতাংশ।

চিত্র: ডিপোতে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রো ট্রেন সেট।

- অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসাবে মেট্রোরেলে যাতায়াত সম্পর্কে জনসাধারণকে ধারণা প্রদানের জন্য উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center-এ মেট্রো ট্রেনের Mock Up ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচলে সক্ষম Mini মেট্রো ট্রেন সেট স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Smart Card Based স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ এবং বহির্গমন গেইট ও স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ।
- ঢাকার গুলশান হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনাকাঙ্খিত ঘটনায় MRT Line-1 এবং MRT Line-5: নর্দার্ন রুট এর পরামর্শক হিসাবে কর্মরত অবস্থায় নিহত ৭ জন জাপানী নাগরিকের স্মরণে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে JICA কর্তৃক চূড়ান্তকৃত ডিজাইন অনুসরণে উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition and Information Center-এ Memorial Monument নির্মাণ করা হচ্ছে।
- MRT Line-1 এর রুট এলাইনমেণ্ট (অংশ-১)- বিমানবন্দর-টার্মিনাল ৩ - খিলক্ষেত - নর্দ্দা - নতুন বাজার - উত্তর বাড্ডা - বাড্ডা - হাতিরঝিল পূর্ব - রামপুরা - মালিবাগ - রাজারবাগ – কমলাপুর এবং এলাইনমেণ্ট (অংশ-২)- নতুন বাজার - নর্দ্দা - জোয়ার সাহারা - বোয়ালিয়া - মস্তুল - শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম - পূর্বাচল সেণ্টার - পূর্বাচল পূর্ব - পূর্বাচল টার্মিনাল - পিতলগঞ্জ ডিপো। এলাইনমেণ্ট-এ ২১টি স্টেশন ও ৩১.২৪১

কিলোমিটার দীর্ঘ (উড়াল ও পাতাল) লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত Detailed Design-এর অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ। ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজায় ৯২.৯৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধানের জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে Expression of Interest (EoI) ও ১০ জুন ২০২১ তারিখ ডিপোর ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। MRT Line-1 নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং রুট এ্যালাইনমেন্টে Station Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) নির্মাণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ডিএমটিসিএল-এর অনুকূলে মেট্রোরেল লাইসেন্স নম্বর-২/২০২০ ইস্যু করেছে।

- MRT Line-5: Northern Route-এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হলো হেমায়েতপুর - বালিয়ারপুর - বিলামালিয়া - আমিনবাজার - গাবতলী - দারুস সালাম - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা। আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার ও উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) এবং ১৪টি স্টেশন বিশিষ্ট (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। ৯ জুন ২০২১ তারিখে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া ও কোন্ডা মৌজায় ১ম পর্যায়ে ৪০.১৮২২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
- MRT Line-5: Southern Route এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হলো: গাবতলী - টেকনিক্যাল - কল্যাণপুর - শ্যামলী - কলেজ গেট - আসাদ গেট - রাসেল স্কয়ার - কারওয়ান বাজার - হাতিরঝিল পশ্চিম- তেজগাঁও - নিকেতন - আফতাব নগর পশ্চিম - আফতাব নগর সেন্টার -আফতাব নগর পূর্ব - দাশেরকান্দি - বালুরপাড়। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (উড়াল ১২.৮০ কিলোমিটার ও পাতাল ৪.৬০ কিলোমিটার) এবং ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট (পাতাল ১২টি এবং উড়াল ৪টি) MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। ২১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ থেকে Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance-এর কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে Basic Design-এর অগ্রগতি ১৫ শতাংশ। দাশেরকান্দি এলাকায় প্রকল্পের ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।
- G2G ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে PPP Research শেষে Preliminary Study ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পিপিপি পদ্ধতিতে কমলাপুর - নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল মেট্রোরেল হিসাবে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- DMTCL প্রতিটি MRT Line রুট এ্যালাইনমেন্টে ন্যূনতম একটি করে Transit Oriented Development (TOD) Hub নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। MRT Line-6-এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে TOD Hub নির্মাণের লক্ষ্যে ২৮.৬২ একর ভূমির মূল্য পরিশোধ করে রাজউকের নিকট হতে দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। MRT Line-1 এবং MRT Line-5: Northern Route-এর আওতায় TOD Hub নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির অনুসন্ধান চলছে।
- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড MRT Network-এর সুবিধাজনক স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ক্রমান্বয়ে Station Plaza গড়ে তোলার অংশ হিসাবে MRT Line-6-এর উত্তরা উত্তর, আগারগাঁও ও কমলাপুর মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রথম পর্যায়ে Station Plaza নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত ভূমিতে Station Plaza নির্মাণের জন্য প্রস্তুতকৃত Layout Plan পরীক্ষার কাজ চলছে।

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৯ মে ২০২১ তারিখে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police গঠনের জন্য ৫৪২টি পদ সৃজনে এবং ৩১টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তিতে সম্মতি প্রদান করেছে।
- করোনা পরিস্থিতিতে মেট্রোরেলে নিয়োজিত জনবলের পরিপূর্ণ Screening-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১০ শয্যাবিশিষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে নির্মিত ১৪ শয্যাবিশিষ্ট Field Hospital ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, DMTCL Quick Response Team এবং কর্মচারীদের স্বেচ্ছা অনুদানের মাধ্যমে করোনা সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়েছে।

৫১. সেতু বিভাগ

(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮৭ শতাংশ।

চিত্র: নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর একাংশ।

(২) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ১,৪৩০ (১,৪৪২)টি পাইল, ২৬৬ (৩২৯)টি পাইল ক্যাপ, কলাম ২৫২ (৩২৯)টি, ২১০ (৩২৯)টি ক্রস-বিম, ৯৫৪ (৩,০৭২)টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৭২৫ (৩,০৭২)টি আই গার্ডার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ভৌত অগ্রগতি ৬৪.২৫ শতাংশ।

(৩) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বহুলেন সড়ক টানেলের প্রথম টিউবের Internal Structure-নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৩.১৮ শতাংশ Lane Slab-ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টানেলের দ্বিতীয় টিউবের ১,৭৬৬ মিটার (৭২.০৮ শতাংশ) বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেল।

(৪) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রকল্পের Design review and construction supervision consultant নিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসাবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১,৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

(৬) ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে Draft Feasibility Report দাখিল করেছে।

(৭) G2G on PPP ভিত্তিতে মেঘনা নদীর উপর 'ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সেতু' নির্মাণে ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কোরিয়া-বাংলাদেশ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম সভায় DAEWOO, KEC ও HUNDAI কনসোর্টিয়াম-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের বিষয়টি Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) কর্তৃক ঘোষণা করা হয়। বর্ণিত সেতুটি নির্মাণে Transaction Advisor-হিসাবে IIFC-এর সঙ্গে ২৭ মে ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোরিয়ান ফিজিবিলিটি স্টাডি টিমের স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান-Development Design Consultant Ltd. (DDC) ২৯ মে ২০২১ তারিখ হতে বিকল্প এলাইনমেন্টের Topographic এবং Bathyametry সার্ভে শুরু করেছে।

(৮) মিঠামইন সেনানিবাস হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত একটি দোতলা সড়ক নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(৯) চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ সড়কে জুনঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২০ মে ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১০) পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পটি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১১) যমুনা নদীর তলদেশে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য চীন সরকার কর্তৃক The China Railway Design Corporation (CRDC) প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়েছে।

(১২) সেতু বিভাগের আওতাধীন ২টি সেতু হতে টোল বাবদ ৬৭৪.৩৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে সেতু বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থার ৪,৮৩১.৩৪ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।

৫২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ২০টি নবনির্মিত ফায়ারস্টেশন, ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর), কেরাণীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ১টি এলপিজি স্টেশন উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ২০টি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশন, ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কেরাণীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ১টি এলপিজি স্টেশন উদ্বোধন।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নেতৃত্বে ৫৮,৮৭৬টি অভিযান পরিচালনা করে ১৬,২৫৪টি মামলায় ১৭,১৩৩ জন আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২১,১৭২টি অভিযান পরিচালনা করে ১০,০৯৫ জন আসামির বিরুদ্ধে ১০,১৪৪টি মামলা দায়ের করে তাৎক্ষণিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়েছে।
- ০৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ০২টি স্থলবন্দরে মোট ৫০টি ই-গেট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসাবে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ১৫টি (১২টি Departure এবং ৩টি Arrival) এবং হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ৬টি ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
- দেশের অভ্যন্তরে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,৮৭,২৫৯টি ই-পাসপোর্ট বিতরণসহ ৩,১০,৪২,৩৬৫টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ১৬,০৫,১২৫টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে।
- ১০৪.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- করোনা পরিস্থিতিতেও দেশের ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ সারাদেশে মোট ৭০টি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক পুলিশ প্রতিবেদন পদ্ধতি চালু করে ইতোমধ্যে ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিসকে আধুনিক আইটি সরঞ্জামাদি ও সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।
- ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির জন্য উত্তরা পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কুগলার মেশিন (Kugler Machine) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজস্ব ভবনে দৈনিক গড়ে ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরি হচ্ছে।
- অর্থ বিভাগের উদ্যোগে চালুকৃত পেমেন্ট সিস্টেম 'ই-চালান'-এ ইতোমধ্যে ই-পাসপোর্ট যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ই-পাসপোর্টের অর্জিত রাজস্ব সরাসরি সরকারের কোষাগারে জমা হবে। NID ডেটাবেজের সঙ্গে ই-পাসপোর্টের ডেটাবেজের অনলাইন ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০,৯৯১টি অগ্নিকান্ডে ২০৭৫,৯২,৮৪,৩০৭ টাকার সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে; এর মধ্যে গার্মেন্টসে সংঘটিত ১৭৭টি অগ্নিকান্ডে ৮১,৯৯,৩৮,৭০০ টাকার সম্পদ উদ্ধার বা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত বাংলাদেশ মিশনে প্রথম সচিব ও দ্বিতীয় সচিব পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে ২ মাসব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সঙ্গে-এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার রুহের মাগফরাতের জন্য দোয়া করা হয়। সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা ও 'মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কারা কনভেনশন সেন্টার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। তিনি ২৩ মে ২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টার-এর উদ্বোধন করেন।
- সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সভাপতিত্বে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে গঠিত এনফোর্সমেন্ট কমিটির ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৩ মে ২০২১ তারিখে 'জনপ্রশাসনে সেবা সহজিকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করা হয়।

- মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সারাদেশের ৩১,১৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪,৩৫৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতীত ৫,১৪৬টি এবং কারাগারে ২০০টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদকবিরোধী ১টি টিভি ফিলার এবং ১টি থিমসং নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ২৫টি মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন ও ২৫৬টি কিয়স্ক বিতরণ করা হয়েছে।
- সরকারি পর্যায়ে ১৮,২৯১ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৬,৩২২ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩৬৬টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৬টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য ১৭৬ জন এডিকশন প্রফেশনালদের ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ১ লক্ষ হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক শপিংমল, হাটবাজার, বিপণি বিতানে ৫,৪৯২টি মহড়া আয়োজনসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৮৬৪টি, বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনে ৭১৮টি, বস্তি এলাকায় ৭১০টি, হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৮৩২টি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। ১৩,০১০টি টপোগ্রাফি, জন ও গণসংযোগসহ ৪,৭৯৪টি বিভিন্ন ভবন/শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। ১৫,৯০৯টি ফায়ার লাইসেন্স ও প্রস্তাবিত বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের অনুকূলে ৭০৪টি ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ওয়্যারহাউজ মাসুল বাবদ ১০.৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।
- দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দিদের সুরক্ষার জন্য জিরো ভাইরাস স্প্রে মেশিন, সুরক্ষা টানেল স্থাপন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ও জীবাণুনাশক সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
- করোনা মহামারি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন এবং করোনা পরীক্ষার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কারা এলাকায় দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নির্দেশনা টানিয়ে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। কারা ফটকে দর্শনযোগ্য স্থানে করোনা শনাক্তকরণ সংক্রান্ত জাতীয় হটলাইন নম্বরসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে। কারা আবাসিক এলাকায় রোলকলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা হচ্ছে। বহিরাগত বন্দি এবং কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিস/কারাগারে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং কারাগারের মূল ফটকে সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কারাগারে নবাগত বন্দিদের অন্ততঃ ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য ১টি আমদানি ওয়ার্ডের ব্যবস্থাসহ কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৫৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চাকুরি প্রবিধানমালা অনুমোদিত হয় এবং গেজেটে প্রকাশিত হয়; ঢাকা মহানগরীতে উভয় সিটি কর্পোরেশনের জন্য সড়ক খনন নীতিমালা, ২০২০ অনুমোদিত হয়।
- ডেঙ্গু মোকাবিলা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও এ সংক্রান্ত টিভিসি প্রচার বাবদ ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ দ্বারা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে মশক নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ক্রয় ও প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

- সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফুটপাত এবং জনসমাগমপূর্ণ স্থানে জীবাণুনাশক এবং ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয় ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
- ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন দূরীকরণের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা হতে ২৬টি খালের ব্যবস্থাপনা ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের খালসমূহের কচুরিপানা ও অন্যান্য ময়লা আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তোলন করার লক্ষ্যে জার্মানী হতে ৮টি Weed Harvester ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব China Machinery Engineering Corporation (CMEC)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ ও গাজীপুর, সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবের উপর বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯-এর তফসিল সংশোধনের প্রস্তাব লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০২০ সংশোধনের প্রস্তাব লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬-এর তফসিল সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৩টি পদ অস্থায়ীভাবে ও ৫০২টি পদের ছাড়পত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে।

(২) পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- ২০২০-২১ অর্থবছরের পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ সাধারণ বরাদ্দ উপ-খাতের ২২৯.৫০ কোটি টাকা, করোনা মোকাবিলা উপ-খাতের ১১.৯০ কোটি টাকা; ডেঙ্গু মশক নিধন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রচার উপ-খাতের ২৫.৫০ কোটি টাকা; বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সংস্কার/মেরামত উপ-খাতের ৮.৫০ কোটি টাকা; মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ উপ-খাতের ৩৯.১৭ কোটি টাকা; পৌরভবন ও চলমান অডিটোরিয়াম নির্মাণ উপ-খাতের ২৫.৫০ কোটি টাকা; পৌরসভার জন্য যান-যন্ত্রপাতি ক্রয় উপ-খাতের ৪১.৫৮ কোটি টাকা ও প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ) উপ-খাতের ০.৮৫ কোটি টাকা সর্বমোট ৩৮২.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়।
- পৌরসভার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার এবং বর্জ্য নিষ্কাশন/সরানোর লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থে ২১টি হইল এক্সকেভেটর ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে শর্ত পূরণ করায় রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে পৌরসভার শ্রেণি উন্নীতকরণের ফলে সেবার মান ও কাজের মান উন্নত হবে।

(৩) জেলা পরিষদ সংক্রান্ত:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপির আওতায় ৪২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৬১টি জেলা পরিষদের সাধারণ বরাদ্দ ২২৫ কোটি টাকা, মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ ১২৫ কোটি টাকা, চলমান (অডিটরিয়াম ও ডাকবাংলো) নির্মাণকাজ সমাপ্তকরণ বাবদ বরাদ্দ ৪৫ কোটি টাকা, কোভিড-১৯ মোকাবিলা বাবদ বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে 'কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বরাদ্দ' শিরোনামে এডিপিতে একটি নতুন উপখাত সৃষ্টি করে করোনার কারণে কর্মহীন/দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হাইফ্লো-ন্যাজাল ক্যানুলা, অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের বাজেটের অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ত্রাণ তহবিল, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ উপখাত হতে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দরিদ্র/দুস্থদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- যে সকল জেলা পরিষদে রাজস্ব বাজেটের অর্থ দিয়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করার সক্ষমতা নেই সে সকল জেলা পরিষদের শ্রেণী অনুযায়ী (ক, খ ও গ) ত্রাণ বিতরণের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৪) উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- জনসংখ্যা, আয়তন ও রাজস্ব আয় ইত্যাদি বিবেচনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯২টি উপজেলায় চার কিস্তিতে সাধারণ বরাদ্দ হিসাবে মোট ৪৪৭.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ৩০টি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২৭টি নতুন ভবন নির্মাণের জন্য মোট ১৮.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে উপজেলা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অফিস, বাসা-বাড়ী, গ্যারেজ, অভ্যন্তরীণ ড্রেন, রাস্তা, ঘাটলা ইত্যাদি মেরামত খাতে ১৩৮টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে মোট ২৫.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ খাতে কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় ১৬টি উপজেলার অনুকূলে মোট ৩৩.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- অনগ্রসর উপজেলা/কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১টি উপজেলার অনুকূলে মোট ৯.৫৪ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা খাতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা খাতের আওতায় গ্রাম আদালতের এজলাস নির্মাণ বাবদ খাত হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে ১,২০,০০০ টাকা করে মোট ৭.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটে গ্রাম পুলিশ খাতে ২৭১ কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদ খাতে ৫০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যগণের সম্মানীভাতা, ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং গ্রাম পুলিশগণের (দফাদার ও মহল্লাদার) বেতন-ভাতা নির্বাহের জন্য উক্ত অর্থ ছাড় করা হয়।

(৬) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- এলজিইডি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ৪০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩,১০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ১৮,০০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১২০টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট/বাজার, ১১০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র

নির্মাণ, ৮,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ফসলি জমিকে বন্যার হাত হতে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৫০ কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন, ৪৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১০০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃর্নিমাণ করা হয়েছে।

(৭) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- ২০২০-২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৪৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ২,৯১,৭২৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায়, এর মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২,৪৫,৯৬২.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দের ৮৪.৩১ শতাংশ।

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ২,১২,৩০৬টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, ১৭৮টি পুকুর খনন/পুনঃখনন এবং পৌর এলাকায় ১০১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ১,০৬০.২৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপন, ২৪টি (২০ শতাংশ) পানি শোধনাগার, ১০টি (২২ শতাংশ) উচ্চ জলাধার ও ৮৮ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯,১৭৪টি ইম্প্রুভড/স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ১৯৩টি কমিউনিটি/পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হয়।

- পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় পানি পরীক্ষাকরণ সুবিধা সম্প্রসারণার্থে আরও ৫২টি জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক 'পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৫২টি জেলায় পানি পরীক্ষাগারের ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। পানি পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালসসমূহ ক্রয়ের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- সরকার, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮৯টি পৌরসভা ও ০২টি উপজেলায় ৯১টি কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ এ একটি কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ৬১টি শহরে কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই-এর পর পর্যায়ক্রমে জেলা শহরে কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এ্যান্ড বিল মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 'বাংলাদেশের ১০টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিবি এবং বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তাপুষ্ট ০২টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এই ০২টি প্রকল্পে ৫০০টি গোসলখানা, ২৮টি মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ৪০টি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম, ১০টি পাইপ মিনি ফেক্যাল স্লাজ ট্রিটমেণ্ট সিস্টেম, ২টি ফেক্যাল স্লাজ ট্রিটমেণ্ট ও সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট ও ২০টি বায়োগ্যাস প্ল্যাণ্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ আছে।

(৮) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের জন্য পরিকল্পিত তিন প্রকার কোর্সের মধ্যে 'বুনিয়াদি রিফ্রেশার্স কোর্স'-এর মাধ্যমে ৩৫টি ব্যাচে ১,০৪৭ জন, 'স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক কোর্সের মাধ্যমে ১৫টি ব্যাচে ৭৪৫ জন এবং ৬টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৪০ জন ইউপি সচিবের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

- ইউপি হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের জন্য 'ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ২৫টি কোর্সে মোট ৫২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ৫২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের জন্য 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশের ভূমিকা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে মোট ৬,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ৬,১৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত ওএস/সিএগণের জন্য 'উপজেলা প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা মোতাবেক ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৫৪০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে উপজেলা পর্যায়ে 'শিশু বান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন' শীর্ষক ২২টি ব্যাচে ২২টি জেলায় মোট ৩৬৮ জন জনপ্রতিনিধি এবং ৩২২ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অদ্যাবধি ১১টি জেলায় মোট ৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- জেলা পরিষদের সদস্যগণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫ জেলায় মোট ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- পৌরসভার কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টরগণের জন্য 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৩২৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 'পৌরসভা প্রশাসন অবহিতকরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১,৪৫১ জন্য পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 'নাগরিক অংশগ্রহণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬৩০ জন পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটির সদস্য ও সদস্য-সচিবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- জেলা রিসোর্স টিমের সদস্যগণের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স- এনআইএলজির প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে গঠিত জেলা রিসোর্স টিম সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকারের পরিচালনায় বাস্তবায়ন করা হয়। ৮৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম:

ক্রম	গবেষণার শিরোনাম
১.	বিরোধ মীমাংসায় গ্রাম আদালতের প্রাক-বিচারের কার্যকারিতা যাচাই: একটি সমীক্ষা
২.	উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাস্তবচিত্র
৩.	ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: ৮টি ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা
৪.	সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা: নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সমীক্ষা
৫.	'Role of Zila Parishad in Rural Infrastructure Development of Bangladesh'

- এনআইএলজি হতে 'The Journal of Local Government' শিরোনামে স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন আর্টিকেল সংবলিত বছরে ০২টি জার্নাল প্রকাশিত হয় এবং ৩ মাস পর পর এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর নিউজলেটার প্রকাশিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ভলিয়ম ৪৪.১ ও ৪৪.২ প্রকাশিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে তিনটি নিউজলেটার (১৩, ১৪ ও ১৫তম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে একটি আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কক্ষে আধুনিক মানের টাইলস স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৫০টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। সভাকক্ষ এবং দ্বিতীয় তলার অডিটোরিয়াম আধুনিকায়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এসি স্থাপন করা হয়। সভাকক্ষে গণর্পূত অধিদপ্তরের মাধ্যমে কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়। শ্রেণিকক্ষসমূহ আধুনিক, মার্জিত, সমসাময়িক প্রযুক্তি-নির্ভর করে সজ্জিতকরণের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্মার্ট বোর্ড স্থাপন করা হয়।

(৯) ঢাকা ওয়াসা সংক্রান্ত কার্যাবলি:

- ঢাকা ওয়াসা ৭৪ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ এবং ২৬ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ উৎস হতে সরবরাহ করছে। ২০২১ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে সরবরাহ ব্যবস্থায় ৩০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ এবং ৭০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ০২টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে। বর্তমানে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরবাসীর পানির চাহিদা ২,৫০০ MLD-এর বিপরীতে ২,৫৫০ MLD উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর সহায়তায় ঢাকা শহরকে ১৪৫টি District Metered Area (DMA)-তে বিভক্ত করা হয়েছে। ইতঃপূর্বের ৪৭টি DMA-সহ DESWS প্রকল্পের আওতায় ১৬টিসহ মোট ৬৩টির কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট DMA বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ৩,১৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' নামক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। DMA এলাকাসমূহের NRW (নন-রেভিনিউ ওয়াটার) ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে এসে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক 'জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প', 'ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেব্‌ল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট', ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানির লাইনের জরুরি প্রতিস্থাপন প্রকল্প এবং 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'-এর প্রায় ৪১৩.৮৫ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন এবং ১২৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

- পানির পাম্পে SCADA স্থাপন করে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপস দ্বারা গভীর নলকূপের অপারেশন, কন্ট্রোল ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে ঢাকা ওয়াসা পরিচালন ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

- ঢাকা ওয়াসায় ই-সেবার অংশ হিসাবে ই-বিলিং, ই-জিপি, ই-পানি ও পয়ঃসংযোগ (e-connection), ই-নথি এবং ই-রিক্রুটমেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক- ৮৩.৩৪ শতাংশ এবং বাস্তব- ৯৫ শতাংশ অর্জিত হয়।

- প্রথমবারের মত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ওয়াসার সভাপতিত্বে Low Income Community-এর গ্রাহকের মধ্য থেকে আদর্শ ২৫ জনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

চিত্র: ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্বল্প আয়ের ২৫ জন গ্রাহককে সম্মাননা প্রদান।

❖ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ বিভাগ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

চিত্র: ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

❖ ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্যদের সুপেয় পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকা ওয়াসা বিভিন্ন জোনাল এরিয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩০টিসহ মোট ২১০টি পয়েন্টে ATM (Automated Trailer Machine) বুথ স্থাপন করেছে।

- ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের মাধ্যমে মেঘনা নদীর থেকে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা হবে। এডিবি, ইআইবি ও এএফডি-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং ২০২২ সাল নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। মোট প্রকল্প ব্যয় ৮,২৩১.৬৭ কোটি টাকা।
- সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) থেকে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা যাবে। ড্যানিডা, ইআইবি, কেএফডব্লিউও এবং এএফডি-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ৩,১৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেণ্ট প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে প্রায় ২৯৪.৫৩ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রকল্পে হাতিরঝিল, গুলশান, বনশ্রী, বারিধারা, বসুন্ধরা, বনানী, রাজাবাজার, তেঁজগাও এবং তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাদি লাভ করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে মহানগরবাসীকে পাইপলাইনের মাধম্যে পয়ঃসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্প চীনের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৩,৭১২.৫৪ কোটি টাকা এবং এটি জুন ২০২২ সাল নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
- ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেণ্ট প্রকল্প বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এবং পয়ঃকালেকশন লাইন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,৮৫৫.৬০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৪-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

(১০) চট্টগ্রাম ওয়াসার গৃহীত কার্যক্রম:

- চিটাগাং ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্রুভমেণ্ট এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প (CWSISP) ১১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১,৮৯০.৮৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিরাপদ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিদিন ০৯ কোটি লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার ও আনুষঙ্গিক পাইপলাইন নির্মাণ। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৪৪ শতাংশ।
- ভান্ডালজুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কর্ণফুলী নদীর বাম তীরে ৬০ এমএলডি ক্ষমতার পানি শোধনাগার ও ১১৩.৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করে শিল্প ও আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের ডিপিপি ৫ জানুয়ারি ২০১৬ এবং প্রথম আরডিপিপি ২৮ জানুয়ারি ২০২০ অনুমোদিত হয়। যার বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৯৯৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা (জিওবি ১,১৫,০৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা, চট্টগ্রাম ওয়াসা নিজস্ব তহবিল ২,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮২,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা)। জুন ২০২১ অনুযায়ী প্রকল্পের হালনাগাদ বাস্তব অগ্রগতি ৪৯ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৮২ শতাংশ।

(১১) রাজশাহী ওয়াসা গৃহীত কার্যক্রম:

- পানি সরবরাহের লক্ষ্যে দৈনিক গড় উৎপাদন ৯.৯ কোটি/লিটারের স্থলে ১০.৪ কোটি/লিটার উন্নীতকরণ।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে নতুন পাইপ লাইন ৬.৭১ কিলোমিটার স্থাপন।
- নতুন ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন।

- উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন ২৬টি।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১.৩ কিলোমিটার পুরাতন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৭৬৩টি পানির গুণগতমান পরীক্ষাকরণ।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পুরাতন পাইপ লাইন ১১,৬০০ মিটার পরিষ্কারকরণ
- রাজস্ব আদায় ৬০৮.৫২ লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ।
- পানির গ্রাহক সংখ্যা ৭০৮টি বৃদ্ধিকরণ।
- ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ১১২টি গভীর নলকূপ অভিকরের আওতাভুক্তকরণ।
- পানির অপচয় রোধে ৩০টি স্ট্রিট হাইড্রেন্ট হ্রাসকরণ।
- অটোমেশনের মাধ্যমে ১০টি পাম্প পরিচালনা।
- পানির অভিকর আদায় সহজিকরণে বিকাশ ও রকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং করোনা পরিস্থিতিতে গ্রাহকের বিল প্রদান সহজিকরণ।
- 'রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Hunan Construction Engineering Group Co. Ltd.-এর সঙ্গে ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে রাজশাহী ওয়াসার বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন।
- 'রাজশাহী ওয়াসার ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

(১২) খুলনা ওয়াসার গৃহীত কার্যক্রম:

- জুন ২০২১ পর্যন্ত পানি সরবরাহের পরিমাণ ১৪৬ এমএলডিতে উন্নীত হয়।
- খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ হিসাবে জুন ২০২১ পর্যন্ত পানির সংযোগ ৩৭,০০০টিতে উন্নীত হয়।
- জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৮ শতাংশ পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়।
- জুন ২০২১ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭.১১ শতাংশ উন্নীত হয়।
- ২০০৯ সালে নন-রেভিনিউ ওয়াটার (সিস্টেম লস) ছিল ৩৭ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৯ শতাংশে উন্নীত হয়।
- পানি সরবরাহ করে কভারেজ ৪৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি হয়ে মোট কভারেজ প্রায় ৮০ শতাংশে উন্নীত হয়।
- খুলনা ওয়াসা ইতোমধ্যেই কম্পিউটারাইজড বিলিং সফট্ওয়্যার চালু করেছে।
- খুলনা ওয়াসায় দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় ই-নথি চালু করা হয়।
- খুলনা ওয়াসার সার্বক্ষণিক কল সেন্টার চালু হয়। গ্রাহক যেকোনো সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে সেবা সংক্রান্ত সমস্যা লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং দাখিলকৃত অভিযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ই-জিপি পোর্টালের আওতায় খুলনা ওয়াসার যাবতীয় টেন্ডার কার্যক্রম ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে।

- ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে খুলনা ওয়াসার গ্রাহকগণ যেকোনো সময় ঘরে বসেই নিজ নিজ মোবাইল ফোন থেকে জি-পে, শিওর ক্যাশ, ডিবিবিএল, নগদ ও বিকাশ অ্যাপ-এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশোধ করতে পারেন।
- পানির বিল যথাসময়ে পরিশোধের জন্য গ্রাহকবৃন্দকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।
- খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইট চালু করা হয় (http://www.kwasa.org.bd)। খুলনা ওয়াসার গ্রাহকসেবা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসহ দাপ্তরিক সাধারণ তথ্য ও যাবতীয় ফরম ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। গ্রাহকগণ যেকোনো সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগইন করে নিজ নিজ পানির বিলের তথ্য সরাসরি দেখতে পারবে।
- কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফট্ওয়্যার চালু হয়। একাউন্টিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিয়মিত যাবতীয় হিসাব কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- খুলনা ওয়াসার সম্পদসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, বণ্টন ও অপচয় রোধে ইতোমধ্যেই কম্পিউটারাইজড ইনভেনটরি সফট্ওয়্যার চালু করা হয়।
- ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি লক্ষ্যে ২,৫৪,৬৩৬.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প' বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত অবকাঠামো নির্মাণ করে চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে:
- মহানগরীতে বিভিন্ন স্থানে ৭টি Distribution Reservoir এবং ১০টি Overhead Tanks নির্মাণ করে পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ৩০০ মিলিমিটার হতে ১,২০০ মিলিমিটার ব্যাসের ৪৫ কিলোমিটার ডাকটাইল আয়রন পাইপ, ১৪ কিলোমিটার এইচডিপিই পাইপ এবং রূপসা নদীর তলদেশ দিয়ে ৬৮৫ মিটার স্থাপিত পাইপলাইন স্থাপন করে পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ৪২ কিলোমিটার ডাকটাইল আয়রন পাইপ এবং ৬১০ কিলোমিটার স্থাপিত পাইপলাইন স্থাপন করে খুলনা মহানগরীর প্রায় ৩৬,০০০ বাসগৃহে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ১১০ এমএলডি (১১ কোটি লিটার) ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার এবং ৭৭.৭২ কোটি লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নির্মিত Impounding Reservoir-এর মাধ্যমে পানি শোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে। একই আংগিনায় স্থাপিত ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে প্রতিদিন পানির নমুনা পরীক্ষা করে যথাযথভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- ইনটেক পাম্প হাউজ ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটির নির্মাণ করে মধুমতি নদী হতে অপরিশোধিত পানি ৩৩ কিলোমিটার ১,৪০০ মিলিমিটার (৫৬″) ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্টে সরবরাহে করা হচ্ছে।
- খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (১ম সংশোধন) প্রকল্প ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে; প্রকল্পের ব্যয়: ২১,২৯১.১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ঠিকরাবন্দ মৌজায় স্যুয়ারেজ ট্রিটমেণ্ট প্লাণ্ট নির্মাণে ২২ একর, মাথাভাঙ্গা মৌজায় স্যুয়ারেজ ট্রিটমেণ্ট প্লাণ্ট স্থাপনের ১১.৮৫ একর, শলুয়া এলাকায় ঘোনা মাদারডাঙ্গা মৌজায় স্যুয়ারজে ট্রিটমেণ্ট প্লাণ্ট নির্মাণে ৬ একর এবং খুলনা শহরে ১১টি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণে ২.৮৯ একর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়।

- বর্তমানে খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু নাই। খুলনা মহানগরীতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নির্মল পরিবেশ তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় আধুনিক, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণে ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে ২,৩৩,৪১৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে 'খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প' একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ০৮টি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ, ১৭৩ কিলোমিটার স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক এবং ৭৭ কিলোমিটার সার্ভিসলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন করে স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ এবং সার্ভিস কানেকশন (প্যাকেজ-১)-এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ০২টি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়।
- গ্রাহক সেবার মান সমুন্নত রাখতে খুলনা ওয়াসার গ্রাহকবৃন্দের সঠিক মিটার রিডিং সংগ্রহপূর্বক বিল প্রস্তুত নিশ্চিত করতে খুলনা ওয়াসায় 'স্মার্ট মিটার রিডিং' সিস্টেম তৈরি করা হয়।

৫৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

(১) জনবল সংক্রান্ত:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২৮১ জন চিকিৎসককে সহকারি সার্জন/ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩ জনকে পিএসসি'র সুপারিশে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৫৫ জনকে অধ্যাপক পদে এবং ৩৯৪ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পরিচালক পদে ৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে ১,৩২৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ বিসিএস-এর মাধ্যমে ২,০০০ চিকিৎসক (সহকারি সার্জন) নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় ৯ গ্রেডের ২,০০০ চিকিৎসকের পদ সৃজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ম শ্রেণির ক্যাডার ১,০৯৫ জন; ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার ৪৮ জন, ১ম শ্রেণি নার্সিং ৮ জন, ২য় শ্রেণি নার্সিং ৩০০ জন, ২য় শ্রেণি নন-নার্সিং ১১ জন, ৩য় শ্রেণি মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ১৩৩ জন, ৩য় শ্রেণির ৩৩২ জন, ৪র্থ শ্রেণির ১৬৮ জনের পদ সৃজন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত স্মারকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিয়োজিত ৫৭ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্টের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক নিয়ম প্রমার্জন করে সরাসরি নিয়োগের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১' ২৯ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১২ জুলাই ২০২১ তারিখে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এ্যান্ড রেফারেল সেন্টারে ৫৫ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- নবসৃজিত ৩,০০০ পদের মধ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ১,২০০, মেডিকেল টেকনিশিয়ান ১,৬৫০, কার্ডিওগ্রাফার ১৫০টি। ২০২ জন মেডিকেল টেকনোলিজস্টকে (২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪৫ জন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭ জন) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রমার্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

চিত্র: ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন।

- অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে মোট ১০,১০০ জন আউটসোর্সিং সেবাকর্মীর সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৪৩টি পদে নিয়োগের জন্য ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে ১,৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে।
- ২,৯৯৮ জন স্টাফ নার্সকে সিনিয়র স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- ২০০৩ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত ১,০০৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের চাকরি নিয়মিতকরণ হয়েছে।
- ১০ গ্রেডভুক্ত সিনিয়র স্টাফ নার্স বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- Standard Operation Procedure (SOP) for Midwives in Bangladesh বইটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(২) অনুদান প্রদান:

- ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সচিবালয় অংশে ১২৭০১০১-১১১০৫১২-৩৬৩১১০৭-'বিশেষ অনুদান' খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি টাকা হতে মোট ৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সারাদেশে মোট ১,০৪৪টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের সরকারি সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৩) শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন সংক্রান্ত:

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান করা হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে উদ্ভাবনী শোকেসিং ওয়ার্কশপে দুটি প্রকল্পকে সারাদেশে রেপ্লিকেশন/স্কেল আপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

(৪) হাসপাতাল সংক্রান্ত:

রাজস্ব খাতে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি:

- ৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০ শয্যা বিশিষ্ট ট্রমা সেন্টার, গোপালগঞ্জ-এর সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- নবসৃষ্ট ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টাংগাইলের সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭১টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৫) বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইউজার ফি নির্ধারণ:

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় দেশের দরিদ্র জনগণের কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ পরীক্ষা শুধু জুলাই ২০২১ মাসের জন্য বিনামূল্যে করা হয়েছে।
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকার নিউরোলজী বিভাগের বিভিন্ন Therapeutic Procedure ও Diagnostic Procedure-এর ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের Hs Troponin-I & Serum Albumin-এর ইউজার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু স্মার্ট কার্ডধারী কর্মীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য ইউজার ফি'র হার নির্ধারণ করা হয়।
- ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে ৩টি পরীক্ষার ইউজার ফি'র হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৬) করোনা মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম:

- কোভিডকালীন বেসরকারি খাতে (ক্যাটাগরি-এ, বি) BIOSENSOR এবং PANBIO কিট-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৭০০ টাকা নির্ধারিত মূল্যে এন্টিজেন পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের দরিদ্র মানুষের কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ পরীক্ষা বিনামূল্যে করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি কোভিড-১৯ এন্টিজেন পরীক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের করোনা মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য ৭৯টি হাসপাতাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নমুনার আরটি-পিসিআর পরীক্ষার মূল্য নিম্নহারে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পুনর্নির্ধারিত মূল্য অবিলম্বে কার্যকর করার মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ফি দেশে অবস্থানরত সাধারণ জনগণের জন্য হাসপাতালে/কেন্দ্রে নমুনা প্রদান ৩,০০০ টাকা এবং বাড়ীতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ ৩,৭০০ টাকা। বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীর জন্য হাসপাতালে/কেন্দ্রে নমুনা প্রদান ২,৫০০ টাকা।
- বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা এবং দেশ হতে আগত বিদেশি ব্যক্তি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিধি মোতাবেক প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিতকরণের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশ ফেরত যাত্রীদের নিজ খরচে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে অবস্থানকল্পে এ পর্যন্ত ৯৩টি বেসরকারি হোটেলকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(৭) ভ্যাকসিন প্রাপ্তির তথ্য: (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ত্রিপক্ষীয় (বেক্সিমকো, সিরাম এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) চুক্তির মাধ্যমে মোট ক্রয় করা ৩ কোটি ডোজ ভ্যাকসিনের মধ্যে ৭০ লক্ষ ডোজ এবং ভারত থেকে উপহার হিসাবে ৩২ লক্ষ ডোজ সর্বমোট ১ কোটি ২ লক্ষ ডোজ এস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে।
- ২২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভ্যাকসিনের প্রথম চালান বাংলাদেশে আসার পর ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। দশ দিন পর্যবেক্ষণের পর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সারাদেশে একযোগে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ মার্চ ২০২১ তারিখে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন।

(৮) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত:

- প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালেও দেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসাবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

- জনস্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন এবং হেলথ প্রোমোশন ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- জাতীয় কলেরা পরিকল্পনা ২০১৯-২০৩০ এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানার শ্রমিক, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যবিধি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-তে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোভিড-১৯-কে সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২১ উপলক্ষ্যে পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার লক্ষ্যে নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।।
- মাস্ক ব্যবহারের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি এড়াতে জোনভিত্তিক সংক্রমণ (Containment) ব্যবস্থাপনা কৌশল/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনাসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কার্যকর সংলাপ সম্পন্ন হয়েছে।
- শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপী ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২১ সফলভাবে পালন করা হয়েছে।
- জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল (২০১৭-২০২২) অনুসারে গৃহীত কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- প্রসবজনিত ফিস্টুলা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল (২০১৫-২০৩০) বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিপাদ্যসহ প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- 'হাম-রুবেলা (এমআর) ক্যাম্পেইন, ২০২১' কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য National Advocacy কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম, ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বার্তা ধারণ ও প্রচার এবং জাতীয় হাম-রুবেলা (এমআর) টিকাদান ক্যাম্পেইন, ২০২১' সফল করার জন্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিও পত্র প্রেরণসহ এ ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মা, নবজাতক শিশু ও শিশুমৃত্যু রোধ ও কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য নীতিমালা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- 'Vaccination Act' হালনাগাদকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন চলমান রয়েছে।

- জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) বাস্তবায়নের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।
- Operational Plan Non-communicable Disease Control-এর আওতায় জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি এসবিসিসি কার্যক্রম মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৫) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫'-এর অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Basic Health Checkup বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) অবকাঠামো ও মেরামত সংক্রান্ত:

- ১৯টি হাসপাতালে Central Oxygen Pipe Line System ও Liquid Oxygen (VIE) স্থাপনের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ডিএনসিসি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের অসমাপ্ত ৭টি কাজের প্রাক্কলনের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ডিএনসিসি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের অসমাপ্ত ২টি কাজের প্রাক্কলনের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য Manifold System-এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং ওয়ার্ড, কেবিন এবং জরুরি বিভাগে অক্সিজেন স্থাপনের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, বাবুবাজার, ঢাকায় করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিইউ প্রস্তুতকরণের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ৩টি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আইসিইউ মেরামতের প্রশাসনিক ও দরপত্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- নতুন ৫২টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এবং ৩১টি কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ১৮টি পুরাতন স্বাস্থ্য স্থাপনা/ভবন অপসারণে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ১টি ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ১টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)-এর স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় এবং ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ১টি শিশু হাসপাতাল এবং ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১১টি স্বাস্থ্য স্থাপনা/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- হেলথ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং উন্নয়ন বাজেটে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)-এর আওতায় টাঙ্গাইলের ১০টি উপজেলার হাসপাতাল কমপ্লেক্সে জরুরি মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের টিওএন্ডই'তে যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য-স্থাপনাসমূহে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ১৬৫ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর অআওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪২২টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে নিষ্পন্ন হয়েছে ৪০টি মামলা।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১০) প্রকল্প সংক্রান্ত :

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন MNC&AH অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত ম্যাটারন্যাল হেলথ (এমএইচ) কর্মসূচির আওতাধীন কর্মরত নন-গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য সৃষ্ট অস্থায়ী ১৩টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি) অপারেশনাল প্ল্যানের জনবল ১-১০ গ্রেডের ৮০ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।
- নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি) অপারশেনাল প্ল্যানের আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ১৪টি পদে জনবল নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সারাদেশে সর্বমোট ১৪,১২১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে [PPD (ভারত)-এর অর্থায়নে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকসহ]। JICA-এর অর্থায়নে নতুন ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ১০৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের পুনঃনির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ৭৫৫টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি এর আওতায় PFD অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে নির্মিত হবে। বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৪,০৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। চালু প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১,৭৩,৪০০ টাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন রোগের মোট ২৭ প্রকার ঔষধ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তিন প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

- ‘শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ’ সংবলিত শ্লোগান প্রকল্পের ডকুমেন্ট, চেকবহি ও দলিলে মুদ্রণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যানের ১৪,৮০৪টি আউটসোর্সিংয়ের পদ সংরক্ষণ এবং ৩৫৮টি পদে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(১১) অটিজম সেল সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 এ্যাকশন প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানসমুহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অটিজম ও এনডিডি সেল হতে এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি ও সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে।
- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর উপস্থিতিতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের ১টি এবং টেকনিক্যাল টাস্ক টিমের (টিটিটি) ২টি, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ ও নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে।
- অটিজম ও এনডিডি সেলের উদ্যোগে ঢাকাস্থ WHO সহায়তায় WHO কর্তৃক প্রকাশিত অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক প্রকাশনার নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে :
    - WHO–SEARO Resolution on Comprehensive and co-ordinated efforts for management of Autism Spectrum Disorders (ASD) and Developmental Disabilities;
    - UN Resolution 67-82 on Autism;
    - Dhaka Declarations on Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities, 2011;
    - SAAN Delhi Declarations.

(১২) বৈশ্বিক মহামারি করোনার তৃতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, সিডিসি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও নতুনভাবে বৈশ্বিক মহামারির তৃতীয় ওয়েভ দেখা দিয়েছে। ২০২১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে বাংলাদেশে আবার করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পায়। মাত্র এক মাসের মধ্যেই প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা সনাক্তের হার ২.৮৭ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.০২-এ এসে পৌঁছায়।
- সরকার এই তৃতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় পূর্বের সকল প্রস্তুতিসহ লকডউনের মত শক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনায় দ্রুততম সময়ে টিকা এনে জনসাধারণকে টিকার আওতায় আনার জন্য ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে দেশব্যাপী করোনা টিকা দেয়া শুরু হয়। এর ফলে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার কমতে শুরু করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই সময় প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার আবার ১০ এর নীচে নেমে আসে।

- সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, দিনাজপুর, খুলনা, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, ফেনি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, জয়পুরহাট, মৌলভিবাজার, জামালপুর, চট্টগ্রাম, নওগা, কক্সবাজার, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পঞ্চগড়, চাপাইনবাবগঞ্জ, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা ইত্যাদি জেলায় সংক্রমণের হার প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষায় ১২ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সরকার দ্রুত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে লকডাউনসহ রোগ নিরীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। এখনও পর্যন্ত ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪০টিই সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

(১৩) করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে 'National Preparedness and Response Plan (NPRP) for COVID-2019' প্রস্তুত করা হয় যা ৩০ জুলাই সংশোধন করে 'Bangladesh Preparedness and Response Plan (BPRP) তৈরি করা হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২টি সমুদ্রবন্দর, ২টি রেলওয়ে স্টেশন, এবং ২৩টি স্থলবন্দর দিয়ে এপর্যন্ত মোট ২৪,১৯,৪৭১ জন যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এর মধ্যে বিমানবন্দর দিয়ে ১৭,৮৬,৭২৪ জন, স্থলবন্দর দিয়ে ৫,৩২,৯৬৭ জন, সমুদ্রবন্দর দিয়ে ৯২,৭৫১ জন, এবং রেলওয়ে স্টেশন দিয়ে ৭,০২৯ জন।

(১৪) কোয়ারেন্টিন কার্যক্রম:

- ঢাকায় দুটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার চলমান আছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টিন সেন্টার প্রস্তুত আছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৮,৯৫,৭৯৯ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। এর মধ্যে হোম কোয়ারেন্টিন ৮,১৭,৬৮৭ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন ৭৮,০৬১ জন। মোট ৭,৯৫,০৯৬ জনকে কোয়ারেন্টিন সেন্টার হতে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে।
- মহামারি চলাকালীন ঝুঁকি মোকাবিলায় অপ্রয়োজনীয় জমায়েত, সভা, সেমিনার সীমিত রাখা, মসজিদ, মন্দির, বিবাহ, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং রাজনৈতিক সমাবেশ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
- করোনা সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকেই ব্যানার, লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিটাল ব্যানার, পেপার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কতৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এ পর্যন্ত মোট ১০টি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গণসচেতনতা মূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।

(১৫) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও আইসলেশন সেন্টার:

- কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলিতে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ১৫,৩৬৭টি শয্যা এবং ১,২৭৫টি আইসিইউ আছে ও চিকিৎসা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- বর্তমানে সারাদেশে মোট ১,৭০৪টি হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, ২৯,১৬৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ১,৮৬৬টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে সরবরাহ করা হবে।

- কোভিড-১৯ এর উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
- কোভিড-১৯ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেণ্ট গাইডলাইন হালনাগাদের লক্ষ্যে ৯ম সংস্করণের কাজ শেষ হয়েছে। কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উক্ত গাইডলাইন দেশের সকল হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে এবং গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ রোগী শনাক্তকরণের জন্য ট্রায়াজ পদ্ধতির গাইডলাইনের আলোকে হাসপাতালে চালু থাকা ট্রায়াজ পদ্ধতি জোরদার করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত টেলিমেডিসিন সেবাসমূহকে সমন্বয়সাধনপূর্বক হোম আইসোলেশন ও কোয়ারেণ্টিনে থাকা শনাক্তকৃত ও সন্দেহজনক রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত আছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক।
- এ পর্যন্ত মোট ২,৯০,৯১,৬৪৫ জন ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। হটলাইনসমূহ স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩, হটলাইন ৩৩৩, আইইডিসিআর ১০৬৫৫।

(১৬) ল্যাব সার্ভিস:

- সরকারি ভাবে ঢাকার মধ্যে ৯০টি এবং ঢাকার বাইরে ৪০টি সহ সর্বমোট ১৩০টি পরীক্ষাগারে প্রতিদিন কোভিড-১৯ এর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হচ্ছে। এসকল পরীক্ষাগারে দেশে এ পর্যন্ত ৬৭,২৬,৩৭১টি জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে ৬৬,৯৯৯ জন এবং ৪৪৭টি কোভিড-১৯ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট সেণ্টারের মাধ্যমে ৩,০৬,১০৯ জনসহ সর্বমোট ৭০,৯৯,৪৭৯ জনের কোভিড-১৯ টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে।

(১৭) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমান বন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইনস্পেক্টর ও পয়েণ্টস অফ এণ্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্সকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে করোনার ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেণ্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এ্যান্ড কণ্ট্রোল বিষয়ে ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩৯ বিসিএস-এর নবনিয়োগকৃত ২,০০০ ডাক্তার ও ৫,০০০ নার্সদের প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

(১৮) গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা:

- এ যাবত চলমান ও সম্পন্ন গবেষণার অন্তর্বতীকালীন ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করে বৈশ্বিক মহামারি নিয়ন্ত্রণে তা কাজে লাগাতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি গবেষণার অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং এদেশে বৈশ্বিক মহামারি নিয়ন্ত্রণে গবেষণার ফলাফল কাজে লাগানো হয়েছে।

(১৯) ঝুঁকি সংযোগ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণ:

- সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অংশীজন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় জাতীয় ঝুঁকি সংযোগ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য গঠিত কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।
- এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, খণ্ডকালীন নিয়োগ বা স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী গড়ে তোলা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা বার্তা, টিভিসি ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আরো জোরদার করা হচ্ছে।
- গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সাংবাদিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- গুজব ও ভুল তথ্য প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রমাণ ভিত্তিক তথ্যের সংকলন ও প্রচার নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ভুল প্রতিবেদন প্রকাশ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে।
- ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।
- ঝুঁকি সংযোগ ও জনসচেতনতামূলক বার্তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইইডিসিআর-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

(২০) সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি):

- কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল হাসপাতালে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) কমিটি তৎপর রয়েছে এবং উক্ত কমিটির নেতৃত্বে সকল কার্যক্রম চালু রাখা ও জোরদার করার উপর বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(২১) রোগ নজরদারি (সার্ভেল্যান্স), র‍্যাপিড রেসপন্স টিম, রোগী অনুসন্ধান এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং:

- সংজ্ঞা অনুযায়ী ও ঘটনাভিত্তিক সার্ভেল্যান্সের মাধ্যমে রোগীর অনুসন্ধান জোরদার করা হচ্ছে এবং ইনফ্লুয়েজা সার্ভেল্যান্স প্ল্যাটফর্ম (Influenza Like illness & Severe acute respiratory illness) ব্যবহার করে কোভিড -১৯ সার্ভেল্যান্সকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে।
- সারাদেশের সেন্টিনেল সাইটগুলোতে সক্রিয় সার্ভেল্যান্স (এ্যাকটিভ সার্ভেল্যান্স) জোরদার করা হয়েছে।
- কমিউনিটিতে এ্যাকটিভ কেস অনুসন্ধান, মৃত্যু সার্ভেল্যান্স এবং ঘটনা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স-এর ভিতর ঘাটতিসমূহ অনুসন্ধান করে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন, দুর্গম অঞ্চল, প্রান্তিক আর্থসামাজিক গোষ্ঠী এবং উচ্চ ঝুঁকি এলাকায় সক্রিয়ভাবে রোগী খুঁজে বের করার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং আরো জোরদার করা হয়েছে।

- ❖ র‍্যাপিড রেসপন্স টিমকে রোগ শনাক্তকরণ এবং ডিজিজ সার্ভেল্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের মাধ্যমে রোগী এবং গুচ্ছ তদন্ত (ক্লাস্টার ইনভেস্টিগেট) করার বিদ্যমান ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। প্রতি রোগীকে পৃথক করা এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করা এবং কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- ❖ কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য স্থানীয় সরকারের জনবল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করে তাদের মাধ্যমে রোগের উপসর্গ আছে এমন লোকসহ সকল ক্লোজ কন্টাক্টদের কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে নতুন রোগী খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং আরো জোরদার করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিভিল সার্জন ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কোভিড-১৯ নিশ্চিত রোগীদের আইসোলেশন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- ❖ কোভিড-১৯ সন্দেহজনক রোগী শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ১৬২৬৩, ১০৬৫৫ ও ৩৩৩ নম্বরের হটলাইন ২৪/৭ চালু রাখা হয়েছে।

(২২) পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহে কার্যক্রম ও সক্ষমতা জোরদারকরণের প্রস্তুতি:

- ❖ স্থল, নৌ এবং বিমান বন্দরসমূহে হেলথ স্ক্রিনিং কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য এসওপি, হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম এবং প্যাসেঞ্জার লোকেটর ফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সমূহে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম এবং হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের কার্যক্রম চালু আছে।
- ❖ লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিট্যাল ব্যানার ও ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে যাত্রীদের স্বাস্থ্য সতর্কতা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে এবং কোভিড-১৯ সন্দেহজনক ও নিশ্চিত রোগী শনাক্ত করার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রস্তুত করে দেশের সকল বন্দরে বিতরণ করা হয়।

(২৩) থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন:

- ❖ রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-এর আইএইচআর প্রোগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইওএম-এর সহযোগিতায় স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বন্দর সক্ষমতা অর্জনের কাজ চলমান আছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই টেকনাফ, আখাউড়া, বেনাপোল ও সোনা মসজিদ, হিলি ও দর্শনা স্থলবন্দরে এবং হজরত শাহজালাল, হজরত শাহ আমানত, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কক্সবাজার বিমান বন্দর, বেনাপোল ও ঢাকা রেল স্টেশনে ডিজিট্যাল থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

(২৪) হেলথ ডেস্ক/বুথ স্থাপন:

- ❖ আইওএম-এর সহযোগিতায় তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে হেলথ স্ক্রিনিং বুথ স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহেও হেলথ স্ক্রিনিং বুথ/ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। বিমানবন্দর, স্থলবন্দর এবং নৌবন্দরে স্থাপিত হেলথ ডেস্কগুলোর মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে বিদেশগামী ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষার সনদ যাচাই করা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা এবং থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষার মাধ্যমে বহির্গামী যাত্রীদের সুস্থতা পর্যালোচনা করে চেক-ইন কাউন্টারে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (সিডিসি) এবং আইওএম-এর সহযোগিতায় তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর, বেনাপোল স্থল বন্দরসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইনস্পেক্টর ও পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং স্ক্রিনিং-এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান থাকবে।

- ফ্লাইটসমূহের পাইলট, ক্রু, এয়ারলাইন্স অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহায়তায় বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের সংগৃহীত তথ্য, বিভাগ এবং জেলাওয়ারি আলাদা করে, বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং জেলাগুলিতে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।
- বিদেশ থেকে আগত কোন যাত্রী কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ ছাড়া আসলে আবশ্যিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন করা হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ ছাড়াও ভবিষ্যতে যে কোন মারাত্মক উদ্ভূত এবং নব-উদ্ভূত রোগের কারণে জরুরি আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিলে সেটি মোকাবিলায় আইএইচআর, ২০০৫-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতিকরণ এবং জরুরি প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থল, নৌ এবং বিমানবন্দরসমূহে এডিবি ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন করার বিষয়টি চলমান আছে।

(২৫) করোনা সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা:

- ভারত, নেপাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহ ০৮টি দেশের জন্য বিশেষ জরুরি কারণ ছাড়া বাংলাদেশে যাত্রী প্রবেশ এবং বাংলাদেশ হতে এসব দেশে গমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ১২টি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাংলাদেশে আসতে হলে তাদের পূর্ণ ডোজ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেয়া থাকতে হবে এবং তাদের আকাশযাত্রা শুরুর ৭২ ঘণ্টা বা তার কম সময় অবশিষ্ট থাকতেই নমুনা দিয়ে পিসিআর টেস্ট করিয়ে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে বোর্ডিং করতে হবে এবং বাংলাদেশে আসার পরেও সে সনদটি বিমানবন্দরে প্রদর্শন করতে হবে। যাত্রীদের কঠোরভাবে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।
- বিশ্বে অন্যান্য দেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাংলাদেশে আসতে হলে তাদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেয়া থাকুক বা না থাকুক, তাদেরকে আকাশযাত্রা শুরুর ৭২ ঘণ্টা বা তার কম সময় অবশিষ্ট থাকতেই নমুনা দিয়ে পিসিআর টেস্ট করিয়ে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে বোর্ডিং করতে হবে এবং বাংলাদেশে আসার পরেও সে সনদটি বিমানবন্দরে প্রদর্শন করতে হবে।
- বাংলাদেশে আসার পর কোন যাত্রীর মধ্যে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৪ দিনের আইসোলেশনে প্রেরণ করা হবে। কোভিড-১৯ এর লক্ষণ না থাকলে যাত্রীদের কঠোরভাবে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

(২৬) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর:

(ক) ইপিআই প্রোগ্রাম:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে ৯৬.০৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
- হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০ উপলক্ষ্যে ইপিআই প্রধান কার্যালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী ৩০ জন প্রশিক্ষককে ২০-২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২৫০ জন বিভিন্ন কর্মকর্তার এমআর ক্যাম্পেইন ফর ন্যাশনাল ট্রেইনিং অব ডিসট্রিক্ট লেভেল ট্রেনার বিষয়ক ২ দিনের অনলাইন প্রশিক্ষণ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- MRC implementation সংক্রান্ত দুদিনের এবং macro-plan reporting and online supervision-এর উপর একদিনের অনলাইন প্রশিক্ষণ ৪টি ব্যাচে ২৯২ জনকে দেয়া হয়েছে।
- National master Training of Trainers (TOT) for national level Trainers/facilitators of EPI HQ and WHO EPI DC. SIMO's and UNICEF Health Officers/consultants development partners (on site training) ব্যাচ ৪টি অংশগ্রহণকারী ২২৪ জন।
- Upazila, Municipality & City Corporation level training for 1st line supervisors and vaccinators.(14 days) ব্যাচ ৪,১৭৩টি অংশগ্রহণকারী ৮৩,৪৬০ জন।
- National TOT, District Orientation of doctors and Nurses on COVID-19 AEFI surveillance and AEFI case management for 10 district. ব্যাচ ২০টি অংশগ্রহণকারী ৫৫০ জন।
- Upazila level & City Corporation Orientation of doctors and Nurses on COVID-19 AEFI surveillance and AEFI case management for 484 Upazilas ব্যাচ ৫৩২টি অংশগ্রহণকারী ১০,৬৪০ জন।
- Workshop with City Corporation and Municipality Stakeholders to share and finalize urban immunization activities based on approved urban immunization Strategy. ব্যাচ ৪টি অংশগ্রহণকারী ৪০ জন।
- COVID-19, Sinopharm vaccine training (Online) ব্যাচ ৪টি অংশগ্রহণকারী ৪০ জন।

(খ) এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম:

- ৪৫৮ জন চিকিৎসক, নার্স ও মাঠকর্মীদের সমন্বিত নবজাতক সেবা প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫৮৯ জন চিকিৎসক ও নার্সদের ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC)-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৭৭৫ জন চিকিৎসক এবং নার্সদের ETAT-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ম্যানেজারদের NNHP Tool Kit-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬,৮৩৫ জন Doctor, SACMO, Field Staff -দের Revised IMCI Protocol-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬২৬ জন ডাক্তার ও নার্সদেরকে HBB-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রাম:

- ডিএসএফ কার্যক্রমভুক্ত ৫৫ উপজেলায় জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৮১,৫০৩ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে।
- ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল সিএসবিএ যথারীতি মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন অপারেশনাল প্ল্যানে নতুন সিএসবিএ (৬ মাস ব্যাপী) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ২০২১ প্রথম বারের মত প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসবের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

- বর্তমানে দেশে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৬ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ১০৫ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)-এ নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে (এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী)।

(ঘ) এ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম:

- জেলা পর্যায়ের এ্যাডোলসেন্ট হেলথ-এর উপর মাধ্যমিক শিক্ষকদের ও পিয়ার গ্রুপের ৯৫টি ব্যাচে ২,৮৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- হেলথ সার্ভিস প্রোপাইটর (ডাক্তার, নার্স ও SACMO) দের এবং বেসিক হেলথ ওয়াকার্সদের (এইচআই, এএইচআই, এইচএ ও এফডব্লিউএ) বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ্যাডোলসেন্ট হেলথ-এর উপর এ্যাডোলসেন্ট পিয়ার গ্রুপের ৭৮টি ব্যাচে ২,৩৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং-এর উপর ফেনী জেলায় বেসিক হেলথ ওয়ার্কাস ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬টি ব্যাচে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ্যাডোলসেন্ট নিউট্রিশনের উপর ফেনী জেলায় বেসিক হেলথ ওয়ার্কাস ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬টি ব্যাচে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং নিউট্রিশনের উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ম্যানেজারদের ২টি ব্যাচে ৪৬ জনকে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে TOT প্রশিক্ষণ ২টি ব্যাচে ৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- গেটকিপারদের (চেয়ারম্যান,মেম্বার ও ইমাম ও কমিনিটি লিডারদের) এ্যাডোলেসেন্ট হেলথের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) স্কুল হেলথ:

- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর স্বাস্থ্যশিক্ষা ম্যানেজারদের ৭১টি ব্যাচে ২,১৩০ জনকে TOT এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর ১টি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০ জন স্কুল হেলথ মেডিকেল অফিসার ও ইউএসএফপিওদের সমন্বয়ে ১টি ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

(চ) কমিউনিকেবল ডিজেজ কন্ট্রোল:

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আইএইচআর, হেপাটাইটিস, ইনফেকশন প্রিভেনশন এবং কন্ট্রোল ইত্যাদি বিষয়ক মাঠপর্যায় ও অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহায়তায় আইএইচআর প্রোগ্রাম, সিডিসির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থল বন্দরসমূহে ডিজিজ সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম শুরু এবং চলমান রয়েছে।
- আগত যাত্রীদের তথ্য হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি করে কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য আইইডিসিআর, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।
- বিভিন্ন দেশ সমূহ হতে আগত যাত্রীদের মধ্যে করোনা রোগী/ক্লোজ কন্টাক্ট-এর তথ্য আইএইচআর-২০০৫ এর আর্টিকেল ৪৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের আইএইচআর ফোকাল পয়েন্টদের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

- আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি, ২০০৫ (IHR-2005), আর্টিকেল ৪৪ এর 'COLLABORATION AND ASSISTANCE' চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত বাংলাদেশি কোভিড আক্রান্তের এবং ক্লোজ কণ্টাক্ট সংক্রান্ত তথ্য কণ্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য আইইডিসিআর-এ পাঠানো হচ্ছে।
- ৮৬৮ জন মেডিক্যাল অফিসার, পরিসংখ্যানবিদ ও এমটিদের কোভিড-১৯ র‍্যাপিড এন্টিজেন পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্তব্যরত ১৭৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২৪০ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্যানিটারি পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী ও কম্যুনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, ইনফেকশন কণ্ট্রোল, ল্যাব ডায়াগনোসিস ও রিস্ক কম্যুনিকেশনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি, ২০০৫ অনুযায়ী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৪০০ গজ পরিধি ব্যাপী ক্ষতিকর ভেক্টরমুক্ত রাখার জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৪ দিনব্যাপী কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমান বন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ফ্লাইটসমূহের পাইলট, ক্রু, এয়ারলাইন্স অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আইএইচআর প্রোগ্রামের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সার্ভেল্যান্স ও স্ক্রিনিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় জেলার পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহে প্যাসেঞ্জার স্ক্রিনিং এবং প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- করোনায় মৃতব্যক্তির মৃতদেহ নিরাপদ ভাবে দাফন/সৎকার/ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সম্বন্ধে ৬৪টি জেলার প্রায় ২,৫০০ ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ চলমান আছে।
- সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির প্রায় ১,০০০ জন স্টাফকে ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কণ্ট্রোল-এর উপর ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।
- ৭ জুন ২০২০ তারিখে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম-এর সকল সদস্যদের করোনা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পয়েন্টস অফ এন্ট্রিতে 'কোভিড-১৯ প্যাসেঞ্জার স্ক্রিনিং ও এয়ারক্রাফটের ভিতর সাস্পেক্টেড কোভিড-১৯ কেস' এর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সম্বন্ধে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২টি সমুদ্র বন্দর, ২টি রেলওয়ে স্টেশন, এবং ২৩টি স্থলবন্দর দিয়ে এ পর্যন্ত মোট ২৩,১৮,৮৩২ জন যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।
- ঢাকায় তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার চলমান আছে। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টিন সেন্টার প্রস্তুত আছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৭,৯৪,৪০৩ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে।

- করোনা সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকেই ব্যানার, লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিটাল ব্যানার, পেপার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০টি করোনা সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়।
- কোভিড-১৯ মহামারির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে রয়েছে।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আইএইচআর প্রোগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইওএম-এর সহযোগিতায় স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সরজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বন্দর সক্ষমতা অর্জনের কাজ চলমান আছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই টেকনাফ, আখাউড়া, বেনাপোল ও সোনা মসজিদ, হিলি ও দর্শনা স্থল স্থলবন্দরে এবং হজরত শাহজালাল, হজরত শাহ আমানত, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার বিমানবন্দর, বেনাপোল ও ঢাকা রেল স্টেশনে ডিজিট্যাল থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।
- ফ্লাইটসমূহের পাইলট, ক্রু, এয়ারলাইন্স অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) লাইফস্টাইল এবং হেলথ এডুকেশন ও প্রমোশন

স্বাস্থ্য শিক্ষা সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৯টি সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্য়ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লীগীতি/নাটক, মোটরসাইকেল ও গাড়ী বিভিন্ন প্রকার শোভাযাত্রা টিভিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। জ্যাকেট ফোল্ডার, বুকলেট, লিফলেট ও কাপড়ের মাস্ক প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশের ৮টি বিভাগ ও ৬৪ জেলায় এলইডি তথ্য বোর্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- রাস্তা, ফুটপাত, উন্মুক্ত স্থানের খাদ্য পরিহারে দেশব্যাপী পল্লীগীতি/নাটক, গাড়ী শোভাযাত্রা ও টিভিসি প্রস্তুতকরত সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে বিভিন্ন টিভিসি প্রস্তুত করে টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
- নবজাতক জন্মের সময়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে টিভিসি, লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ও টি শার্ট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- হেপাটাইটিস বি, ক্যান্সার এবং পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে টিভিসি, লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ওটি শার্ট প্রস্তুত, প্রচার ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে ওয়ার্কশপ আয়োজন, বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট, জ্যাকে ফোল্ডার, বুকলেট ও টি শার্ট, ফেস্টুন প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- চিনি ও লবণ গ্রহণের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমে প্রচার, বিলবোর্ড স্থাপন, টিভিসি, লিফলেট, জ্যাকে ফোল্ডার, বুকলেট ও টি শার্ট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

ডকুমেন্টারি প্রস্তুত:

- শহর, গ্রামাঞ্চল এবং দুর্গম অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে রেফারেল সংক্রান্ত জ্ঞান উন্নয়নে লাইফস্টাইল, হেলথ্ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন কার্যক্রমের উপর ইংরেজি ও বাংলায় প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রিমোট অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সংক্রান্ত ইংরেজী ও বাংলায় প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ৮ মিনিটের একটি টিভি ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক মুদ্রিত উপকরণ:

- ডায়রিয়া লিফলেট ১,০০,০০০ পিস, ডেঙ্গু লিফলেট ১,০০,০০০ পিস, চিকুনগুনিয়া লিফলেট ৫০,০০০ পিস, সর্প দংশন লিফলেট ৫০,০০০ পিস, করোনা লিফলেট ১,০০,০০০ পিস, কোভিড টেস্ট ফরম ৬০,০০০ পিস, কোভিড টেস্ট ১৯ লিফলেট ১,০০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ পোস্টার ১,০০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ পোস্টার ১,০০,০০০ পিস, নিপাহ লিফলেট ১,০০,০০০ পিস, মুজিববর্ষ পোস্টার ২০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন বিষয়ক পোস্টার ৭০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ পোস্টার ৭৫,০০০ পিস এবং কোভিড টেস্ট ফরম ৫০,০০০ পিস।

স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও লং ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার:

- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে লং ব্যানার ৫টি, গেট ব্যানার ২০টি, ফুটওভার ব্রিজ ব্যানার ৪টি, রোড সাইড ব্যানার ৫০টি, স্ট্যান্ড ব্যানার ৫০টি, প্লে কার্ড ৫০টি, ফেস্টুন ২০০টি তৈরি এবং ১টি স্টেজ সজ্জিত করা হয়েছে।
- ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লং ব্যানার ২টি ও গেট ব্যানার ২টি তৈরি করা হয়েছে।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২টি ব্যানার তৈরি করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে লং ব্যানার ২টি, ফেস্টুন ৫০টি তৈরি করা হয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফুটওভার ব্রিজ ব্যানার ২০টি, লং ব্যানার ৬টি, ফেস্টুন ২২৫টি তৈরি করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ফুটওভার ব্রিজ ব্যানার ২৩টি, লং ব্যানার ৬টি, ফেস্টুন ২২৫টি তৈরি করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার:

- 'সারাদেশে বর্তমানে ৮৩টি প্রতিষ্ঠানে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। জ্বর-কাশি হলে অথবা করোনা শনাক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে সরকারি/নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনষ্টিকস/বুথে পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রদান করুন'।
- 'বন্যা, কোভিড-১৯ এর দুঃসময় পেরিয়ে আবার জেগে উঠবে বাংলাদেশ। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।' জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার।
- '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে ঘাতকের বুলেটে জতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের শহীদ সকল সদস্যের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সকল সদস্যের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা' সংক্রান্ত তথ্য প্রচার।

- ‘মাস্ক ব্যবহার করোনা প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার। যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট আছে, তারা করোনা আক্রান্ত হলে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন’।
- করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বার্তা বিষয়ক ইনফোগ্রাফিক্স টিভি স্পট (৩০ সেকেন্ড) প্রচার।
- ‘করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি হাসপাতালের আইসিইউ এবং সাধারণ শয্যা বিষয়ে তথ্য পেতে ফোন করুন: ০১৩১৩৭৯১১৩৮, ০১৩১৩৭৯১১৩৯, ০১৩১৩৭৯১১৪০ নম্বরে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন’।
- ‘করোনা প্রতিরোধে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। যারা পূর্ব থেকেই দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত তারাসহ বয়োজ্যেষ্ঠদের করোনা পজিটিভ হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হোন’।

অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

- USAID উজ্জীবন-এর কারিগরি সহযোগিতায় ডিজিটাল আর্কাইভে বিভিন্ন প্রকার SBCC উপকরণ (পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট টিভিসি, ডকুমেন্টারি) আপলোড করা হয়েছে।
- মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য উজ্জীবনের সহযোগিতায় মাঠপর্যায়ে এবং কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যোগাযোগ এবং কাউন্সেলিং-এর উপর একটি উজ্জীবনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কারিক্যুলাম করা হয়েছে যা আগামীতে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরে ভূমিকা রাখবে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য বা ই-হেলথ:

- জাতীয় পর্যায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের ট্যাবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- অনলাইন ডেটাবেজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল, সকল সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার ১৬২৬৩ চালু করা হয়েছে। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটের মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা/সপ্তাহের ৭ দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১টি সমন্বয় কেন্দ্রসহ ৯৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়সমূহ, সকল জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সকল মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

- হেল্থ সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং (এইচএসএস) নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডের দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতি বছর এ বিষয়ে হেলথ মিনিস্টারস পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সকল বিশেষায়িত হাসপাতালে আংগুলের ছাপ শনাক্তকারী রিমোট ইলেকট্রনিক্স অফিস এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেকট্রনিক তথ্য ভান্ডার, দেশ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্য ভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্য্য ভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফট্ওয়্যার চালু, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য DHIS2 সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারিকালীন ডিজিটাল হেলথ-এর সাহায্যে প্রতিটি সন্দেহজনক ব্যক্তির পরীক্ষার ফলাফল স্বল্পতম সময়ে অনলাইনে দেয়াসহ বিদেশগামী যাত্রীদেরও ফলাফল অনলাইনে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশনে সেগুলি পরীক্ষা করে যাত্রীদের বিদেশযাত্রা নিশ্চিত করছে।
- কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীদের ফলাফলের ভিত্তিতে কণ্ট্যাক্ট ট্রেসিং এবং রোগীদের টেলিমিডিসিন সেবা প্রদানসহ নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। ই-হেলথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকগণ সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিস্টিক ও হাসপাতালের আইসিইউ বেডসহ অন্যান্য বেড ব্যবস্থাপনা এ ই-হেলথ সিস্টেমের মাধ্যমে সফলভাবে করা হচ্ছে।
- বর্তমানে ৫০টি হাসপাতালে OpenMRS^{+} সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে হাসপাতাল অটোমেশন কার্যক্রম চলমান আছে এবং আরও ৫০টি হাসপাতালে সম্প্রসারণের কাজ চলছে।
- সরকারি-বেসরকারি সকল মেডিকেল ও ডেণ্টাল কলেজে সরকারি আওতাধীন এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইল ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে এবং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেণ্টে ব্যবহার হচ্ছে।
- সকল তথ্য একটি জায়গা থেকে দেখার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড চালু করা হয়েছে। এ ড্যাশবোর্ড পরিচালনার জন্য Tableau নামে একটি Business Intelligent (BI) টুলস্ ব্যবহার করা হচ্ছে।
- জাতীয় ই-হেল্থ পলিসি এবং ই-হেল্থ স্ট্রাটেজি তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(২৭) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর:

আমদানির লক্ষ্যে NOC প্রদান:

- ১১৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৯৯,৫৩,৪৫৩ পিস আরটিপিসিআর কিট; ১৪২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৫৩,২১,১০৫ পিস মাস্ক; ২১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৮,২৯,৭০০ পিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার; ২৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০,২২,২০০ পিস গ্লাভস; ১৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৭,১১,৫০০ পিস পিপিই ; ৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২,৪৬,৬৪৩ পিস গগলস; ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৬৮,৭২৮ পিস ফেসশিল্ড; ১১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩,৭৪,২০০ পিস সু-কভার; ১৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,২২৯ পিস ভেণ্টিলেটর এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫,০০০ পিস ডেডবডি কেরিয়ার ব্যাগ আমদানির লক্ষ্যে NOC প্রদান করা হয়েছে।

উৎপাদনের অনুমতি প্রদান:

- ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার; মোট ৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে মাস্ক; মোট ১০৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে পিপিই এবং মোট ৮৬৭টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

উৎপাদন লাইসেন্স নবায়ন ও বাতিল:

- মোট ২৮০টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। মোট ২৫টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটোকল এর অনুমোদন করা হয়েছে। মোট ২৮টি নতুন ঔষধ শিল্প প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।
- মোট ১৯টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। মোট ৪৭টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হয়েছে।

ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন:

- মোট ১৪,৬৬৩টি ফার্মেসির অনুকূলে নতুন খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। মোট ৩২,৮৯৮টি ফার্মেসির ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম:

- মোট ৩৬,৪৪১টি ফার্মেসি পরিদর্শন করা হয়েছে।
- মোট ১,৭১৫টি মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের করে মোট ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ ঔষধ জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।
- ঔষধ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়েরের সংখ্যা ৯২টি এবং ড্রাগ কোর্টে মামলা দায়েরের সংখ্যা ১৩টি।
- ঔষধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য মোট ৪,৬৫৯টি ঔষধের নমুনা উত্তোলন করা হয়েছে এবং মোট ৩,৩৫০টি ঔষধের নমুনার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে মোট ২,৭০৩টি ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- আমদানির জন্য মোট ১,০১৮টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- ঔষধ রপ্তানির জন্য মোট ১০,২১০টি সিপিপি/এফএসসি/ফরম ১০ এ/জিএমপি সনদ ইস্যু করা হয়েছে।
- মোট ৭,৬৫১টি ব্লকলিস্ট অনুমোদন করা হয়েছে।
- মোট ১,৪৪৭টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইসের ইনডেন্ট/প্রোফরমা ইনভয়েস অনুমোদন করা হয়েছে।

(২৮) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর:

- ২০১৬, ২০১৮ ও ২০২০ সালে নিয়োগকৃত ১৯,৭৬৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৯১০ জনকে অপারেশন প্ল্যানের আওতায় ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় এ পর্যন্ত যে সকল সিনিয়র স্টাফ নার্সগণ চাকরিতে যোগদান করেছেন তাদের চাকুরিতে স্থায়ী করা হচ্ছে।

- ১৯৮০-৮৬ সাল পর্যন্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সের মধ্যে ২৮ জুলাই ২০১৯ সালে ১১ জন ও ২৩ মার্চ ২০২০ সালে দুই ধাপে মোট ৭৯ জন সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা অনুসারে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০ মে ২০২১ সালে মিডওয়াইফ পদে ১,৪০১ জন মিডওয়াইফকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- নতুন ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভা করা হচ্ছে।
- ৬ জুলাই ২০২০ নুতন নিজস্ব ভবনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর স্থানান্তর ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(২৯) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:

- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধদিপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে পিএফডি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বরাদ্দ ১,৫৩৭.৪৮ কোটি টাকা বাজেটের বিপরীতে ১,৪৬৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করছে। অর্জিত অগ্রগতি ৯৫.৫০ শতাংশ।
- গোপালগঞ্জের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন কাজ, সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- করোনা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুড়ে যাওয়া আইসিইউ ইউনিট মেরামত ও সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হয়েছে।
- করোনা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাখালীস্থ ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালের অবশিষ্ট অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকার মিরপুরস্থ লালকুঠি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালে সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কুমিল্লা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, রাজবাড়ী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, লালমনিরহাট, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, বান্দারবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস সরবরাহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- নাটোরের বড়াইগ্রাম, কুমিল্লার তিতাস, মেঘনা, বুড়িচং, সিলেটের দক্ষিণ সুরমা, সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার, সালনা, বিশ্বম্ভরপুর, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, বান্দরবানের থানচি, বগুড়ার নন্দীগ্রাম, পিরোজপুর ইন্দুরকানি, হবিগঞ্জের লাখাই, রাঙ্গামাটির কাউখালি ও কক্সবাজারের রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ভোলার চরফ্যাসন, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি, মোকসুদপুর, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০/৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, নাটোরের নলডাঙ্গা, ময়মনসিংহের তারাকান্দা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিমার্ণ করা হয়েছে।
- চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ, নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ, রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি, রাজশাহীর তানোরে পুরাতন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

- গাজীপুরের তালিয়া (নাগরি), কালিগঞ্জ, পিরোজপুরের টিয়ারখালী এবং বগুড়ার আদমদিঘী (শান্তাহার) উপজেলায় ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।
- সিরাজগঞ্জ সদর ও চট্টগ্রামের কাচারি রোড, হাটহাজারীতে ট্রমা সেণ্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
- ওপি-এর আওতায় ১২৭টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৬২টি পুরাতন কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণকাজ করা হয়েছে। ১১৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নব রূপায়ন ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সর্বমোট কাজ ২১২টি কাজে ব্যয় হয়েছে ১,৩৬,৪৮৯.৪১ লক্ষ টাকা।

(৩০) গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং):

- গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং) পিএফডি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮১,৭৫২ কোটি টাকার বাজেটের বিপরীতে ৮১,৬২৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অর্জিত অগ্রগতি ৯৯.৮৪ শতাংশ।
- রংপুর, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন অফিস নির্মাণ ২১টি প্রকল্প; ডিপিপির আওতায় ১৭টি প্রকল্পের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ৬১৫.৫০ কোটি টাকা বাজেটের বিপরীতে ৪২০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অগ্রগতির ৬৮ শতাংশ।
- সিরাজগঞ্জের এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ বেডের হাসপাতালের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মানিকগঞ্জের কর্ণেল আব্দুল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমাপ্ত হয়েছে। টাঙ্গাইলের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ২৫০ বেড থেকে ৫০০ বেডে উন্নীত করা হয়েছে। জামপালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(৩১) নিমিউ এন্ড টিসির সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- নিমিউ ও ডিমিউ কর্তৃক ৪,৮১৮টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়েছে।
- ১২টি হাসপাতালে অক্সিজেন আউটলেট ৩,৪৪৪টি, ভ্যাকুয়াম আউটলেট ২,৭৭৯টি, এয়ার আউটলেট ৫৭৭টি এবং ৩৩৫টি নাইট্রাস আউটলেট স্থাপন করা হয়েছে।
- ২৮টি হাসপাতালে মেডিকেল অক্সিজেন VIE ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ২০৫টি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা (HFNC) সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে।

৫৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(১) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর:

- সেবা গ্রহণকারী মোট সক্ষম দম্পতি ২,৭৭,৩৫,১৫৩জন; খাবার বড়ি গ্রহণকারী ১,০৫,৪৮,৫৪৬ জন; কনডম গ্রহণকারী ২০,৫৫,১৬৭ জন; ইনজেকশন গ্রহণকারী ৪২,২৬,৭৫৮ জন; আইইউডি গ্রহণকারী ৬৩,৫৭৭ জন; ইমপ্লান্ট গ্রহণকারী ২,৪১,১৬৩ জন; স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী পুরুষ ১১,৬৬৫ জন; স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী মহিলা ৬৯,৯৫৮ জন; গর্ভকালীন সেবা ২১,৩৩,৬৭৪ জন; প্রসবসেবা ১,৭৮,১৭৪ জন; প্রসব পরবর্তী সেবা ৯,৪০, ৯৩৬ জন; কিশোর-কিশোরী সেবা (রক্তস্বল্পতা রোধে আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ) ৮৫,৯১,০৯১ জন; কিশোর কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে কাউন্সেলিং ১৪,১৫,৪৪৭ জন; ৮০টি সেবাকেন্দ্রে 'ব্রেস্টফিডিং কর্নার' এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার স্থাপন ২০০টি।

জন্ম নিয়ন্ত্রণসামগ্রী ও ঔষধসামগ্রী ক্রয়:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে জিওবি রাজস্ব, জিওবি উন্নয়ন এবং আরপিএ খাতে মোট ৮৯২ কোটি ৬৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও 'এমএসআর' ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য প্রচার কার্যক্রম:

- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন; পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন; অডিও-ভিজুয়াল ভ্যান দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন, কোভিড-১৯ বিষয়ক ৬,৫১৩টি প্রচারণামূলক কার্যক্রম।
- বাংলাদেশে বেতারে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ৪,৫৪৮টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার; বাংলাদেশে টেলিভিশন-এর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ২৬৪টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩২৩টি বিজ্ঞাপন ৩০টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রকার আইইসি উপকরণ (লিফলেট, বুকলেট, পকেট বুক, ব্রোশিউর ইত্যাদি) সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ২০২০ উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

- দেশব্যাপী বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে বিতরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কিশোর-কিশোরী কর্নারে বিভিন্ন আইইসি উপকরণ (লিফলেট, ব্রোশিউর, পকেট বুক, ইনফো কিট, ইত্যাদি) প্রিন্টিং ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রচারের লক্ষ্যে ১০৭টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেণ্টার ১৬৭৬৭ নম্বর হতে সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

- ❖ কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন ১/২ মিনিটের ১৩,০০৫ বার প্রচার করা হয়েছে; কোভিডকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'কানেক্টিং বাংলাদেশের' মাধ্যমে এটিএন নিউজ চ্যানেলে ৫০টি পর্ব প্রচার করা হয়েছে।

দুর্গম এলাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ:

- ❖ দুর্গম ও কম অগ্রগতিসম্পন্ন এবং মাঠকর্মী নেই এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধির জন্য ৯৩৭ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৪,৪২৫ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রম:

- ❖ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি জেলার এমআইএস কার্যক্রম 'পেপারলেস' ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৬টি জেলা পেপারলেস করা হয়েছে। আরও ১৪টি জেলার এমআইএস কার্যক্রম পেপারলেস করা হবে।

কক্সবাজার জেলায় FDMNs ক্যাম্পে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ:

- ❖ খাবার বড়ি বিতরণ ১,২৩,৭৩৯ সাইকেল; কনডম ১৫,৩৫৩ পিস; ইনজেকশন ৫৬,৫২০ ভায়াল; আইইউডি গ্রহণকারী ১,২৪০টি; ইমপ্লান্ট গ্রহণকারী ২,৪৮৫টি; গর্ভকালীন সেবা ১,৭৪,৭৮৪ জন; প্রসব সেবা ৯,৪২৬ জন; প্রসব পরবর্তী সেবা ৩৫,৩০০ জন; সাধারণ রোগী সেবার সংখ্যা ১১,৩৪,৬৬৩ জন এবং শিশু সেবা ৪,৪৭,৫৫৩ জন।

ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-ক্যাম্পে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ:

- ❖ মোট ৩,২৪৯ জন রেজিস্ট্রেশনকৃত দম্পতি সেবা গ্রহণ করেছেন; খাবার বড়ি ১,০২৯ জন; কনডম ৬৯ জন; ইনজেকশন ১,৩৬৪ জন; আইইউডি ৫ জন; ইমপ্লান্ট ৬৬ জন; গর্ভবতী সেবা ১,১০৯ জন; গর্ভোত্তর সেবা ১৩১ জন; প্রসব সেবা ৮ জন; শিশু সেবা ৭৭৯ জন; সাধারণ রোগী এবং সাধারণ রোগী ২,৮৯২ জন।

সুপারিশ

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক এবং মন্ত্রিসভা কমিটির বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) করোনা সংকট মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নের পর আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাবের উপর একটি গবেষণা বা স্টাডি পরিচালনা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো সংকটে উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

(৩) করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে পাঠ গ্রহণে কোন সমস্যা বা Knowledge Gap-এর সৃষ্টি না হয়।

(৪) নতুন নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানসহ বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে। বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন প্রশিক্ষণ কারিক্যুলাম প্রস্তুত, বিদ্যমান কারিক্যুলাম যুগোপযোগীকরণ এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে সার্টিফায়েড দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে হবে। বিদেশে কর্মরত দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের তথ্য সংক্রান্ত একটি ডেটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে।

(৫) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে দেশ ও নতুন প্রজন্ম দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

(৬) আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৭) এলডিসি হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে।

(৮) প্রকল্পের ডিজাইন, এস্টিমেট এবং ডিপিপি প্রস্তুতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে। অর্থবছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এডিপি বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শ্রম বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কূটনৈতিক কার্যক্রম আরও বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(১০) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি সুশাসনের টুলস (Tools) যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সচেষ্ট হবে এবং সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে।

(১১) করোনা পরবর্তী দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা দ্রুত নিরূপণ করতে হবে এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তনে সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। উপকারভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি দূর করার জন্য কেন্দ্রিয় ডেটাবেজ দ্রুত তৈরি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

(১২) করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনে জনগণকে আরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং করোনা সম্পূর্ণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(১৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার ব্যবস্থায় কঠোর মনিটরিং করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ই-বাণিজ্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে হবে।

(১৪) দেশের মোট রাজস্ব আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আয়কর প্রদান এবং রিটার্ন দাখিলে জটিলতা নিরসন করতে হবে।

(১৫) দেশে বিদ্যমান স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

(১৬) দেশে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিতের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সকল সরকারি সেবা প্রদান কার্যক্রম অধিকতর ব্যবসা-বান্ধব ও জটিলতামুক্ত করতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সচেষ্ট এবং উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সরকারি সেবা প্রদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

(১৭) উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে শূন্যপদসমূহ দ্রুত পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৮) রপ্তানিতে শুধু গার্মেন্টস শিল্পের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজারের নতুন নতুন ক্ষেত্র সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট-ক

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১.	মিরপুর ৬ নং সেকশনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
	২.	ঢাকার মালিবাগে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ;
	৩.	ঢাকাস্থ মতিঝিল সরকারি কলোনিতে (হাসপাতাল জোন স্টোর কম্পাউন্ড) বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
	৪.	আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়);
	৫.	মাদারীপুরে সরকারি অফিসের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ;
	৬.	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের আধুনিকায়ন;
	৭.	তেজগাঁও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ;
	৮.	Preparation of Development Plan for Kushtia Sadar Upazila;
	৯.	হাতিরঝিলের পানি পরিশোধন প্রকল্প;
	১০.	ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় কমিউনিটি সেন্টার কাম অফিস স্পেস নির্মাণ প্রকল্প;
	১১.	রাজশাহী জেলার তেরখাদিয়ায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প;
	১২.	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদাভাই উপশহর কমার্শিয়াল ও আবাসিক জোন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়);
	১৩.	কেডিএ রেস্ট হাউজ নির্মাণ;
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৪.	ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প;
	১৫.	কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক)-এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত);
	১৬.	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি জরিপ প্রকল্প;
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭.	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়);
	১৮.	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প;
	১৯.	২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প;
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত);
অর্থবিভাগ	২১.	Establishment of Public Financial Management System Project;
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২২.	ইনমাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
	২৩.	মোংলা বন্দরে স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারের মানবসম্পদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	২৪.	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের সমীক্ষা;
	২৫.	বাংলাদেশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমানবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি সমীক্ষা;
	২৬.	ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
	২৭.	বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএম-এ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৮.	মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ;
	২৯.	উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন;
	৩০.	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের ২০তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেজমেণ্টসহ ১০তলা (সংশোধিত ২০ তলা) প্রধান কার্যালয় নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	৩১.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত);
	৩২.	Support to Capacity Building of Bangladesh Economic Zone Authority (2nd Amendment);
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩৩.	ঢাকা শহরে ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ;
	৩৪.	টেলিযোগাযোগ খাতে 3G প্রযুক্তি চালুকরণ এবং বিদ্যমান 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়);
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৫.	ই-বাণিজ্য গড়ব, লিগ্যাল ব্যবসা করব;
	৩৬.	Feasibility Studies of Competitiveness and Growth Product Diversified Fruit Product;
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৭.	কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন;
	৩৮.	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (সংশোধিত), বরিশাল;
	৩৯.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত);
	৪০.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি;
	৪১.	Support for Preparation of Dhaka University Master Plan and Feasibility Study;
	৪২.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি;
	৪৩.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
	৪৪.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
	৪৫.	Molecular Epidemiology of Mycobacterium Bodies Induction in Animals and Man in Bangladesh;
	৪৬.	Molecular characterization and Identification of important zoonotic and infectious disease of livestock and poultry in Bangladesh;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৪৭.	Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B);
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪৮.	Reaching Out of School Children (ROSC) Project (2nd Phase);
	৪৯.	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান (৩য় পর্যায়);
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৫০.	রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	৫১.	বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ;
	৫২.	দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত);
	৫৩.	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত);
	৫৪.	Establishment of Institute of Livestock Science and Technology Project (1st Amendment);
	৫৫.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি পরিষেবাসমুহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন আবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
	৫৬.	ডেইরি উন্নয়ন গবেষণা (১ম সংশোধিত);
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৭.	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গোর উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়);
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫৮.	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (২য় সংশোধিত);
	৫৯.	শেখ রেহেনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন (২য় সংশোধিত);
	৬০.	ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত);
	৬১.	ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর স্থাপন (২য় সংশোধিত);
	৬২.	Establishment of Three Handloom Service Centre's Different Loom Intensive Area (2nd Amendment)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৬৩.	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
	৬৪.	Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina Youth Centre;
	৬৫.	Technology Empowerment Centre on Wheels for Underprivileged Rural Young People of Bangladesh (TECUYB);
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৬.	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-গাছকুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৬৭.	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	৬৮.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৬৯.	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;
	৭০.	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবেরচর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প;
	৭১.	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রিজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৭২.	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত);
	৭৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৭৪.	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গলমোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প;
	৭৫.	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প;
	৭৬.	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৭৭.	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	৭৮.	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৭৯.	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	৮০.	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮১.	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮২.	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮৩.	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮৪.	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮৫.	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্বইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮৬.	বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	৮৭.	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৮৮.	বাগেরহাটজেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প;
	৮৯.	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৯০.	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প;
	৯১.	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত);
	৯২.	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৯৩.	Flood and River bank Erosion Risk Management Investment Program (Tranche-1) (২য় সংশোধিত);
	৯৪.	সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প;
	৯৫.	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদীসহ) প্রকল্প;
	৯৬.	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on 'Dhaka Circular Route: Eastern Bypass' Project;
	৯৭.	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with Development & Protection of it's both Banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District;
	৯৮.	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District;
	৯৯.	পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প;
	১০০.	নীতি ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা;
	১০১.	ব্যাম্বো ব্যান্ডলিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙন রোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প;
	১০২.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত);
কৃষি মন্ত্রণালয়	১০৩.	ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প [ডিএই অঙ্গ] (২য় সংশোধিত);
	১০৪.	ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকসেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (১ম সংশোধিত);
	১০৫.	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ-২য় পর্যায় (আইএফএমসি-২);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	১০৬.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প;
	১০৭.	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদনে জোনের চুক্তিবদ্ধ, চাষী পুনর্বাসন- এর বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সবিধা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প;
	১০৮.	ডাবল লিফটিং-এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত);
	১০৯.	ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়);
	১১০.	উদ্যান তাত্ত্বিক ফসল গবেষণা এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার প্রকল্প;
	১১১.	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প;
	১১২.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	১১৩.	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	১১৪.	বিজেআরআই-এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার (জেটিপিডিসি)-এর গবেষণা জোরদারকরণ;
	১১৫.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত);
	১১৬.	বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত);
	১১৭.	রাজশাহী বিভাগের বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	১১৮.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত);
ভূমি মন্ত্রণালয়	১১৯.	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
খাদ্য মন্ত্রণালয়	১২০.	১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ;
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১২১.	Second Small and Medium Sized Enterprise;
	১২২.	Financial Sector Support Programme;
	১২৩.	Capital Market Development Programme;
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১২৪.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (ভ্যাট অনলাইন);
	১২৫.	বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প;
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১২৬.	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প;
	১২৭.	বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন;
	১২৮.	প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্প উড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্প উড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্পমেয়াদি বাগান সৃজন প্রকল্প;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	১২৯.	Integrating Community based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programme in Bangladesh;
	১৩০.	প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ প্রকল্প;
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৩১.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বার্পাড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-এর সম্প্রসারণ ও সংস্কার;
	১৩২.	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
	১৩৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
	১৩৪.	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শষ্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
	১৩৫.	বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প;
	১৩৬.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প;
	১৩৭.	আমার বাড়ি আমার খামার ৪র্থ সংশোধিত প্রকল্প;
	১৩৮.	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকার বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প;
	১৩৯.	হাজামাজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প;
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৪০.	জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরণ তথ্যের সাথে মৌলিক জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান (ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স) উৎপাদনের সংযোগ সৃষ্টিকরণ প্রকল্প;
	১৪১.	Monitoring The Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB) Project (3rd Phase);
	১৪২.	Modernization of National Accounts Statistics Project;
	১৪৩.	Surveys and Studies Relating to GDP Rebase 2015-16 project;
	১৪৪.	Institutional Cooperation (between Statistics Sweden and BBS) Project;
পরিকল্পনা বিভাগ	১৪৫.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কমপ্লেক্সে বিদ্যমান ভবন ও অবকাঠামোসমূহের মানোন্নয়ন;
	১৪৬.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত);
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৪৭.	Establishment of Netrokona Diabetic Hospital;
	১৪৮.	Establishment of Jamalpur Diabetic Hospital;
	১৪৯.	বিশ শয্যাবিশিষ্ট পীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ;
	১৫০.	গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর-এ গ্লুকোমা, রেটিনা ও কর্নিয়া সাব-স্পেসিয়ালিটি ইউনিট স্থাপন;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	১৫১.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ;
	১৫২.	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন;
	১৫৩.	আমাদের বাড়ি: সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (১ম সংশোধিত);
	১৫৪.	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি;
	১৫৫.	দেশের ৫টি জেলার দুস্থ, বিধবা ও এতিম মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প;
	১৫৬.	৮টি বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সদাচরণ প্রশিক্ষণ;
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৫৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় প্রকল্প (পিএমও) অংশ;
	১৫৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় প্রকল্প (এলজিইডি) অংশ;
	১৫৯.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প;
	১৬০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প;
	১৬১.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প;
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬২.	বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর (৩য় সংশোধিত);
	১৬৩.	Establishment of BAF Shaheen School and College at Bogura (1st Amendment);
	১৬৪.	ঢাকা সেনানিবাসে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিম্যান্ট (পিজিআর) এর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও অন্যান্য পদধারীদের বাসস্থান নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	১৬৫.	ঢাকা সেনানিবাসে আইএসএসবি'র পরীক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ডরমিটরি ভবন (১ম সংশোধিত);
	১৬৬.	জলসিড়ি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ নারায়ণগঞ্জ স্থাপন (১ম সংশোধিত);
	১৬৭.	সাভার সেনানিবাসে জিরাবো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন;
	১৬৮.	বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত);
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৬৯.	ডক অফিসের নিকটে অবস্থিত সার্ভিস জেটি ১ নং জেটির উজানে স্থানান্তরপূর্বক পুনঃনির্মাণ;
	১৭০.	বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিস্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ, সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
	১৭১.	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট এবং ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	১৭২.	বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ;
	১৭৩.	অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথের জন্য নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন;
	১৭৪.	চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল উপকূলীয় রুটে দক্ষ যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনার লক্ষ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ;
	১৭৫.	বিআইডব্লিউটিসি'র পুরাতন ডাম্ব ফেরি প্রতিস্থাপনকল্পে ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ;
	১৭৬.	বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	১৭৭.	বাংলাদেশ ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন প্রকল্প;
	১৭৮.	ঢাকাস্থ শের-ই-বাংলা নগরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ;
	১৭৯.	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামের জন্য সিমুলেটর সংগ্রহ;
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৮০.	Conducting Feasibility Study for Establishment of Three Medical Universities & Two Nursing Colleges;
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৮১.	Establishment of National Institute of Laboratory Medicine and Referral Centre (2nd Amendment);
	১৮২.	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	১৮৩.	শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট (২য় সংশোধিত);
	১৮৪.	Establishment of National Institute Of Digestive Disease Research and Hospital (1st Amendment);
	১৮৫.	Feasibility Study for Establishment of Six Medical College and Hospitals;
শিল্প মন্ত্রণালয়	১৮৬.	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত);
	১৮৭.	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত);
	১৮৮.	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত);
	১৮৯.	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (২য় সংশোধিত);
	১৯০.	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	১৯১.	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত);
	১৯২.	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ;
	১৯৩.	শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) (২য় সংশোধিত);
	১৯৪.	Replacement of Old Machinery and Addition of Machinery for Beet Sugar Production at Thakurgaon Sugar Mill Ltd (১ম সংশোধিত);
	১৯৫.	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত);
	১৯৬.	Feasibility study for Modernization of Dacca Steel Works Ltd;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	১৯৭.	LED Light (CKD) Assembling Plant in ETL;
	১৯৮.	প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ;
	১৯৯.	বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প;
	২০০.	Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (Phase-11) প্রকল্প;
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২০১.	শ্রম পরিদপ্তরাধীন বিদ্যমান ৬টি কার্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২০২.	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ;
জননিরাপত্তা বিভাগ	২০৩.	এনটিএমসি'র নিজস্ব কার্যালয় ভবন সম্প্রসারণ;
	২০৪.	৭ র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ;
	২০৫.	ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিজিবি হাসপাতালসমূহের কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ;
	২০৬.	বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়;
	২০৭.	বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের ৩টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ;
	২০৮.	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ;
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০৯.	বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ;
	২১০.	কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ;
বিদ্যুৎ বিভাগ	২১১.	Enhancement of Capacity of Grid Substations and Associated Transmission Lines for Rural Electrification;
	২১২.	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
	২১৩.	বাকেরগঞ্জ-বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
	২১৪.	ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) বহরমপুর (ভারত) ২য় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (বাংলাদেশ অংশ) নির্মাণ;
	২১৫.	Up-gradation of Rural Electricity Distribution System (Dhaka Chattogram & Sylhet Division) Project (2nd Amendment);
	২১৬.	Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program (1st Amendment);
	২১৭.	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত);
	২১৮.	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা বর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) (২য় সংশোধিত);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	২১৯.	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা বর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (২য় সংশোধিত);
	২২০.	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি (১ম সংশোধিত);
	২২১.	জরুরি সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন) (১ম সংশোধিত);
	২২২.	Construction of 132/33/11 KV Grid substations in DESCO Area (2nd Amendment);
	২২৩.	Augmentation & Reahabilitation of distribution System in DESCO Area (1st Amendment);
	২২৪.	ডেসকো'র উত্তরা ও বসুন্ধরা ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন ও পুনর্বাসন (১ম সংশোধন);
	২২৫.	ডেসকোর এলাকায় ৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন স্থাপন ও ওভার হেড থেকে আন্ডার গ্রাউন্ডে রূপান্তর (২য় সংশোধিত);
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২২৬.	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	২২৭.	পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট স্থাপন;
	২২৮.	মহেশখালি-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ;
	২২৯.	মহেশখালী জিরোপয়েন্ট (কালাদিয়ারচর) সিটিএমএস (ধলঘাটপাড়া) গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ;
	২৩০.	রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	২৩১.	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩);
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৩২.	রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ;
	২৩৩.	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
	২৩৪.	বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৩৫.	Study on the Effect of Climate Change on National and Regional Highways of Bangladesh and Climate Resilient Design for Highways of the Coastal Region;
	২৩৬.	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	২৩৭.	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ;
	২৩৮.	শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	২৩৯.	যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৬) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
	২৪০.	হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
	২৪১.	বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০তম কিলোমিটারে চেংগী নদীর উপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ;
	২৪২.	সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন;
	২৪৩.	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
	২৪৪.	বাগেরহাট-চিতলমারী-পাটগাতী মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত);
	২৪৫.	আরিচা (বরজাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ১০৩.৪৩ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	২৪৬.	জয়পুরহাট-আক্কেলপুর-বদলগাছী (জেড-৫৪৫২) এবং ক্ষেতলাল-গোপিনাথপুর-আক্কেলপুর (জেড-৫৫০৮) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প;
	২৪৭.	শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ;
	২৪৮.	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন);
	২৪৯.	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (খুলনা জোন);
	২৫০.	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (বরিশাল জোন);
	২৫১.	সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন;
	২৫২.	চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ;
	২৫৩.	খালিশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (জেড-৭০২৩) (১ম সংশোধিত);
	২৫৪.	ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/ পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত);
	২৫৫.	কেরানীহাট-সাতকানিয়া-গুনাগরী জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জেড-১০১৯);
	২৫৬.	ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন;
	২৫৭.	সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ (আর-৩১২);
	২৫৮.	ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল (কানুরামপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ;
	২৫৯.	বিজরা বাজার-হরিশচর জেলা মহাসড়ক ও হরিশচর-কাশিনগর-মিয়াবাজার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত);
	২৬০.	ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৬৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
	২৬১.	মরজাল বেলাবো সড়ক ও পোড়াদিয়া বেলাবো জেলা মহাসড়ক দুটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	২৬২.	ইজতেমা মহাসড়ক (আর-৩০৩) ৪-লেনে উন্নীতকরণ;
	২৬৩.	মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (আর-৩১৫) (১ম সংশোধিত);
	২৬৪.	চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়কের ১ম কিলোমিটারে ৬৩.৭৯৮ মিটার (হেতালিয়া) ও ৭ম কিলোমিটারে ৭৫.৭৯৮ মিটার (মাদারসী) সেতু নির্মাণ;
	২৬৫.	চূড়ামনকাঠি-চৌগাছা জেলা মহাসড়ক (জেড-৭০৩১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ;
	২৬৬.	বীরগঞ্জ-খানসামা-দারোয়ানি, খানসামা-রাণীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
	২৬৭.	ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গি-নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০০২) এর রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ অংশ যথাযথ মান উন্নীতকরণ;
	২৬৮.	পূনর্ভবা নদীর উপর ১১২.৫৬৬ মিটার কাহারোল সেতু নির্মাণ এবং বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৭) যথাযথ মান উন্নীতকরণ;
	২৬৯.	কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) সড়কের ৭৯তম কিলোমিটারে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণ;
	২৭০.	ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক (এন-৫) হতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (এন-৮) এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (এন-৮) হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম (এন-১) মহাসড়ক সংযোগ স্থাপনকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মিডল রিং রোডের দক্ষিণ অংশ);
	২৭১.	পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের (জেড-১০৭০) ৯ম কিলোমিটার এ কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ;
	২৭২.	ঢাকা এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ;
	২৭৩.	মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন;
	২৭৪.	নোয়াখালী জেলার পেশকারহাট-চরএলাহী (জেড-১৪৩১) জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
	২৭৫.	Technical Assistance for Dhaka public Transport Improvement Project;
	২৭৬.	Feasibility Study and Detailed Design for Construction of Kewatkhali Bridge over the river Brahmaputra at Mymensingh with Railway Overpass and 4-Lane Approach (including Service Road) Road;
	২৭৭.	The Feasibility Study on the Bus Rapid Transit (BRT) Line-7;
রেলপথ মন্ত্রণালয়	২৭৮.	বিশদ নকশা প্রণয়ন ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতসহ ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রা নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
	২৭৯.	ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুতগতির রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন (১ম সংশোধিত);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	২৮০.	ঢাকা শহরের চর্তুদিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম;
	২৮১.	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫৭৫ কিলোমিটার সেকেন্ডারি লাইনে অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও চালুকরণ (১ম সংশোধিত);
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৮২.	Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration;
	২৮৩.	Social Security Policy Support Programme;
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৮৪.	Support Implementation of the Revenue Mobilization Program for Result: VAT Improvement Programme;
	২৮৫.	Enhancing GoB's Aid Management and Coordination Capacity for Sustainable Development;
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৮৬.	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত);
	২৮৭.	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত);
	২৮৮.	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	২৮৯.	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত);
	২৯০.	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	২৯১.	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২) (২য় সংশোধিত);
	২৯২.	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি স্ট্রেস গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত);
	২৯৩.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	২৯৪.	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	২৯৫.	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত);
	২৯৬.	বৃহত্তর পাবনা বগুড়া জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
	২৯৭.	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	২৯৮.	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	২৯৯.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত);
	৩০০.	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত);
	৩০১.	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রিজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎকেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	৩০২.	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩০৩.	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
	৩০৪.	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
	৩০৫.	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প;
	৩০৬.	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
	৩০৭.	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩০৮.	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি (১ম সংশোধিত);
	৩০৯.	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমানবন্দর সড়কে মজুমদারি হয়ে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩১০.	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩১১.	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
	৩১২.	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩১৩.	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩১৪.	কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকার টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন সমীক্ষা;
	৩১৫.	Technical Assistant Project Proposal (TPP) for Project Design Advance (PDA) for City Region Economic Development Investment Program;
	৩১৬.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব);
	৩১৭.	Ground Water Investigation and development of deep ground Water source in Urban and Rural areas in Bangladesh;
	৩১৮.	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প;
	৩১৯.	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প;
	৩২০.	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন;
	৩২১.	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন;
	৩২২.	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন;
	৩২৩.	টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
	৩২৪.	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ;
	৩২৫.	পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন;

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রম	প্রকল্পের তালিকা
	৩২৬.	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানি স্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ;
	৩২৭.	ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ;
	৩২৮.	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প;
	৩২৯.	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন;
	৩৩০.	জেলা পর্যায়ে ৫৩টি পৌরসভায় এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভব্যতা যাচাই প্রকল্প;
	৩৩১.	চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
	৩৩২.	খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (১ম সংশোধিত);
	৩৩৩.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নবসংযুক্ত ডেমরা, মাণ্ডা, নাসিরাবাদ ও দক্ষিণগাঁও এলাকার সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
	৩৩৪.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ (২য় সংশোধিত);
	৩৩৫.	ঢাকা তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে উত্তরার হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত ১১টি ইউটার্ন নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
	৩৩৬.	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা প্রতিরোধ দেয়াল ব্রিজ ও কালভার্ট-এর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ;
	৩৩৭.	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন;
	৩৩৮.	রাজশাহী মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে সড়ক ও নর্দমাসমূহের উন্নয়ন;
	৩৩৯.	রাজশাহী মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প;
	৩৪০.	Feasibility Study for Preparation of Sewerage Master Plan with Detailed Design of Priority Works;
	৩৪১.	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত);
	৩৪২.	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারকরণ;
	৩৪৩.	Capacity Development of City Corporation Project;
	৩৪৪.	Procurement of Equipment for Solid Waste Management;
	৩৪৫.	Urban Public Environment Health Development Programme.

পরিশিষ্ট-খ

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠান ও লাভের পরিমাণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২,২২৯.৯৬	সাময়িক
	২.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১২৭০.৯৫	সাময়িক
	৩.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৬০৩	সাময়িক
	৪.	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	২১৫.৯৩	সাময়িক
	৫.	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৪.৪৯	সাময়িক
	৬.	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৭৩.৫৪	সাময়িক
	৭.	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	৫৬.৪৯	সাময়িক
	৮.	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	২৯	সাময়িক
	৯.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৪২.০৪	সাময়িক
	১০.	কর্মসংস্থান ব্যাংক	৬৩.২৯	সাময়িক
	১১.	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড	১০৪.৯০	সাময়িক
	১২.	জীবন বীমা কর্পোরেশন	১৩৮.১৩	সাময়িক
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৩.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৩,০০০	সাময়িক
	১৪.	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	২৫১.৫২	সাময়িক
	১৫.	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	২০০	সাময়িক
	১৬.	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	২২০	সাময়িক
	১৭.	ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড	২০.৭৫	সাময়িক
	১৮.	এলপি গ্যাস লিমিটেড	১	সাময়িক
	১৯.	ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড	৪.৯৭	সাময়িক
	২০.	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩	সাময়িক
	২১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	৮৩.৬৩	-
	২২.	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	৯৯.৯৯	-
	২৩.	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	১৮৪.১২	-
	২৪.	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	১৪৮.১৫	-
	২৫.	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩৪৫.৯৮	-
	২৬.	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৯৩.৭৬	কর পরবর্তী

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
	২৭.	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১৪৫.৩৭	-
	২৮.	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৫১৬	-
	২৯.	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১১৩.১৬	-
	৩০.	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৩২.১৫	-
	৩১.	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	১৪২	-
	৩২.	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৫৯.৫৩	-
	৩৩.	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	৮	-
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩৪.	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড	১৬৩.৫১	(কর পূর্ব)
	৩৫.	বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড	২০.১৮	অনিরীক্ষিত
	৩৬.	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	১.০১	অনিরীক্ষিত
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৭.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	১,১৯৬.৩৮	(কর পূর্ব) অনিরীক্ষিত
	৩৮.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৪৩.১১	অনিরীক্ষিত
	৩৯.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১৩০.০৮	সাময়িক
বিদ্যুৎ বিভাগ	৪০.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১০৭.৬৩	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত
	৪১.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৭৩.৯১	কর পরবর্তী
	৪২.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	২৪.১৮	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত
	৪৩.	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)	১৭.৮৫	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত
	৪৪.	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)	৩৩৭.৮৬	কর পরবর্তী
	৪৫.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল)	২৪৬.৮৮	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত
	৪৬.	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	৭৫.১৮	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
	৪৭.	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো)	৯৩১.৮৬	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত
	৪৮.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	২৫৪.৩৫	কর পরবর্তী এবং অনিরীক্ষিত
	৪৯.	বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড	৮৪.৫৬	কর পরবর্তী এবং নিরীক্ষিত
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫০.	বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেণ্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	৪.৮৪	-
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫১.	বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী	০.৩১৮৫	-
	৫২.	এসএফসি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	০.১২৩	-
	৫৩.	টিএফসি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	০.৪৯৭	-
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৪.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)	৪০২.০৩	-
	৫৫.	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল) এর অধীন ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ঢাকা।	১৩.৭৬	-
	৫৬.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	১০০	অনিরীক্ষিত
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৭.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৯.৪৬	-
শিল্প মন্ত্রণালয়	৫৮.	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	১২৬.১৫	সাময়িক
	৫৯.	টিএসপি কমপ্লেক্স	৫৯.৭৫	সাময়িক
	৬০.	ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড	০.৪২	সাময়িক
	৬১.	গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	২.৫৪	সাময়িক
	৬২.	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড	৩.২৯	সাময়িক
	৬৩.	ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড	১.৮২	সাময়িক
	৬৪.	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৭.১২	সাময়িক
	৬৫.	কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি)লিমিটেড	১৫.১২	সাময়িক
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৬৬.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	৯.৩২	-
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৬৭.	এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড	৩০.৫০	অনিরীক্ষিত
মোট		**৬৭টি প্রতিষ্ঠান**	**১৫,১০০.৩৯**	-

পরিশিষ্ট -গ

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও লোকসানের পরিমাণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	অলাভজনক প্রতিষ্ঠান	লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১.	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১,২৪৮.২১	-
	২.	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৪৭.৪৬	-
	৩.	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৪৪৯.১১	সাময়িক
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৪.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৪.৪৮	অনিরীক্ষিত
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫.	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন	৩৪৫.৮৭	-
	৬.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন	৪৩৩.৫৮	-
শিল্প মন্ত্রণালয়	৭.	এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড	১০.২২	সাময়িক
	৮.	ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ	১২.১৯	সাময়িক
	৯.	ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড	২.৪৮	সাময়িক
	১০.	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৪.০০	সাময়িক
	১১.	শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	২২৮.৫৭	-
	১২.	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড	৪৯.৭৪	-
	১৩.	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	১৩০.২৯	-
	১৪.	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	১৭৯.১৯	-
	১৫.	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৮.৬৯	-
	১৬.	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড	২৩.৪৬	-
	১৭.	ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৫১.২৮	-
	১৮.	উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড	১০.৯১	-
	১৯.	বাংলাদেশ ইন্সুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	১৫.৯৯	-
	২০.	পঞ্চগড় সুগার মিলস লিমিটেড	৫২.৫৬	-
	২১.	ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেড	৭৫.৮৯	-
	২২.	সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড	৫৮.৫৩	-
	২৩.	শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৬২.৫৩	-
	২৪.	রংপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৩৯.৮৫	-

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	অলাভজনক প্রতিষ্ঠান	লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
	২৫.	জয়পুরহাট সুগার মিলস লিমিটেড	৭২.৯১	-
	২৬.	রাজশাহী সুগার মিলস লিমিটেড	৭৭.০৯	-
	২৭.	নাটোর সুগার মিলস লিমিটেড	৮৮.৮৩	-
	২৮.	নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেড	১০৮.১৬	-
	২৯.	পাবনা সুগার মিলস লিমিটেড	৬৬.০৯	-
	৩০.	কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিমিটেড	৫৮.১৯	-
	৩১.	মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড	৯৪.৯৩	-
	৩২.	ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৬২.৬৫	-
	৩৩.	জিলবাংলা সুগার মিলস লিমিটেড	৬৬.৯৮	-
	৩৪.	রেনউইক যজ্ঞেশ্বর এ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড	৪.৭১	-
মোট	**৩৪টি প্রতিষ্ঠান**		**৪,৫৩৫.৬২**	-

পরিশিষ্ট -ঘ

অডিট রিপোর্টে সন্নিবেশিত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

(১) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় ক্ষতি ১,৭৩,৫২,০৭১ টাকা।

(২) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পাবলিক প্রকিউরমেণ্ট বিধিমালা, ২০০৮ লঙ্ঘন করে কার্যসম্পাদন জামানতের মেয়াদ বৃদ্ধি না করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে টাকা পরিশোধ। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৬,৭৩,১৯,৯২৯ টাকা।

(৩) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ না করায় বীমা পলিসি ও ভ্যাটসহ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। জড়িত অর্থের পরিমাণ ১,৯০,৬৬,৬৬২ টাকা।

(৪) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যথাসময় নির্মাণ কাজ শুরু না করার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারের পারফমেন্স সিকিউরিটির ব্যাংক গ্যারান্টি বাতিলপূর্বক নগদায়ন করা হয়নি। জড়িত অর্থের পরিমাণ ১,৭৬,০৬,৯৭৪ টাকা।

(৫) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বিওকিউ/প্রাক্কলন অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ। জড়িত অর্থের পরিমাণ ১,০৪,৯৯,৬৭৫ টাকা।

(৬) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রি-কাস্ট পাইলিং-এ ড্রাইভিং অপেক্ষা অতিরিক্ত কাস্টিং প্রদর্শন করে ঠিকাদারি বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৩১,৭৭,০০০ টাকা।

(৭) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ভিত্তিতে মাটি ভরাট কাজ হতে ফাউন্ডেশন ট্রেন্স খননে প্রাপ্ত মাটি বাদ না দেয়ায় ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। জড়িত অর্থের পরিমাণ ১৫,৪২,৬৬৭ টাকা।

(৮) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সাইড ডেভলপমেণ্ট কাজে মাটি ভরাটের অংশ হতে ভবনের ক্ষেত্রফল বাদ না দেয়ার ফলে ঠিকাদারকে টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। জড়িত টাকার পরিমাণ ৮৭,০৬,২৯৮ টাকা।

(৯) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশায় Foundation trench-এ স্যান্ড ফিলিং উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও কাজ করিয়ে এমবিতে মাপ রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৫০,১৮,৮৯০ টাকা।

(১০) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নক্সায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বেসফুটিং এর ১২, ১৬ ও ২০ এমএম ডায়া রড হতে Clear Cover বাদ না দিয়ে/কম বাদ দিয়ে মাপ গ্রহণ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি। জড়িত অর্থের পরিমাণ ২২,৪৭,৭৭৫ টাকা।

(১১) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আরসিসি (১:১.৫:৩) প্রি-কাস্ট পাইলের ড্রাইভিং Length বেশি দেখিয়ে এমবিতে মাপ রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৮,৪০,০০০ টাকা।

(১২) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক রেইট সিডিউল অপেক্ষা বেশি দরে Pile Shoe-এর মূল্য ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৬,৭১,৫২০ টাকা।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) খাদ্য অধিদপ্তরের আলফাডাংগা এলএসডি কর্তৃক নিরীক্ষাকাল ৬ এপ্রিল ২০১৫ হতে ২৫ মে ২০১৭ মেয়াদে) রাণীগঞ্জ এলএসডি, দিনাজপুর হতে ইনভয়েস মূলে প্রেরিত ১৫০৬ বস্তায় ৭৫ মেট্রিক টন চাল গুদামের কোন রেকর্ড পত্রে অন্তর্ভুক্ত ও সংরক্ষণ না করে আত্মসাৎ করায় ১,৫০৬ বস্তায় ৭৫ মেট্রিক টন চালের মূল্য বস্তার মূল্যসহ (একক হারে ২৯,৫৮,২১৩ টাকা দন্ডনীয় দ্বিগুণ হারে ৫৯,১৬,৪২৬ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়যোগ্য। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৫৯,১৬,৪২৬ টাকা।

(২) আলফাডাংগা এলএসডি কর্তৃক নিরীক্ষাকাল ৬ এপ্রিল ২০১৫ হতে ২৫ মে ২০১৭ মেয়াদে) বেতগাড়ী এলএসডি, বগুড়া হতে ইনভয়েস মূলে প্রেরিত ১,২০৫=৬০ মেট্রিক টন চাল গুদামের কোন রেকর্ডপত্রে অন্তর্ভুক্ত ও সংরক্ষণ না করে আত্মসাৎ করায় ৬০ মেট্রিক টন চালের মূল্য বস্তার মূল্যসহ (একক হারে ২৩,৬৬,৫৮৬/৪০ টাকা দন্ডনীয় দ্বিগুণ হারে ৪৭,৩৩,১৭২.৮০ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়যোগ্য। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৪৭,৩৩,১৭২/৮০ টাকা।

(৩) ভৈরব এলএসডি কর্তৃক (নিরীক্ষাকাল ১ জুলাই ২০১৭ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এবং ২৩ মার্চ ২০২০ হতে ৩০ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে) সংগ্রহ পরিমাণ অপেক্ষা ৩১,৪৩২ খানা ছোট খালি বস্তা বেশি খরচ দেখানোর দরুন এর মূল্য দন্ডনীয় দ্বিগুণ হারে ৩৭,৭১,৮৪০ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৪) ভৈরব এলএসডি'তে (নিরীক্ষা কাল ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ২২ মার্চ ২০২০ মেয়াদে) প্রকৃত মজুত অপেক্ষা ৮১.৫৭৭ মেট্রিক টন চাল কম থাকায় এর মূল্য দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে আদায়যোগ্য। জড়িত টাকার পরিমাণ ৭০,৯৫,০৭২ টাকা।

(৫) ডিমলা খাদ্য গুদামের (নিরীক্ষা কাল ১৪ জুন ২০১৯ হতে ৩১ জুলাই ২০২০ মেয়াদে) প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা ২১৩.৮২ মেট্রিক টন ফলিত আমন চাল কম থাকায় সরকারের ক্ষতি ১,৯১,০৯,৪৯২.৬৯ টাকা, যা দন্ডমূলক দ্বিগুণ হারে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৬) নাচোল এলএসডি'তে (নিরীক্ষা কাল ৭ জুন ২০২০ হতে ৩১ জুলাই ২০২০ মেয়াদে) প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা ১৪০.৫৫ মেট্রিক টন গম কম থাকায় সরকারের ক্ষতি ৯২,৭০,৩৯৯.৪২ টাকা। যা দন্ডমূলক দ্বিগুণ হারে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৭) বড়ঘোপ এলএসডি কর্তৃক (কুতুবদিয়া), (নিরীক্ষা কাল ১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ২৭ জুলাই ২০২০ মেয়াদে) শতভাগ ওজনে গণনা করে খামাল কার্ড, সেন্ট্রাল লেজার, গুদাম লেজার ও পিভিআর-এর মজুত অপেক্ষা ৫,২২৭ বস্তায় ১৮৯.০০২ মেট্রিক টন চাল ও ১৬৪ খানা বস্তা গুদামে কম মজুত রেখে আত্মসাৎ করায় সরকারি ক্ষতি শাস্তিমূলক দ্বিগুণ হারে বস্তার মূল্যসহ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়যোগ্য। জড়িত টাকার পরিমাণ ১,৭৫,৬৮,৮৬৫/৯২ টাকা।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(১) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরখাস্তকৃত ক্যাশিয়ার জনাব এখলাছ উদ্দিন ৭,৬৩,০৫,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেন। আত্মসাতের বিষয়টি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ উদ্‌ঘাটন করেন। উক্ত ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে ৩/২০১৩ মামলা রুজু করা হয় এবং অর্থ আদায়ে ১৪/২০১৩ মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়। ইতোমধ্যে জনাব এখলাছ উদ্দিন মৃত্যুবরণ করায় তার ওয়ারিশদের উক্ত মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি যুগ্ম জজ আদালত-১ রাজশাহীতে বিচারাধীন আছে। এ বিষয়ে ২০১০-২০১৩ সালের (আপত্তি নং-০১) অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১) দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অডিট রিপোর্টে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে-

- ❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ৪ জন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়; এবং
- ❖ বিসিএস অডিট এন্ড একাউন্টস ক্যাডারের ৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে চুরি ২২টি, জড়িত অর্থ ০.২৯ কোটি টাকা, আত্মসাৎ ১৪টি, জড়িত অর্থ ২.০৯ কোটি টাকা, বিধিবহির্ভূত পরিশোধ ১৮২টি, জড়িত অর্থ ৩৪০.১৪ কোটি টাকা।

(২) বিআরটিসিতে চুরি ২টি, জড়িত অর্থ ০.০০৯ কোটি টাকা, আত্মসাৎ ৭টি, জড়িত অর্থ ০.০৯ কোটি টাকা, বিধিবহির্ভূত পরিশোধ ১৩টি, জড়িত অর্থ ০.২৮ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২৪০টি অপরাধ এবং ৩৪২.৮৯ কোটি টাকা অনিয়ম হয়।

পরিশিষ্ট -ঙ

২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ

ক্রমিক	আইন	আইনের ক্রমিক ও সাল
১.	আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১১ নম্বর আইন
২.	Bangladesh Bank (Amendment) Act, 2020	২০২০ সালের ১২ নম্বর আইন
৩.	গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৩ নম্বর আইন
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৪ নম্বর আইন
৫.	বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেণ্টস আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৫ নম্বর আইন
৬.	চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৬ নম্বর আইন
৭.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৭ নম্বর আইন
৮.	হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৮ নম্বর আইন
৯.	সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১৯ নম্বর আইন
১০.	মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২০ নম্বর আইন
১১.	আকাশপথে পরিবহণ (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২১ নম্বর আইন
১২.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২২ নম্বর আইন
১৩.	সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২৩ নম্বর আইন
১৪.	কোম্পানী (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২৪ নম্বর আইন
১৫.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২৫ নম্বর আইন
১৬.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২৬ নম্বর আইন
১৭.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২৭ নম্বর আইন
১৮.	Intermediate and Secondary Education (Amendment) Act, 2021	২০২১ সালের ১ নম্বর আইন
১৯.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১	২০২১ সালের ২ নম্বর আইন
২০.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১	২০২১ সালের ৩ নম্বর আইন
২১.	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২১	২০২১ সালের ৪ নম্বর আইন
২২.	The Civil Courts (Amendment) Act, 2021	২০২১ সালের ৫ নম্বর আইন
২৩.	শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১	২০২১ সালের ৬ নম্বর আইন
২৪.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২১	২০২১ সালের ৭ নম্বর আইন
২৫.	আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১	২০২১ সালের ৮ নম্বর আইন
২৬.	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১	২০২১ সালের ৯ নম্বর আইন
২৭.	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১	২০২১ সালের ১০ নম্বর আইন
২৮.	অর্থ আইন, ২০২১	২০২১ সালের ১১ নম্বর আইন
২৯.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২১	২০২১ সালের ১২ নম্বর আইন

পরিশিষ্ট -চ

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা

১. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০;

২. জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭ (সংশোধিত ২০২০);

৩. ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০;

৪. জাতীয় পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক জরুরি অবস্থায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা;

৫. জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নীতিমালা, ২০২০;

৬. বাংলাদেশ Good Agricultural Practices (GAP) নীতিমালা, ২০২০;

৭. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা, ২০২০;

৮. জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০;

৯. স্বর্ণ নীতিমালা, (Gold Policy), ২০১৮ (সংশোধিত) ২০২১;

১০. অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১।

পরিশিষ্ট -ছ

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত সংশোধিত বিধিমালা, নীতিমালা, প্রবিধিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

- শরীয়াহ্ ভিত্তিক বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় সরকার কর্তৃক সুকুক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন;
- লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শেয়ারের বিপরীতে ডিভিডেন্ড ঘোষণার নীতিমালা;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেণ্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০;
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১;
- কৃষি ঋণ সহজিকরণ নীতিমালা;
- চা চাষে চলতি পুঁজি ঋণ নীতিমালা;
- কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০;
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১;
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন কর্মসংস্থান ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগ নীতিমালা;
- পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

আইন ও বিচার বিভাগ

- Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 Rule এর 60A প্রতিস্থাপন;
- Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 Rule এর 60 প্রতিস্থাপন।

কৃষি মন্ত্রণালয়

- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০;
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা, ২০২০;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০;
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০;
- বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০২১।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা নীতিমালা;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০;
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

- গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ২০২০;
- হাতিরঝিল প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতিমালা;
- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ প্রবিধানমালা, ২০২০;
- সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড) কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ (সংশোধিত)।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০;
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০;
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা, ২০২০।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকাশনা নীতিমালা, ২০০২ (সংশোধিত) ২০২০;
- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আবাসন নীতিমালা, ২০০২ (সংশোধিত) ২০২০;
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধন);
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ (সংশোধন);
- বিসিএস প্রশাসন একাডেমি গবেষণা নীতিমালা, ২০২১ এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমি প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২১;
- বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধন);
- গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০;
- সরকারি কর্মচারী লিয়েন বিধিমালা, ২০২১;
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধন);
- পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ২৫০টি নন-ক্যাডার পদকে ক্যাডারভুক্তির Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 (সংশোধন);
- বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সহকারী সার্জনের ২,০০০টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধন);
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১,১২০টি পদে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ও বর্তমানে কর্মরত চিকিৎসক কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিল (পরিবার পরিকল্পনা) গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২০ (সংশোধন);
- জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিওলজি)-এর ৪০৯টি পদ এককালীন পূরণের লক্ষ্যে The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 (সংশোধন);

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

- Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2021;
- Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel) Regulation, 2021.

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

- Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Service Provider (ISP) in Bangladesh.

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১;
- ডাটা সেন্টার নির্দেশিকা, ২০২০;
- National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh;
- National Blockchain Strategy: Bangladesh;
- National Internet of Things Strategy Bangladesh;
- National Strategy for Robotics;
- Strategy to Promote Microprocessor Design Capacity in Bangladesh.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২১;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা ২০২০।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

- ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১;
- বন্যপ্রাণি অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০;
- বন্যপ্রাণি দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১।

পরিকল্পনা বিভাগ

- আরএডিপি নীতিমালা;
- এডিপি প্রণয়নের নীতিমালা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

- দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা, ২০২০
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বিধিমালা, ২০২০
- জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা,২০১৯।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০;
- (ডিওএইচএস) সামরিক কর্মকর্তা ও অসামরিক কর্মকর্তাদের ফ্ল্যাট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০২০;
- সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থা সিভিলিয়ান কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০;
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

- বিদ্যালয় স্থাপন নীতিমালা, ২০২০;

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

- বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ) বিধিমালা, ২০২০;
- বিএফটিআইয়ের সার্ভিস রুলস, ২০২০।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

- মন্ত্রণালয়সহ সকল সংস্থার তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২০;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত);
- বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত)।

বিদ্যুৎ বিভাগ

- বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০২১;
- ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০;
- অভ্যন্তরীণ স্টেশনে বদলী সংক্রান্ত নীতিমালা;
- ক্যাজুয়াল ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা;
- Career Planning/Promotion Policy of Engineering Instructors of the BATC;
- বিমানের যানবাহন বরাদ্দ ও ব্যবহার নীতিমালা;

- পেনশন ও গ্রাচুইটি নিষ্পত্তি/পরিশোধ নির্দেশিকা;
- বৈদেশেক স্টেশনে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোভিড-১৯ এর কারণে কোয়ারেন্টিনে অবস্থানকালীন সময় সম্পর্কিত নীতিমালা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

- মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০;
- মাছের পোনা বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২০।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২০;
- বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা, (সংশোধিত) ২০২০;
- কর্পোরেট ঋণ (দীর্ঘমেয়াদি Wholesale Revolving সাধারণ ঋণ) মঞ্জুরি নীতিমালা, ২০২১;
- ইউজিসি মুজিববর্ষ প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২০;
- ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২০;
- Hermonised Stipend Manual;
- স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা;

রেলপথ মন্ত্রণালয়

- বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি নীতিমালা, ২০২০;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০;

শিল্প মন্ত্রণালয়

- অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১;
- জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা, ২০২০।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

- মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২১);
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের (পোশাক ও সামগ্রী প্রাধিকার) বিধিমালা, ২০২১।

পরিশিষ্ট -জ

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্ব।

(২) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

(৩) পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্য হইলিং চার্জ সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ হতে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করার কারণে Accounts Receivable-এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কোম্পানির তারল্য সংকট বৃদ্ধিসহ সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

(৪) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির Highly Capital Intensive প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে পরিচালন ব্যয়, অবচয় খরচ, বৈদেশিক ঋণের সুদ অনেক বেশি। এর ফলে কোম্পানির ROR (Rate of Return), FDR হ্রাস পাওয়ায় ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিচালনা ও কোম্পানির দায় (বিশেষভাবে ডিএসএল) পরিশোধ করা কোম্পানির জন্য দূরূহ হবে।

(৫) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ১,৩১০ এবং ১,৩০৬ ফেজগুলি খনির তৃতীয় স্লাইসের ফেজ হওয়ায় কম-বেশি ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে।

(৬) বিস্ফোরক পরিদপ্তরে আধুনিক সরঞ্জামাদি সংবলিত পরীক্ষাগার নেই। বিপজ্জনক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব কোন যানবাহন না থাকায় এ বিষয়ে ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে।

২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের দাপ্তরিক ভবনের নিচ তলার পিছন দিকের বর্ধিতাংশ এলজিইডি কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় জায়গার সংকুলান না থাকায় উক্ত জায়গায়ই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বাস্তবে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অধিক সময় প্রয়োজন হয়। সমীক্ষাকালে ভূমির তফসিল বিবেচনা ব্যতীত এ্যালাইনমেণ্ট নির্ধারণ করায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে চূড়ান্তকৃত ভূমির তফসিলের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় ভূমির শ্রেণি এবং এসএ ও বিএস জরিপের তথ্যগত পরিবর্তনের কারণে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

(২) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমিতে স্থাপিত বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার, গ্যাস ও পানির লাইন, টেলিফোন, ইণ্টারনেট ক্যাবল ইত্যাদি সেবাপ্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার বিদ্যমান সার্ভিস লাইন স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ইউটিলিটি স্থানান্তরের জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক আর্থিক প্রাক্কলন প্রস্তুতে সময়ক্ষেপণ, পুনঃপুন প্রাক্কলন পরিবর্তন এবং দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করে বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত ইউটিলিটি শিফটিং-এ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

(৩) বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীপথের শ্রেণি পরিবর্তন/পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নৌরুট নির্ধারণের কারণে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান/ডিজাইনকৃত সেতুসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেতুসমূহের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে উভয়পাশে সেতুর সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্ডারপাস নির্মাণের ফলে সেতুর নির্মাণব্যয় ও প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পাবে।

(৪) বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি পরামর্শকদের বাংলাদেশে আগমন, আমদানিকৃত পাথর, বিটুমিন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অনিশ্চয়তা/সময়ক্ষেপণ, মাঠপর্যায়ে নির্মাণ শ্রমিক সংকট ইত্যাদি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হতে পারে।

(৫) e-GP'র মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরদাতা নির্ধারণের জন্য পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৯৮ এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের শর্ত অনুযায়ী Past Performance Matrix ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট অতীত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার নির্বাচন করার ফলে অল্পসংখ্যক ঠিকাদার অধিকাংশ কাজের কার্যাদেশ পাচ্ছেন।

(৬) পিপিআর, ২০০৮-এর বিধান অনুযায়ী Joint Venture-এর অংশীদারদের ন্যূনতম Business share-এর পরিমাণ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় ভারসাম্যহীন দরপত্র পাওয়া যায়। এরূপ দরপত্রে নির্বাচিত ঠিকাদারের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার অভাবে কালক্ষেপণ হয় ও গুণগতমানসম্পন্ন কাজ সম্ভব হয় না।

(৭) দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেলেও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জনবল, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও যানবাহন বৃদ্ধি পায়নি। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর সামগ্রিক পুনর্বিন্যাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।

(৮) সড়কে অনুমোদিত মাত্রার অধিক ভারবাহী যান চলাচলের কারণে সড়কের বিভিন্ন স্তর অনুমিত সময়ের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বার বার মেরামত করার জন্য অর্থের অপচয় এবং জনগণের দূর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। সড়কে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(৯) মহাসড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত বিটুমিন এর পরিবর্তে পারফর্ম্যান্স গ্রেড/পলিমার মডিফাইড বিটুমিন ব্যবহারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি দক্ষতার অভাব।

(১০) আমদানিকৃত বিটুমিনের নিম্নমান এবং বিটুমিন সংরক্ষণ, পরিবহণ ইত্যাদি পর্যায়ে ভেজাল মিশ্রণ করার কারণে টেকসই সড়ক নির্মাণ ব্যাহত হয়।

(১১) কোভিড-১৯ এর কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে।

(১২) দেশব্যাপী করোনার বিস্তাররোধে বিভিন্ন সময়ে গণপরিবহন বন্ধ রাখার ফলে বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে কাঙ্ক্ষিত অর্জন না হওয়ায় বিআরটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(১৩) বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে বিদেশি জনবলের অধিকাংশকে বিশেষ উদ্যোগে বাংলাদেশে নিয়ে আসা সম্ভব হলেও বেশিরভাগ জনবল এখনও বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। বাংলাদেশে উপস্থিত থেকে নির্ধারিত কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় এবং জাপান ও ইউরোপে বাংলাদেশীদের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় আবশ্যকীয় পরিদর্শন কার্যক্রম এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও নির্মাণসামগ্রী নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6-এর Early Commissioning-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিলম্বিত হতে পারে।

(১৪) করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা মহানগরীতে বাসরুট ফ্রাঞ্চাইজি'র পাইলটিং বিলম্বিত হতে পারে।

পরিশিষ্ট -ঝ

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদত্ত পদক ও সম্মাননাসমূহ:

- UNESCO Felix Houphouet-Boigny Peace Prize, 1998 for bringing peace in the chittagong hill tracts region.
- Mother Teresa Lifetime Achievement Award, 2006 for outstanding contribution to global peace and stability.
- The Mahatma Gandhi Award, 1998 for contribution towards promotion of communal understanding, non-violence, religious harmony and growth of democracy at grassroot level in Bangladesh.
- CERES Medal 1999, Food and Agriculture Organization (FAO), UN, Rome for contribution to agriculture development in Bangladesh.
- Pearl S. Buck Award, 1999 for vision, courage and achievements in political, economic and humanitarian spheres that capture the spirit of the award and of the author who inspired it.
- MDG Award, 2010 for Bangladesh's achievement in attaining the Millennium Development Goal in reducing child and infant mortality.
- Indira Gandhi Peace Prize, 2010 for outstanding contribution to peace and democracy.
- South-South Award, 2011 For promoting maternal and child health through the use of Information and Communication Technology (ICT).
- Dauphine University Gold Medal, 2011 for contribution to strengthening of democracy and women empowerment.
- UNESCO Cultural Diversity Medal, 2012 for protection and promotion of diverse cultural expressions as a force for peace and development.
- Doctorate of Literature (D.Litt) 2012, from Tripura University, Agartala, Tripura.
- South-South Award, 2013 for achievement in fighting poverty by the International Organization for South-South Cooperation
- Visionary Award, 2014 by the United Nations Office for South-South Cooperation and Organization of American States for contribution to building 'Digital Bangladesh' through promoting ICT.
- Tree of Peace, 2014 by UNESCO for remarkable contribution to promote girl's and women's literacy and education.
- Enlisted in Foreign Policy Magazine's 'Decision makers' category in first 13 thinkers in 2015 in recognition of Bangladesh's far-reaching initiatives to address climate change.
- Champions of the Earth Award, 2015, the highest environmental accolade, in recognition of Bangladesh's far-reaching initiatives to address climate change.

- ICTs in Sustainable Development Award, 2015 for recognizing success stories and impressive progress made in ICT development.
- Women in Parliaments Global Forum Award, 2015 as a pioneering country in reducing gender discrimination.
- Plant 50-50 Champion Award, 2016 for outstanding contributions to women empowerment.
- 'Agent of Change', 2016 for outstanding contributions to women empowerment.
- India Today Cleanliness (Safagiri) Awards for 'Best Asian Cleanliness Initiative' in public sanitation and cleanliness for open defecation.
- Global Women's Leadership Award, 2018 for successful women leadership in the world.
- Doctorate of Literature (D. Litt), 2018 from Kazi Nazrul Islam university, Asansol, West Bengal.
- Special Distinction Award for Outstanding Leadership by Global Hope Coalition in recognition of leadership in Rohingya issue.
- Humanitarian Award by The Inter Press Service (IPS) UN for exemplary leadership and efforts to resolve Rohingya Crisis.
- Dr. Kalam Smriti International Excellence Award, 2019 by Dr. Kalam Smriti International Advisory Council, India in recognition of strengthening close and mutually satisfying India-Bangladesh relationship.
- Vaccine Hero Award by Global Alliance for Vaccination and Immunisations (GAVI) for outstanding success in vaccination to immunise children in Bangladesh.
- Champion of Skill Development for Youth Award by UNICEF for great success in youth skill development in Bangladesh.
- Tagore Peace Award by The Asiatic Society, Kolkata in recognition of contribution to maintaining regional and global peace and prosperity.
- Institute of South Asian Women (ISAW), lifetime contribution for Women Empowerment Award.
- কমনওয়েথ-এর সেক্রেটারি-জেনারেল Rt. Hon. Patricia Scottland QC ২০২১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কমনওয়েথভুক্ত দেশসমূহের সরকার প্রধানদের মধ্যে তিনজন সরকার প্রধানকে মহামারি মোকাবিলায় নিজ নিজ দেশে অভূতপূর্ব এবং দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য 'Top Three Inspirational Women Leaders in the Commonwealth' হিসাবে অভিহিত করেন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারত সরকার মরণোত্তর 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার'-এর জন্য মনোনীত করে। ২২ মার্চ ২০২১ সালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা ও বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ রেহানা।

পরিশিষ্ট-ঞ

২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২১

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	মরহুম এ কে এম বজলুর রহমান	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	ড. মৃন্ময় গুহ নিয়োগী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৬.	মহাদেব সাহা	সাহিত্য
৭.	জনাব আতাউর রহমান	সংস্কৃতি
৮.	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	সংস্কৃতি
৯.	অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন	সমাজসেবা/জনসেবা
১০.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

একুশে পদক-২০২১

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	মরহুম মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার)	ভাষা আন্দোলন
২.	মরহুম শামছুল হক	ভাষা আন্দোলন
৩.	মরহুম আফসার উদ্দীন আহমেদ (এ্যাডভোকেট)	ভাষা আন্দোলন
৪.	বেগম পাপিয়া সারোয়ার	শিল্পকলা (সংগীত)
৫.	জনাব রাইসুল ইসলাম আসাদ	শিল্পকলা (অভিনয়)
৬.	সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম)	শিল্পকলা (অভিনয়)
৭.	জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার	শিল্পকলা (নাটক)
৮.	সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
৯.	ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	শিল্পকলা (আবৃত্তি)
১০.	জনাব পাভেল রহমান	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১১.	জনাব গোলাম হাসনায়েন	মুক্তিযুদ্ধ
১২.	জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক	মুক্তিযুদ্ধ
১৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুমা সৈয়দা ইসাবেলা	মুক্তিযুদ্ধ
১৪.	জনাব অজয় দাশগুপ্ত	সাংবাদিকতা
১৫.	অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা	গবেষণা

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১৬.	বেগম মাহফুজা খানম	শিক্ষা
১৭.	ড. মির্জা আব্দুল জলিল	অর্থনীতি
১৮.	প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান	সমাজসেবা
১৯.	কবি কাজী রোজী	ভাষা ও সাহিত্য
২০.	জনাব বুলবুল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
২১.	জনাব গোলাম মুরশিদ	ভাষা ও সাহিত্য

বেগম রোকেয়া পদক-২০২০

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	কর্নেল (ডাঃ) নাজমা বেগম, এসপিপি, এমপিএইচ	পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
২.	প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার	নারী শিক্ষা
৩.	বেগম মুশতারী শফী (বীর মুক্তিযোদ্ধা)	সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদা আক্তার (কমান্ডার)	নারীর অধিকার
৫.	মঞ্জুলিকা চাকমা	নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

শ্রেষ্ঠ জয়িতা ২০২১

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	হাছিনা বেগম নীলা	অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী।
২.	মিফতাহুল জান্নাত	শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী।
৩.	মোসাম্মৎ হেলেন্নেছা বেগম	সফল জননী নারী।
৪.	রবিজান	নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী।
৫.	অঞ্জনা বালা বিশ্বাস	সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী।

জনপ্রশাসন পদক

২০২১ সালে জাতীয় পর্যায়ে পদক প্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবী/প্রতিষ্ঠান	ক্ষেত্র/বিষয়
১.	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল	সাধারণ (ব্যক্তিগত)
২.	কাজী ইমতিয়াজ হোসেন, ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি	সাধারণ (দলগত)
৩.	জনাব এস এম মাহবুবুল আলম, মিনিস্টার (রাজনৈতিক) বাংলাদেশে দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স	

ক্রমিক	নাম ও পদবী/প্রতিষ্ঠান	ক্ষেত্র/বিষয়
৪.	মিজ দয়াময়ী চক্রবর্ত্তী, প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স	
৫.	জনাব নির্ঝর অধিকারী, প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স	
৬.	বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সাধারণ (প্রাতিষ্ঠানিক)
৭.	জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ	কারিগরি (ব্যক্তিগত)
৮.	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সাবেক নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা	কারিগরি (দলগত)
৯.	জনাব সন্তোষ কুমার পণ্ডিত, অতিরিক্ত নিবন্ধক (যুগ্মসচিব), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা	
১০.	জনাব জিকরা আমিন, প্রোগ্রামার, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা	
১১.	জনাব আবু ইসা মোহাঃ মোস্তফা ভূঁইয়া, উপ-নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা	
১২.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী প্রোগ্রামার, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা	
১৩.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	কারিগরি (প্রাতিষ্ঠানিক)

২০২১ সালে জেলা পর্যায়ে পদক প্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ক্ষেত্র/বিষয়
১.	ড. সাবিনা ইয়াসমিন, উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	সাধারণ (ব্যক্তিগত
২.	জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, খুলনা	সাধারণ (দলগত)
৩.	জনাব মোঃ ইউসুপ আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা	
৪.	জনাব জিয়াউর রহমান, ন্যাশনাল পোর্টাল ডোমেইন এক্সপার্ট, এটুআই প্রকল্প ও প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খুলনা	
৫.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডুমুরিয়া, খুলনা ও প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ, খুলনা	
৬.	জনাব মিন্টু বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ, খুলনা	
৭.	জনাব শারমিন জাহান লুনা, সহকারী, কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	

২০২০ সালে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক	মনোনীত ব্যক্তির নাম ও পদবী	ক্যাটাগরি
১.	জনাব এস.এম. তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর	
২.	জনাব লাজু শামসাদ হক, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাজীপুর	

ক্রমিক	মনোনীত ব্যক্তির নাম ও পদবী	ক্যাটাগরি
৩.	জনাব মোসাঃ ইসমত আরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর	সাধারণ (দলগত)
৪.	ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সালাম সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর	
৫.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর	

২০২০ সালে জেলা পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক প্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবী/প্রতিষ্ঠান	ক্যাটাগরি
১.	জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	সাধারণ (ব্যক্তিগত)
২.	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	সাধারণ (দলগত)
৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	
৪.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপসচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নওগাঁ	
৫.	জনাব উত্তম কুমার রায়, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নওগাঁ।	
৬.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, এস্টেট অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ও প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নওগাঁ সদর, নওগাঁ	
৭.	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল	সাধারণ (দলগত)
৮.	জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান, উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ ও প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), টাঙ্গাইল	
৯.	জনাব মোঃ রোকনুজজামান, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ ও প্রাক্তন নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, টাঙ্গাইল	
১০.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	সাধারণ (প্রাতিষ্ঠানিক)

চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯

ক্রমিক	২০১৯ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/চলচ্চিত্র	ক্যাটাগরি
১.	(ক) জনাব মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা) (খ) মিজ কোহিনুর আক্তার সুচন্দা	আজীবন সম্মাননা
২.	(ক) জনাব মাহবুব উর রহমান (ন' ডরাই) (খ) জনাব ফরিদুর রেজা সাগর (ফাগুন হাওয়ায়)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র
৩.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (নারী জীবন)	শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
৪.	বাংলাদেশ টেলিভিশন (যা ছিলো অন্ধকারে)	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
৫.	জনাব তানিম রহমান অংশু (ন' ডরাই)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক

ক্রমিক	২০১৯ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/চলচ্চিত্র	ক্যাটাগরি
৬.	জনাব তারিক আনাম খান (আবার বসন্ত)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে
৭.	জনাব সুনেরাহ বিনতে কামাল (ন' ডরাই)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে
৮.	জনাব এম ফজলুর রহমান বাবু (ফাগুন হাওয়ায়)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে
৯.	জনাব নারগিস আক্তার (হোসনেয়ারা) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে
১০.	জনাব জাহিদ হাসান (সাপলুডু)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/ অভিনেত্রী খল চরিত্রে
১১.	(ক) জনাব নাইমুর রহমান আপন (কালো মেঘের ভেলা) (খ) জনাব আফরীন আক্তার (যদি একদিন)	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
১২.	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক
১৩.	জনাব হাবিবুর রহমান (মনের মতো মানুষ পাইলাম না)	শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক
১৪.	জনাব মৃনাল কান্তি দাস (তুমি চাইয়া দেখো...) (শাটল ট্রেন)	শ্রেষ্ঠ গায়ক
১৫.	(ক) জনাব মমতাজ বেগম (বাড়ির ওই পূর্বধারে...) (মায়া দ্য লস্ট মাদার) (খ) জনাব ফাতিমা-তুয-যাহরা ঐশী (মায়া, মায়া'রে..) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ গায়িকা
১৬.	(ক) জনাব নির্মলেন্দু গুণ (ইস্টিশনে জন্ম আমার..) (কালো মেঘের ভেলা) (খ) ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (চলো হে বন্ধু চলো..) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ গীতিকার
১৭.	(ক) জনাব প্লাবন কোরেশী (আব্দুল কাদির) (বাড়ির ওই পূর্বধারে...) (মায়া দ্য লস্ট মাদার) (খ) সৈয়দ মোঃ তানভীর তারেক (আমার মায়ের আচল---) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ সুরকার
১৮.	জনাব মাসুদ পথিক (মাসুদ রানা) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার
১৯.	জনাব মাহবুব উর রহমান (ন' ডরাই)	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার
২০.	জনাব জাকির হোসেন রাজু (মনের মতো মানুষ পাইলাম না)	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা
২১.	জনাব জুনায়েদ আহমদ হালিম (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক
২২.	(ক) জনাব মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বাসু (মনের মতো মানুষ পাইলাম না) (খ) জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ (মনের মতো মানুষ পাইলাম না)	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক
২৩.	জনাব সুমন কুমার সরকার (ন' ডরাই)	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক
২৪.	জনাব রিপন নাথ (ন' ডরাই)	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক
২৫.	জনাব খোন্দকার সাজিয়া আফরিন (ফাগুন হাওয়ায়)	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা
২৬.	জনাব মোঃ রাজু (মায়া দ্য লস্ট মাদার)	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান

বাঃসঃমুঃ ২০২১-২২/৫৩৮৩(কমঃসি-৪)—৩৫০ বই, ২০২২।